উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 5 December 2023 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in APD

‘যত গরমিল বাংলায়’

মিড-ডে মিলে ৪ হাজার কোটি তছরুপ, অভিযোগ কেন্দ্রের

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত ও পুলকেশ ঘোষ

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : বঙ্গ বিজেপির বরাবরের অভিযোগ, তৃণমূল দল এবং সরকার আপাদমস্তক দুর্নীতিতে ডুবে আছে। সেই অভিযোগ মান্যতা পেল সংসদে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান নজিরবিহীন আক্রমণ শানালেন লোকসভায় দাঁড়িয়ে। তাঁর বিস্ফোরক মন্তব্য, ‘আমি সংসদে অন রেকর্ড বলছি, মিড-ডে মিলে ৪ হাজার কোটি টাকা তছরুপ করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।’ জিরো আওয়ারে লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার উল্লেখ করায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী কড়া ভাষায় জবাব দেন।

ধর্মেন্দ্র সোমবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে তৃণমূল সরকারের নাম উচ্চারণ করে অভিযোগ করেন, ‘ওরা গরিবের টাকা লুট করে। পার্টিবাজিতে খরচ করে। ওদের হাফ ডজন মন্ত্রী জেলে আছেন। ওদের শিক্ষামন্ত্রীও জেলে।’ সুদীপের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর এরপর বিস্ফোরক বক্তব্য ছিল, ‘ওদের ভয় যে, ওদের নেতৃত্ব জেলে যাবে। সেই ভয়ে ওরা লোকসভার সময় নষ্ট করছে।’

নেতৃত্ব বলতে স্পষ্ট কিছু না বললেও বোঝা যাচ্ছে যে শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। গোবলয়ের তিন রাজ্যে রবিবার বিজেপির বিপুল জয়ের খবর ছড়িয়ে পড়তে বাংলার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী হুমকি দিয়েছিলেন, রাজ্যে এবার জানিয়ে সাঁড়াশি অভিযান শুরু হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কথায় সেই অভিযানের আভাস পাওয়া গেল ২৪ ঘণ্টার মধ্যে। তিনি লোকসভায় বলেন, ‘ভারত সরকার সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। সবকিছু বেরিয়ে আসবে।’

সংসদে কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যত এই হুমকির দিনই কলকাতায় রাজ্য বিধানসভায় নিজের দপ্তরে বসে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু মন্তব্য করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মে মাস থেকে আর বিধানসভায় আসতে পারবেন না। ৫০-৬০ জন বিডিও সহ তাঁকে জেলে যেতে হবে। মিড-ডে মিলের জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ নিয়ে রাজ্য সরকার যে দুর্নীতি করেছে, বছরখানেক আগে জানানো তাঁর সেই অভিযোগের সত্যতা বাংলায় এসে বুঝতে পেরেছে কেন্দ্রের রিভিউ কমিটি।

শুভেন্দুর দাবি, কেন্দ্রে শোকজ করায় রাজ্য সরকার যে জবাব

> ওরা গরিবের টাকা লুট করে। ওদের হাফ ডজন মন্ত্রী জেলে। ওদের শিক্ষামন্ত্রীও জেলে। ওদের ভয় যে, ওদের নেতৃত্ব জেলে যাবে।
>
> **ধর্মেন্দ্র প্রধান**
> কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী

দিয়েছে, তা সন্তোষজনক নয়। এজন্য সিবিআই দিল্লিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পরামর্শে এফআইআর রুজু করেছে। লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য ধর্মেন্দ্রর বক্তব্যকে ‘সংখ্যাগরিষ্ঠতার বেনজির আস্ফালন’ বলে লঘু করার চেষ্টা করেছেন। সুদীপের বক্তব্য, ‘এটা বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার প্রয়াস।’

আবাস যোজনা ও একশো দিনের কাজ সহ বিভিন্ন প্রকল্পে বাংলার বরাদ্দ আটকে রাখার প্রসঙ্গ তোলায় তাঁকে ধর্মেন্দ্রর কড়া বার্তা হজম করতে হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, ‘ভারত সরকার বাংলায় আর্থিক অবরোধ করছে বলে সুদীপবাবুর অভিযোগ ঠিক নয়। কেন্দ্র থেকে বাংলার গরিবদের জন্য পাঠানো বরাদ্দ নিয়ে ওখানে তোলাবাজি চলে, কাটমানি নেওয়া হয়। সব রাজ্য আর্থিক শৃঙ্খলা মেনে চললেও বাংলা সরকার মনে করে তারা সবার ওপরে।’

পরে অধিবেশনের বাইরে সুদীপ বলেন, ‘যে মন্ত্রীর উদ্দেশে আমার প্রশ্ন ছিল, তাঁকে বলতে না দিয়ে অন্য একজন মন্ত্রী উপযাচক হয়ে বলতে শুরু করলেন। কদর্য রাজনীতি করলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান।’ যদিও লোকসভায় বিরোধী দলনেতা অধীর চৌধুরী কেন্দ্রের অভিযোগেই সায় দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, ‘তদন্ত হলেই সবকিছু জানা যাবে। পশ্চিমবঙ্গে চুরি তো হয়ই। তার জন্য আমাদের আদালতেও যেতে হয়।’

রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বালুরঘাট থেকে টেলিফোনে বলেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন যা বলে এসেছি, ধর্মেন্দ্রজি সংসদে দাঁড়িয়ে তাই বললেন।’ *এরপর আটের পাতায়*

সেপটিক ট্যাংকে মাটি চাপা পড়ে মৃত্যু

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৪ ডিসেম্বর : উত্তরকাশীর টানেলে ১৬ দিন ধরে আটকে পড়েছিলেন ৪১ জন শ্রমিক। অনেক চেষ্টার পর তাঁদের অবশ্য ১৭ দিনের মাথায় সুস্থভাবেই উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার ফালাকাটায় সেপটিক ট্যাংকে ‘রেডিমেড’ পাকা রিং বসাতে গিয়ে মাটি চাপা পড়েন এক শ্রমিক। আরেক শ্রমিক অবশ্য অল্পের জন্য মাটি চাপা পড়ার হাত থেকে বেঁচে যান। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ফালাকাটা শহরের হাটখোলায়। নির্মীয়মাণ সেপটিক ট্যাংকে দীর্ঘ সাত ঘণ্টা ধরে চাপা পড়ে থাকেন ওই শ্রমিক। কিছুতেই তাঁকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু শেষে সন্ধ্যায় এনডিআরএফ-এর জওয়ানরা যখন তাঁকে উদ্ধার করেন ততক্ষণে ওই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

এদিন ফালাকাটা শহরের হাটখোলার চাল ব্যবসায়ী বিমলকুমার সাহার বাড়িতে ওই সেপটিক ট্যাংকে পাকা রিং বসানোর কাজ চলছিল। এর জন্য বিমলবাবুর বিল্ডিংয়ের পিছনে প্রায় ২২ ফুট গভীর গর্ত করা হয়। সেখানেই এদিন ৩ শ্রমিক মিলে পাকা রিং বসানোর কাজ করছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, এদিন ২২ ফুট গভীর গর্ত করে পাকা রিং বসানোর কাজ চলছিল। ঠিক তার পাশেই একইভাবে আগে থেকেই ওই ধরনের গর্ত করে রিং বসানো হয়েছিল। এদিন নতুন করা গভীর গর্তে শ্রমিকরা রিং বসানোর কাজ শুরু করেন। দুপুরের মধ্যে ওই গভীর গর্তে দুটি রিং বসানোও হয়ে যায়। এই কাজ করার জন্য ৩ জন শ্রমিকের মধ্যে গর্তে নামেন বিনোদ বর্মন (৪০)। অন্য দুই শ্রমিক বিজয় বর্মন ও রবি বর্মন দড়ির সাহায্যে নীচে

বুলডোজার এনে শ্রমিককে উদ্ধারের চেষ্টাও ব্যর্থ হল। সোমবার ফালাকাটায়।

ধসে বিপত্তি

- সাত ঘণ্টা পর শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার
- সেপটিক ট্যাংকে ‘রেডিমেড’ পাকা রিং বসাতে গিয়ে ঘটে বিপত্তি
- ২২ ফুট গভীর গর্ত করে পাকা রিং বসানোর কাজ চলছিল
- মাটি চাপার হাত থেকে অল্পের জন্য বেঁচে যান আরেক শ্রমিক

পাকা রিং নামিয়ে দিচ্ছিলেন।

স্থানীয়রা জানান, এই কাজ করার সময় হঠাৎ ধস নামে। উপর থেকে প্রচুর বেলেমাটি গর্তে পড়ে যায়। আর এতেই গর্তের ভেতরে থাকা শ্রমিক বিনোদ চাপা পড়ে যান। তাঁকে উদ্ধার করতে গিয়ে মাটি চাপার হাত থেকে অল্পের জন্য বেঁচে যান আরেক শ্রমিক বিজয় বর্মন। গর্তের ভিতর মাটি চাপা পড়ার খবর দ্রুত দমকলবাহিনীকে জানানো হয়। খবর দেওয়া হয় পুলিশকেও। ফালাকাটার দমকলবাহিনী এসে মাটি খুঁড়ে আটকে পড়া শ্রমিককে উদ্ধারের কাজ শুরু করে। পুলিশকর্মীরাও কাজে হাত লাগান। কিন্তু প্রায় ৮ ফুট খুঁড়তেই ফের ধস নামে গর্তে। এতে আটকে যায় উদ্ধারকাজ। পরে জেসিবি দিয়ে মাটি সরানোর কাজ শুরু হয়। কিন্তু তাতেও সাফল্য মেলে না। তবে এর পর শ্রমিক দিয়ে পাশে ফের গর্ত খুঁড়ে তাতে রিং বসিয়ে শুরু হয় উদ্ধারকাজ। কিন্তু সময় যত এগোতে থাকে ততই যেন উদ্ধারকাজ পিছিয়ে যেতে থাকে। তবে শেষপর্যন্ত খবর দেওয়া হয় এনডিআরএফ বাহিনীকে। খবর পেয়েই মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শিলিগুড়ি থেকে এনডিআরএফ ফালাকাটায় পৌঁছে যায়। শুরু হয় উদ্ধারকাজ। এদিন তারা সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ ওই সেপটিক ট্যাংকের গর্ত থেকে শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার করে।

এই ঘটনায় ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, ‘মাটির নীচে চাপা পড়া ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে *এরপর আটের পাতায়*

কথায় কথায়

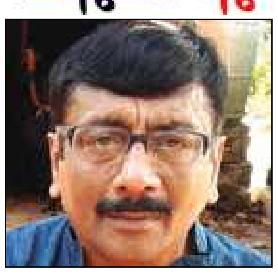

শুধু বিজেপি নয়, ফলে খুশি কংগ্রেসের জোটসঙ্গীরাও

আশিস ঘোষ

চার রাজ্যে ভোটের ফলে কেবল বিজেপির নেতা-কর্মীরাই কি খুশি হয়েছে? ইন্ডিয়া জোটের অন্য শরিকরাও কি আড়ালে খুশি নয়? চার রাজ্যে বিজেপিকে হারাতে পারলে জোটে কংগ্রেসের দাদাগিরি যে বহুগুণ বেড়ে যেত তাতে সন্দেহ কোথায়। লোকসভার আসন ভাগাভাগিতে কংগ্রেস কথা বলত গলা চড়িয়ে বাকিদের পাত্তাই দিত না।

জিতলে একরকম। এখন সোজাসুজি প্রশ্ন উঠে যাবে জোটের মুখ কে হবেন তা নিয়ে। বাকি শরিকরা ইতিমধ্যেই কেউ নীতীশ, কেউ মমতা, কেউ কেজরিওয়ালের নাম তুলছে। রেখেঢেকে নয়, খোলাখুলি। সময় গড়ালে সে আওয়াজ বাড়বে বই কমবে না। বিশেষ করে যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী নরেন্দ্র মোদি। লড়াই হবে মোদির সঙ্গে বাকিদের। এমন সর্বগ্রাহ্য নেতা হতে পারবেন রাহুল গান্ধি? কিংবা অন্য কেউ?

দীর্ঘ এক দশক দিল্লির মসনদের বাইরে থাকার পর ঝিমিয়ে পড়া কংগ্রেস অতি সম্প্রতি কর্ণাটক, হিমাচল জয়ের সুবাদে বেশ খানিকটা চাঙ্গা হয়েছিল। তার আগে রাহুলের ভারত জোড়ো যাত্রায় লোকসমাগমের পর কংগ্রেস গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে না উঠতেই এই বিপর্যয়। এটা সামাল দিয়ে একমাত্র তেলেঙ্গানা জয়ের মেডেল বুকে জড়িয়ে আগের মতো চেহারায় কংগ্রেস ফিরতে পারবে কি। সেমিফাইনালেই এই অবস্থা দেখে ফাইনালে ভিক্টরি স্ট্যান্ডে দাঁড়ানো তাদের কপালে আছে বলার মতো গলার জোর অবশিষ্ট থাকবে তো?

বিপদ আরও আছে। এখন থেকেই বিজেপি যেভাবে পুরোপুরি হিন্দুত্বের তাস হাতে বিপুল উদ্যমে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার মোকাবিলায় জাত গণনার চাল শেষপর্যন্ত কাজ দেবে তো? অন্তত এই ভোটে যে তা কাজে দেয়নি তা তো বোঝাই যাচ্ছে। ফলে মণ্ডল-কমণ্ডলের পুরোনো অঙ্কটা এবারেও বিজেপিকে বেগ দেবে কি না তা অনিশ্চিত। বহু রাজ্যেই কংগ্রেস দুর্বল। শুধু তেলেঙ্গানা দিয়ে আগের মতো দাপট দেখানো যাবে না। আঞ্চলিক দলের কাছে সুর আরও নরম করতে হবেই তাদের। সিট বোঝাপড়ায় বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়তে হবে কংগ্রেসকে।

অথচ চার রাজ্যের ভোটের ভালো ফলের পর দরকষাকষিতে বাড়তি সুযোগ পাওয়া যাবে ধরে নিয়ে তিন মাস জোটকে ভুলেই ছিল কংগ্রেস। *এরপর আটের পাতায়*

আসন ভাগে এই হাল হত না, বলছেন মমতা

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : বিরোধীদের কোণঠাসা করার মোক্ষম সুযোগ কি কেউ ছাড়ে? নরেন্দ্র মোদিও ছাড়লেন না। পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল থেকে শিক্ষা নেওয়ার পরামর্শ দিতে গিয়ে কটাক্ষে বিঁধলেন বিরোধীদের। তাঁর ভাষায় নেতিবাচকতা ছাড়া বিরোধীদের কাছে আর কোনও অস্ত্র নেই। প্রধানমন্ত্রী যখন সোমবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন মিজোরামের ফলাফল পুরোটা সামনে আসেনি।

রবিবারের ৩-১ স্কোরে বলীয়ান প্রধানমন্ত্রী মিজোরামের তোয়াক্কা করেননি। উত্তর-পূর্বের ওই রাজ্যে তাঁর দলের শোচনীয় ফল হলেও তার উল্লেখ মাত্র ছিল না মোদির কথায়। তিনি বরং কেন্দ্রের ক্ষমতায় বিজেপি হ্যাটট্রিক করতে চলেছে বলে আশার আলো দেখিয়েছেন। তিনটি রাজ্যের (রাজস্থান, ছত্তিশগড় ও মধ্যপ্রদেশ) সরকারে আসা নিশ্চিত হওয়ায় মোদির ভাষায়, ‘এই হ্যাটট্রিক বলে দিচ্ছে কেন্দ্রে বিজেপি সরকারও হ্যাটট্রিক করতে চলেছে।’

নেতিবাচক, বিরোধীদের কটাক্ষ মোদির

তাঁর সোমবার সংসদ চত্বরের সাংবাদিক বৈঠকজুড়ে ছিল বিরোধীদের প্রতি ব্যঙ্গ ও নিন্দা। তাঁর কথায়, ‘গত ৯ বছর ধরে আপনারা শুধু নেতিবাচক আচরণ করেছেন। সেই অবস্থান ছেড়ে বেরিয়ে এবার ইতিবাচক বার্তা দিন।’ তাচ্ছিল্যের সুরে এরপর প্রধানমন্ত্রী পরামর্শ দেন, ‘এভাবে আপনাদের প্রতি সাধারণ মানুষের মনোভাব বদল হতে পারে।’ দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর এ ধরনের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

কংগ্রেস ব্যস্ত ছিল ফলাফল বিশ্লেষণে। রাজস্থান ও ছত্তিশগড় হাতছাড়া হওয়া তাদের পক্ষে বড় ধাক্কা তো বটেই। এই বিপর্যয় সামলানোর কৌশল স্থির করার আলোচনায় সোনিয়া গান্ধির বাড়িতে বসেছিলেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা। কংগ্রেস নীরব থাকলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। ভোটের ফলাফলের বিশ্লেষণ শোনা গিয়েছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যেও।

বিরোধীদের এই হারকে পিসি ও ভাইপো দুজনই সামলে ওঠা সম্ভব বলে প্রত্যয় প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী সোমবার যোগ দিয়েছিলেন বিধানসভার অধিবেশনে। সেখানে তিনি ভোটের ফলাফল প্রসঙ্গে অনেক কথা বলেন সাংবাদিকদের। তাঁর মতে, ‘এটা কংগ্রেসের হার, মানুষের পরাজয় নয়। বিজেপি একটা রাজ্য বেশি পেয়েছে। কংগ্রেসের থেকে ছত্তিশগড় ও রাজস্থান নিয়ে নিয়েছে। আবার কংগ্রেস তেলেঙ্গানায় জিতেছে।’

মমতার কথায়, ‘আমরা বারবার বলেছিলাম, আগে আসন ভাগ করো। আসন ভাগ করলে এই অবস্থা হত না। ৭০টি আসনে বিজেপি জিতেছে ভোট কাটাকাটির জন্য। এটা ভোট কাটার জয়।’ একই সুরে কিছু পরিসংখ্যান দেন অভিষেক। তাঁর বক্তব্য, ‘রাজস্থানে কংগ্রেস মাত্র ২ শতাংশ ভোটে বিজেপির কাছে হেরেছে। দীর্ঘদিন ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার প্রবণতা কংগ্রেসের রয়েছে। এই ভুল যদি ৬ মাস বা এক বছর আগে সংশোধন করা যেত তাহলে এমন ভরাডুবি হত না।’ *এরপর আটের পাতায়*

প্রণমি তোমারে... বিধানসভার প্ল্যাটিনাম জুবিলি মেমোরিয়াল বিল্ডিংয়ে মিউজিয়ামের উদ্বোধনের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার।

সেলফির সূত্রে খুনের কিনারা

সমীর দাস

কালচিনি, ৪ ডিসেম্বর : পরিকল্পনা করে অপরাধটা তারা ঘটিয়েই ফেলেছিল। কাল হল সেলফি। মোবাইল ফোনে তোলা একটি মাত্র সেলফি যে তাদের ধরিয়ে দেবে, সেকথা কল্পনাও করতে পারেনি ধৃত হ্যামিল্টনগঞ্জের দুই যুবক। খুনের অভিযোগে ধরা পড়েছে তারা। তাদের বিরুদ্ধে চালসার মেটেলি চা বাগানের গন্ধুর লাইনের বাসিন্দা আদেশ গোয়ালাকে (১৮) খুনের অভিযোগ রয়েছে।

রবিবার বক্সা বাঘ বনের হ্যামিল্টনগঞ্জ রেঞ্জের গুদামডাবরি বিটের ৪ নম্বর কম্পার্টমেন্টের জঙ্গল থেকে একটি নরকঙ্কাল উদ্ধার করে কালচিনি থানার পুলিশ। তদন্ত শুরুর ১২ ঘণ্টার মধ্যে ওই কঙ্কালটির রহস্য উন্মোচনের পাশাপাশি ওই কঙ্কালের পরিচয় বের করতে সক্ষম হয় পুলিশ। জানা যায়, কঙ্কালটি আদেশের। গত ১৯ নভেম্বর আলিপুরদুয়ার জেলার হ্যামিল্টনগঞ্জের কালীমেলায় ঘুরতে এসে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন আদেশ। অতঃপর তদন্তে নেমে ওই যুবককে খুনের অভিযোগে হ্যামিল্টনগঞ্জের ফরওয়ার্ড নগরের বাসিন্দা মিলন ওরাওঁ ও সঞ্জু রায়কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আর পুলিশের ওই সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে খুনের কিছুক্ষণ আগে আদেশের তোলা একটি সেলফি। খুন হওয়ার আগে তাঁর এক বন্ধুর মোবাইলে হোয়াটসঅ্যাপে তিনজনের একসঙ্গে তোলা ছবি পাঠিয়েছিলেন আদেশ। সেই ছবি সংগ্রহ করে কালচিনি থানার পুলিশ। নিজস্ব সোর্স কাজে লাগিয়ে রবিবার রাতেই ছবিতে আদেশের সঙ্গে থাকা দুই অভিযুক্তকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। থানায় আনার পর পুলিশের জেরার মুখে ভেঙে পড়ে ওই দুই অভিযুক্ত। স্বীকার করে নেয়, তারাই আদেশকে খুন করে লাশ জঙ্গলে ফেলে রেখেছিল।

কিন্তু জঙ্গল থেকে উদ্ধার করা নরকঙ্কালটি যে আদেশের তা জানল কীভাবে পুলিশ? কঙ্কালের গায়ে যে জামার অংশ লেগে ছিল, তাতে একটি বিশেষ লোগো লাগানো ছিল। আদেশের পরিবারের তরফে নিখোঁজ ডায়ারিতে যা বিবরণ দেওয়া হয়েছিল তার সঙ্গে কঙ্কালের পরনের জামার মিল খুঁজে পায় পুলিশ।

অভিযুক্ত দুজন মৃত আদেশের পূর্বপরিচিত নয়। তাহলে এমন হত্যাকাণ্ডের কারণ কী? ওই দুই দুষ্কৃতী পুলিশকে জানিয়েছে, আদেশের মোবাইল ফোন আর সঙ্গে থাকা টাকাপয়সা ছিনতাই করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল।

ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, ১৯ নভেম্বর ছটপুজো ছিল। হ্যামিল্টনগঞ্জ কালীমেলা থেকে খুব কাছে বাসরা নদীর ঘাটে বড় ছটপুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। পেশায় মেটেলি চা বাগানের শ্রমিক আদেশ তাঁর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে একটি ছোট গাড়িতে চেপে সেদিন রাতে *এরপর আটের পাতায়*

মিজোরামে ভরাডুবি কং-বিজেপির

মিজোরামে ২৭ আসনে জিতে সরকার গড়তে চলেছে জোরাম পিপলস মুভমেন্ট। ১০টি আসনে দ্বিতীয় স্থানে শাসকদল মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট। বিজেপি ২টি আর কংগ্রেস ১টি মাত্র আসন পেয়েছে।

বিস্তারিত দশের পাতায়

রসিকবিলে বুনোদের দত্তক নেওয়া শুরু

মেছোবিড়াল পোষ্য নিলেন এসপি

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ৪ ডিসেম্বর : আপনি কি ঘড়িয়াল, হরিণ দত্তক নিতে চান? এবার আপনাকে সেই সুযোগ করে দেবে কোচবিহার বন দপ্তর। তাই বলে দত্তক নেওয়া বন্যপ্রাণীকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন না। তবে পশুটির সঙ্গে দেখা করতে চাইলে কোচবিহারের রসিকবিলে মিনি জু-তে আসতেই পারেন। শুধু হরিণ বা ঘড়িয়াল নয়, ময়ূর, পাইথন, চিতাবাঘ, ম্যাকাও, ফ্রিজেন্ট পাখিও দত্তক নিতে পারেন।

সোমবার রসিকবিলে সস্ত্রীক পুলিশ সুপার।

সোমবার তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রসিকবিল মিনি জু-তে স্টেট অ্যানিমাল মেছোবিড়ালের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিলেন সস্ত্রীক কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার। এদিন জেলা বন বিভাগের তরফে রসিকবিলে আনুষ্ঠানিকভাবে জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য ও তাঁর স্ত্রী রোশনি দাস ভট্টাচার্যের হাতে ভরণপোষণের চুক্তিপত্র তুলে দেন জেলা বন বিভাগের ডিএফও এঞ্জেল পি ভুটিয়া। এক বছরের জন্য প্রাণীটির ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছেন তাঁরা। এর জন্য কোচবিহার বন দপ্তরকে বার্ষিক ৩০ হাজার টাকা দিতে হবে তাঁদের। মেছোবিড়ালের দত্তকের বিষয়টি এনক্লোজারের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

এ ব্যাপারে জেলা বন বিভাগের এডিএফও বিজনকুমার নাথ বলেন, 'রাজ্য জু অথরিটির গাইডলাইন মেনে এই প্রথম রসিকবিলে মেছোবিড়াল দত্তক দেওয়া হয়েছে।'

অন্যদিকে দ্যুতিমান জানান, বন্যপ্রাণীদের প্রতি ভালোবাসার টানেই তিনি এবং তাঁর স্ত্রী মেছোবিড়ালটিকে দত্তক নিয়েছেন। প্রাণীটির খোঁজ নিতে তাঁরা মাঝেমধ্যেই রসিকবিলে আসবেন। এর আগেও তাঁরা আলিপুর চিড়িয়াখানায় স্ট্রাইপড হায়না এবং বর্ধমানের রমনা বাগান মিনি জু- তে সবুজ ইগুয়ানা দত্তক নিয়েছিলেন।

> "রাজ্য জু অথরিটির গাইডলাইন মেনে এই প্রথম রসিকবিলে মেছোবিড়াল দত্তক দেওয়া হয়েছে।
>
> **– বিজনকুমার নাথ,**
> জেলা বন বিভাগের এডিএফও

জু অথরিটির গাইডলাইন মেনে মিনি জু কর্তৃপক্ষের তরফে পশুপাখিদের দত্তক নেওয়ার জন্য একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। রসিকবিলের দুটি চিতাবাঘ দত্তক নেওয়ার জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা দিতে হবে। ১৯৯টি চিতল হরিণের জন্য বছরে দশ হাজার টাকা, ১১টি ঘড়িয়াল ও পাইথনের জন্য ১৫ হাজার টাকা করে এবং ম্যাকাও ও আমেরিকান ফ্রিজেন্টের জন্য যথাক্রমে ১০ হাজার ও সাত হাজার টাকা করে দিতে হবে।

এই অভিনব উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন কোচবিহার পরিবেশপ্রেমী হিলের সদস্য অর্ধেন্দু বণিক। তিনি বলেন, 'রসিকবিলে অনেক বছর ধরে এই প্রথা চালু থাকলেও বাস্তবে কেউই আগ্রহ দেখায়নি। এতে পশুপাখির দেখাশোনার পাশাপাশি তাদের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিবিড় হয়ে উঠবে। এভাবেই পশুদের দত্তক নেওয়ার ব্যাপারে সবার এগিয়ে আসা উচিত।'

কোচবিহার বন বিভাগের এডিএফও বিজনকুমার নাথ, রেঞ্জ অফিসার রানা রহমান, বক্সিরহাট থানার ওসি এমডি শাহবাজ এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

গ্রিন জোনের উদ্যোগ ডুয়ার্সে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : ডুয়ার্সের পর্যটনকেন্দ্রগুলিকে গ্রিন জোনে রূপ দিতে প্লাস্টিক ফ্রি করার উদ্যোগ নিল জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ। জেলার ব্লক ও পঞ্চায়েতগুলিকে পাশে নিয়ে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, লিকুইড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এবং প্লাস্টিক রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট করে গ্রিন জোনের পরিকল্পনা রূপায়িত করতে চায় জেলা পরিষদ। সেইসঙ্গে বন দপ্তর, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও স্থানীয় পঞ্চায়েতদের নিয়েই ডুয়ার্সের পর্যটনকেন্দ্রে প্লাস্টিকজাত সামগ্রীর ব্যবহার বন্ধের উদ্যোগ নিচ্ছে জেলা পরিষদ। সোমবার জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ এই খবর দেন। বোর্ড গঠনের পর প্রথম পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য স্থায়ী সমিতির বৈঠকে ৯ কোটি টাকা অনুমোদন করিয়ে নিল জেলা পরিষদের এই দুই স্থায়ী সমিতি।

জেলা পরিষদের মাধ্যমে ইতিমধ্যে ৮০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে পাঁচটিতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ও লিকুইড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। ৩৩টি পঞ্চায়েতে কাজ চলছে। এবার প্লাস্টিক রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জেলার ৮০টি পঞ্চায়েতের ৩৯৭টি গ্রামকে মডেল গ্রাম করা হচ্ছে। যেখানে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ও লিকুইড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প এবং প্লাস্টিক বর্জিত গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে মহুয়া গোপ জানান। এই পরিকল্পনা সরকারিভাবে পঞ্চায়েত এলাকায় আগামী মার্চের মধ্যে রূপায়িত করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। এছাড়া ডুয়ার্সের লাটাগুড়ি, চালসা, মেটেলি, বাতাবাড়ি, মূর্তি, ধূপঝোরা, রামশাই সহ একাধিক জায়গায় প্লাস্টিক ফ্রি জোন ঘোষণা করে গ্রিন জোনের পরিকল্পনা রূপায়িত করা হবে। প্লাস্টিকজাত কোনও কিছুই পর্যটনকেন্দ্র ও পঞ্চায়েত এলাকায় ব্যবহার চলবে না। তবে বন দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করেই এই উদ্যোগ নেওয়া হবে।

পূর্ত দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ নুরজাহান বেগম বলেন, 'পূর্ত স্থায়ী কমিটি এবার থেকে গ্রামাঞ্চলের কালভার্ট তৈরি করতে পারবে। আমরা লাটাগুড়ির নেওড়া নদীর লালপুল এলাকাকে পিকনিক স্পট হিসেবে গড়ে তুলব। পাশাপাশি গ্রামীণ রাস্তাঘাট সংস্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

চলচ্চিত্র

নামী শিল্পীর ফিল্মে অভিনয়ে নতুন ছেলে-মেয়ে চাই। বয়স ৮-৬৫। ফ্রি অডিশন শিলিগুড়ি/কোচবিহারে। 7595865299. (C/108291)

নাম পরিবর্তন

এই Mohammad Hasibur Rahaman Shaikh বাবার নাম Shaikh Zafiruddin বয়স 37 বছর, মুসলিম, গ্রাম - সাগরপুর, P.O. - নিজামপুর, P.S. - চাকুলিয়া, Dist - উত্তর দিনাজপুর। ইসলামপুর নোটারি পাবলিক কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা Mohammad Hasibur নামে পরিচিত হলাম। Vide Affidavit No.15, Date - 2/12/23 Mohammad Hasibur Rahman Shaikh, S/O. Shaikh Zafiruddin এবং Mohammad Hasibur, S/o. Md. Jafiruddin। সমস্ত নথি অনুযায়ী দুটো নাম একই ব্যক্তির। (C/108382)

SALE - PROPERTY

Place - Siliguri, Land - 5 Katha with Boundary Wall. Building - 2 storey Building, Contact - 9832583942. (C/112816)

কর্মখালি

সিটি সেন্টারের পাশে ১০৫০০ টাকা বেতনে সিকিউরিটি গার্ড ও ফিল্ড অফিসার চাই। Ph- 9674333228/9830444403. (K)

•

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont :- (M) 96476-10774. (C/108293)

•

শিলিগুড়িতে চিমনি সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। বেতন-১২,১০০/-, কাজের সময় সকাল ৮.৩০ থেকে ২.০০টা। Ph : 9832009039. (C/108294)

JOB VACANCY

Urgently required one Manager for 'Rave-up The Resto Bar'. Qualification- HS+, Age-28+, Interview Date-07/12/23, time - 3 P.M. to 6 P.M. Contact No- 95479-22552,98323-16981, Venue-Cosmos Mall. (C/108380)

লোন

Any type of loan plz call Paul's for North Bengal-9733119194. (C/108292)

গোবর দিয়ে শৌখিন জিনিস তৈরি কৃষকের

মাদুরাই, ৪ ডিসেম্বর ঃ দামি ধাতুর তৈরি গয়না তো অনেক দেখা হয়েছে। কাঠ, মাটি, পাথর দিয়ে যে অন্যরকম গয়না তৈরি হয়, সেকথাও অজানা নয়। সেই তালিকায় এবার ঢুকে পড়ল গোবর দিয়ে তৈরি গয়নাও। এই অন্যরকম গয়না বানিয়ে তাক লাগালেন এক কৃষক। এহেন একটি বর্জ্য পদার্থকে কীভাবে ফের ব্যবহার করা যায়, তারই অন্যরকম এক দিশা দেখালেন তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ের ওই বাসিন্দা।

তিনি জানিয়েছেন, যতটা প্রয়োজন, তার থেকে অনেক বেশি গোবর জমে উঠছিল তাঁর কাছে। কিন্তু তা ফেলে দিতে রাজি ছিলেন না গণেশন। জৈব চাষে যেমন বর্জ্য পদার্থকে বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তেমনই ওই অতিরিক্ত গোবরকে বিকল্প কাজে লাগানোর জন্য গোবর দিয়ে গণেশের মূর্তি তৈরি করেন তিনি। বর্তমানে প্রায় দেড়শো রকম জিনিস বানিয়েছেন ওই ব্যক্তি। তাঁর দাবি, এই সবকিছুরই কাঁচামাল কেবলমাত্র গোবর ও গোমূত্র। দেবদেবীর মূর্তি, গয়নাগাঁটি, ঘর সাজানোর শৌখিন জিনিস, মশলা রাখার পাত্র- তাঁর বানানো জিনিসের তালিকায় কী নেই! এর মধ্যে তাঁর সেরা কাজ বলতে ৬ ফুটের বৌদ্ধমূর্তিটির কথা বলেছেন গণেশন, যা তৈরি করতে ৩০ কেজি গোবর ব্যবহার করেছিলেন তিনি।

খানে পে চর্চা... চিনের এক চিড়িয়াখানার খাওয়ার টেবিলে পান্ডাদের আসর। -এএফপি

জেলায় প্রথম কালো আখের চাষ তুফানগঞ্জে

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : কোচবিহার জেলায় এই প্রথমবার কালো আখ চাষ করেছেন পেশায় শিক্ষক রূপম পাল। তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের অন্দরান ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় সংলগ্ন এলাকায় রূপমের বাড়ি। তিনি ছাটরামপুর হাইস্কুলের শিক্ষক। ছোটবেলা থেকেই শখ ছিল নিত্যনতুন বিদেশি ফল চাষ করা। ইউটিউব থেকেই বিদেশি ফল সম্পর্কে খুঁটিনাটি জেনে থাকেন। তারপর সেই বীজ বা চারা অনলাইনে অর্ডার করে আনেন।

তিনি পাঁচ কাঠা জমিতে ৩০০টি কালো আখের চারা সংগ্রহ করে চাষ করেছিলেন। প্রথম বছর আখ বিক্রি না করে এই আখ থেকে ১০ হাজার চারা তৈরি করে ১০-১৫ টাকা দরে প্রতি চারা কৃষকের হাতে তুলে দেবেন। যদিও এই চারার এক একটির বাজারমূল্য ৩০-৪০ টাকা। কোচবিহার জেলার চাষিরা যাতে কম দামে এই কালো জাতের আখ চাষ করে লাভবান হন, সেইজন্যই চারা তৈরি করে বিক্রি করবেন বলে জানান রূপম পাল। তিনি বলেন, 'কোচবিহার জেলায় কালো আখের চাষ এর আগে হয়নি। খুব কম সময়ে এই আখ খাওয়ার উপযুক্ত হয়। রসে ভরপুর নরম ও মিষ্টি কালো আখের পুষ্টিগুণ যেমন রয়েছে, ঠিক তেমনি শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই খেতে পারে। বাণিজ্যকভাবে এই আখ চাষ করলে কৃষকরা লাভবান হবেন।'

বাজারে কালো আখ দেখতে পাওয়া যায় না বললেই চলে। এই কালো আখ ফিলিপিন্সে চাষ হয়। এতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি থাকে।

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা ডঃ তাপস দাস বলেন, 'কৃষি দপ্তরের পরামর্শে বাণিজ্যিকভাবে কেউ চাষ করতে চাইলে কৃষি দপ্তর সব রকমের সহযোগিতা করবে।'

ডুয়ার্সবাসীর সুস্থ থাকার কাহিনী তুলে ধরল পড়ুয়া

নাগরাকাটার নয়া পালক

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৪ ডিসেম্বর ঃ নাগরাকাটার জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের মুকুটে আরও একটি পালক জুড়ল। আঞ্চলিক শিশুবিজ্ঞান কংগ্রেসে সমীক্ষানির্ভর গবেষণাপত্র উপস্থাপন করে তিন রাজ্যের সমস্ত জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের প্রতিযোগীদের টপকে শীর্ষস্থান দখল করে নিয়েছে সেখানকার সপ্তম শ্রেণির ছাত্র জ্যোতিরাদিত্য সিং। এবারে সে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। আগামী জানুয়ারি মাসে গুয়াহাটিতে প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা। ডুয়ার্সের আদি বাসিন্দাদের সুস্থ থাকার গোপন টিপস যে এখানকার নিজস্ব গাছগাছড়ার ওষুধ, সেই গোপন কাহিনী তুলে ধরে জ্যোতিরাদিত্য। গবেষণার এমন মৌলিক বিষয় তাক লাগিয়ে দেয় বিচারকদেরও। গত ২৯ নভেম্বর সেরার খেতাব জিতে ফেরার পর সোমবার স্কুলের পক্ষ থেকে ওই ছাত্রকে সংবর্ধনা প্রদানের পাশাপাশি তার হাতে পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। নাগরাকাটার জওহর নবোদয় স্কুলের অধ্যক্ষ জীতেন্দ্রকুমার সিং বলেন, 'পড়ুয়াদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার পাশাপাশি আগামীদিনের গবেষক ও বিজ্ঞানী তৈরির পথে এই শিশুবিজ্ঞান কংগ্রেস একটি বড় প্ল্যাটফর্ম। জ্যোতিরাদিত্য শুরুতে ক্লাস্টার পর্যায়ে প্রথম হওয়ার পর এবারে আঞ্চলিক পর্যায়েও শীর্ষস্থান ধরে রাখতে পেরেছে। স্কুলের কাছে এ এক অত্যন্ত গৌরবের বিষয়।

বিজয়ী জ্যোতিরাদিত্য সিংয়ের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন নাগরাকাটা জওহর নবোদয় স্কুলের অধ্যক্ষ। সোমবার সকালে।

কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের উদ্যোগে গত ১৭ অক্টোবর প্রথমে পাটনা অঞ্চলের বর্ধমান ক্লাস্টারের অন্তর্গত ৭টি নবোদয় স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ওই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে জুনিয়ার ক্যাটিগোরিতে (অনূর্ধ্ব ১৪ বছর) ওই ছাত্র প্রথম হওয়ার পর বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের ৮৪টি নবোদয় বিদ্যালয়ের প্রতিযোগীদের নিয়ে আয়োজিত পাটনা অঞ্চল স্তরের প্রতিযোগিতায় সে অংশ নেয়। নানা রোগভোগে ডুয়ার্সের ২০টি ভেষজ গুণসম্পন্ন গাছের স্থানীয় ব্যবহার ও এর সুফলের ওপর পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন সহ মডেল উপস্থাপন করে প্রথম স্থান অধিকার করে সে। এজন্য এলাকার আশপাশের চা বাগান ও বনবস্তিতে গিয়ে ওই পড়ুয়া এক মাস ধরে নিবিড়ভাবে স্থানীয় বাসিন্দা ও শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে। এরপরই অর্জিত অভিজ্ঞতা, তথ্য ও প্রামাণ্য খুঁটিনাটি নানা বিষয়ের ওপর নির্ভর করে গবেষণাপত্রটি তৈরি করে। নাগরাকাটা জওহর নবোদয় স্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষক ওপি সিং বলেন, 'এই শিশুবিজ্ঞান কংগ্রেস থেকে এর আগেও বহু প্রতিভার উন্মেষ ঘটেছে। আগামীতেও তা অক্ষুণ্ণ থাকবে।'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৩৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৪১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬০৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৭৬৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৭৬৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

দুই রীতি মিলিয়ে বিয়ে সারলেন নীল-মেহের

বেঙ্গালুরু, ৪ ডিসেম্বর ঃ ইদানীংকালে ধর্ম শব্দটি ক্রমশ স্পর্শকাতর হয়ে উঠছে। ধর্মকে কেন্দ্র করে শুধু এ দেশ নয়, গোটা বিশ্বেই বারবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে অসহিষ্ণুতা। অথচ ধর্মের আসল অর্থ তো ধারণ করা। সেকথাই যেন আরও একবার মনে করিয়ে দিলেন এই ব্যতিক্রমী যুগল। তাঁদের একজন ধর্মে হিন্দু, অন্যজন মুসলিম। কিন্তু ধর্মের পার্থক্য তাঁদের মনে বিভেদের গণ্ডি টানতে পারেনি। আর বিয়ের অনুষ্ঠানেও সেই সম্প্রীতির সুরটিকেই জিইয়ে রাখলেন তাঁরা। সমান মান্যতা দিলেন দুই ধর্মের রীতিকেই। আবার দুটি ধর্মীয় রীতিতেই কী কী মিল আছে, তা খুঁজে এনে তাদের বেঁধে দিলেন এক সুতোয়।

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন

৯০৬৪৮৪৯০৯৬

এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

DHUPGURI MUNICIPALITY

e-NIT (Abridged)

e-NIT/NIT are invited by the Chairperson, BOA, Dhupguri Municipality from Resourceful bonafide outsider for Construction of UPHC under Dhupguri Municipality.

Sl.No.	Tender ID	END DATE
1	2023_MAD_613773_1	17.12.2023 At 17.00

Chairperson, BOA, Dhupguri Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

ABRIDGED TENDER NOTICE

Tender Reference No. WBPHED/EE/MAAD/NIeT_16 of 2023-2024 Tender ID- 2023_PHED_612516_1 to 11 Last date for submission of Technical and Financial Bid (online):- 23/12/2023 upto 11:00 P.M. Tender invited by the undersigned for Eleven nos. work under Malda Arsenic Area W/S Division, P.H.E. Dte. All details available in website http://wbtenders.gov.in & www.wbphed.gov.in Sd/- Executive Engineer, Malda Arsenic Area W/S Division, P.H.E. Dte. ICA-T24577(4)/2023

NOTICE

Memo No.95/ICDS/APD-I

Date : 02/12/2023

With reference to the Notification No. 25/ICDS/APD-I dt.24/01/2020 and No. 26/ICDS/APD-I dt 24/01/2020 Viva-Voce for the post of Anganwadi Helper in Alipurduar-I (Main & Addl) ICDS Project will be held on 15/12/2023 at 08.00 am onwards at SDO Office, Alipurduar. List of qualified candidates are available in office notice board and online through https://eapplyicdsalipurduar.in. Candidates may download Call Letter for viva-voce from the said website or collect the same from the office of the undersigned from 09/12/2023.

Sd/- CDPO, Alipurduar-I ICDS Project

Memo No. 641(2)/DICO/APD DATE : 04/12/2023

NOTICE

Memo No.235/ICDS/FKT

Date : 02/12/2023

With reference to the Notification No. 33/ICDS/FKT dt. 24/01/2020 and No. 34/ICDS/FKT dt. 24/01/2020 Viva-Voce for the post of Anganwadi Helper in Falakata (Main & Addl) ICDS Project will be held on 19/12/2023 at 08.00 am onwards at SDO Office, Alipurduar. List of qualified candidates are available in office notice board and online through https://eapplyicdsalipurduar.in. Candidates may download Call Letter for viva-voce from the said website or collect the same from the office of the undersigned from 09/12/2023.

Sd/- CDPO, Falakata ICDS Project

Memo No. 647(2)/DICO/APD DATE : 04/12/2023

NOTICE

Memo No.188/ICDS/MDT

Date : 02/12/2023

With reference to the Notification No. 239/ICDS/MDT dt.24/01/2020 and No.240/ICDS/MDT dt. 24/01/2020 Viva-Voce for the post of Anganwadi Helper in Madarihat (Main) ICDS Project will be held on 28/12/2023 and 29/12/2023 at 08.00 am onwards at SDO Office, Alipurduar. List of qualified candidates are available in office notice board and online through https://eapplyicdsalipurduar.in. Candidates may download Call Letter for viva-voce from the said website or collect the same from the office of the undersigned from 09/12/2023.

Sd/- CDPO, Madarihat ICDS Project

Memo No. 646(2)/DICO/APD DATE : 04/12/2023

NOTICE

Memo No.208/ICDS/KMG

Date : 02/12/2023

With reference to the Notification No. 19/ICDS/KMG dt. 24/01/2020 and No. 21/ICDS/KMG dt. 24/01/2020 Viva-Voce for the post of Anganwadi Helper in Kumargram (Main & Addl) ICDS Project will be held on 27/12/2023 at 08:00 am onwards at SDO Office, Alipurduar. List of qualified candidates are available in office notice board and online through https://eapplyicdsalipurduar.in. Candidates may download Call Letter for viva-voce from the said website or collect the same from the office of the undersigned from 09/12/2023.

Sd/- CDPO, Kumargram ICDS Project

Memo No. 645(2)/DICO/APD DATE : 04/12/2023

NOTICE

Memo No.143/ICDS/APD-II

Date : 02/12/2023

With reference to the Notification No. 39/ICDS/APD-II dt.24/01/2020 and No. 40/ICDS/APD-II dt. 24/01/2020 Viva-Voce for the post of Anganwadi Helper in Alipurduar-II (Main & Addl) ICDS Project will be held on 16/12/2023 and 18/12/2023 at 08.00 am onwards at SDO Office, Alipurduar. List of qualified candidates are available in office notice board and online through https://eapplyicdsalipurduar.in. Candidates may download Call Letter for viva-voce from the said website or collect the same from the office of the undersigned from 09/12/2023.

Sd/- CDPO, Alipurduar-II ICDS Project

Memo No. 642(2)/DICO/APD DATE : 04/12/2023

NOTICE

Memo No.57/ICDS/APD-U

Date : 02/12/2023

With reference to the Notification No. 30/ICDS/APD-U dt.24/01/2020 Viva-Voce for the post of Anganwadi Helper in Alipurduar-Urban ICDS Project will be held on 18/12/2023 at 08.00 am onwards at SDO Office, Alipurduar. List of qualified candidates are available in office notice board and online through https://eapplyicdsalipurduar.in. Candidates may download Call Letter for viva-voce from the said website or collect the same from the office of the undersigned from 09/12/2023.

Sd/- CDPO, Alipurduar-U ICDS Project

Memo No. 643(2)/DICO/APD DATE : 04/12/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

PWD TENDER NOTICE

Online bids are invited for the work under Tender ID: 2023_WBPWD_611613_1. For details please follow the website: www.wbtenders.gov.in Sd/- EE, PWD, Malda Electrical Division. ICA-T24595(2)/2023

NOTICE

Memo No.218/KICD

Date : 02/12/2023

With reference to the Notification No. 21/KICD dt.27/01/2020, No.22/KICD dt. 27/01/2020 and No. 23/KICD dt 27/01/2020 Viva-Voce for the post of Anganwadi Helper in Kalchini (Main, Addl & Addl-I) ICDS Project will be held on 20/12/2023 to 23/12/2023 and 26/12/2023 at 08.00 am onwards at SDO Office, Alipurduar. Lists of qualified candidates are available in office notice board and online through https://eapplyicdsalipurduar.in. Candidates may download Call Letter for viva-voce from the said website or collect the same from the office of the undersigned from 09/12/2023.

Sd/- CDPO, Kalchini ICDS Project

Memo No. 644(2)/DICO/APD DATE : 04/12/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

ABRIDGED e-TENDER NOTICE

e-tender are invited by the Executive Engineer, Alipurduar Division, P.H.E. Dte. from the reputed, bonafide, financially Sound & experienced agency / firm for the work of "WORKS RELATED TO PWSS" against following NIeT. (1) NIeT No.: 32/ALD/2023-24. Last Date of Submission for Tenders(1) 20.12.2023 upto 04:00 p.m. Details may be viewed in the http://www.wbphed.gov.in website. ICA-T24588(4)/2023

Short N.I.Q. is being invited by the E.E./PWD/NBCD, Siliguri, for the following work, details of which may be had from this office during the office hours or at www.pwdwb.in

Short NIQ Ref No: WB/PWD/EE/NBCD/NIQ/02/2023-24

Name of Work : Additional work in connection with Public Benefit Distribution Programme at Kanchanjunga Ground, Siliguri in the district of Darjeeling on 12.12.2023.

Last date & time of application for obtaining permission for participation in Quotation process : 08/12/2023 up to 4.00 PM

Date & Time of submitting quotation in Proforma : 09/12/2023 up to 2.00 PM

Date & Time of opening quotation in Proforma : 09/12/2023 after 3 PM

Eligibility : Bonafied Contractors

Executive Engineer (PWD)
North Bengal Construction Division
Siliguri

INVITATION OF QUOTATIONS
ARMY PUBLIC SCHOOL, BINNAGURI

1. Tender/Quotations are invited for various items/construction works for the Quarter Ending December 2023.

2. Please visit the School Website www.apsbinnaguri.org for details & submissions of quotations.

Principal, APS Binnaguri

হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া বন্দে ভারত সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন আরও ৯টি ট্রিপ চলবে

যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ০২৩০১/০২৩০২ হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি- হাওড়া বন্দে ভারত সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন বর্তমান সময়সূচি, চলাচলের দিন, গঠন ইত্যাদি অনুযায়ী ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ পর্যন্ত নিম্নলিখিত দিনগুলিতে আরও ৯টি ট্রিপ চলবে ঃ ০২৩০১/০২৩০২ হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া বন্দে ভারত সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন ঃ চলাচলের সম্প্রসারিত দিন - ০৬/১২, ১৩/১২, ২০/১২, ২৭/১২/২০২৩ এবং ০৩/০১, ১০/০১, ১৭/০১, ২৪/০১ ও ৩১/০১/২০২৪ (প্রতি বুধবার)। অন্যান্য সকল নির্দেশাবলী একই থাকবে।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

E-TENDER NOTICE

N.I.e.T. No. 04 of AE-I /MLMD of 2023-24, Malda Mechanical Division, PHE Dte. Tender Id: 2023_PHED_613033_1 to 2023_PHED_613033_5; Assistant Engineer-II, MLMD invites e-Tender in WBF 2911 for Different supply and repairing works at different PWSS in the dist of Malda under MLMD, PHE Dte. Last date of Submission 15.12.2023 upto 02:30 PM. For details visit at: www.wbtenders.gov.in . Sd/- Assistant Engineer-II, Malda Mechanical Division, PHEDte. ICA-T24592(4)/2023

TENDER NOTICE

NIT No. DDP/N-53 of 2023-24
Dt : 01/12/2023

Tenders of 01(one) no. of Scheme is hereby invited on behalf of Dakshin Dinajpur **Zilla Parishad**. Last date of submission is **11/12/2023**. Details of NIT may be seen in the Website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Additional Executive officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Siliguri Jalpaiguri Development Authority
Himanchal Vihar, Near- Passport Sava Laghu Kendra, Matigara-734010

NOTICE INVITING e-TENDER

The Chief Executive Officer, Siliguri Jalpaiguri Development Authority, Siliguri invites electronic notice inviting e-bid (Online) under 2 (Two) bid system from eligible resourceful bonafide and experienced firms / companies / individual contractors for the following works: Tender No. - 1) NIT 031/Engg/2023-24 of SJDA (3RD CALL) & 2) NIT 037/Engg/2023-24 of SJDA (3RD CALL). Name of Work : 1) Construction of Road Starting from Shyed Nagar More to Vishal Cinema Hall at Ward No. 43, SMC & 2) Construction of Both Side Drainage and Road Starting from NH-31 to via Upendra Sahani House via Shatrughan Sahani House end of Bhagawat Roy at Ward No. 43, SMC. Amount put to Tender- 1) Rs. 66,13,333.00 & 2) Rs. 42,83,385.00, Earnest Money- 1) Rs. 1,32,267.00 & 2) Rs. 85,668.00. Tender Documents Sale / Download Start Date & Time- 05.12.2023 at 4:00 P.M. and Bid Submission End Date & Time- 22.12.2023 upto 4.00 P.M. Date of opening of Technical Proposals- 26.12.2023 at 11:00 A.M. Date of opening of Financial Proposals - to be notified after technical evaluation. Corrigendum if any will be published in website only. All details can be obtained from the website- www.sjda.org or Log in http://wbtenders.gov.in or contact Engineering Section of SJDA at (0353) 2512922, 2515547. Sd/- Chief Executive Officer. ICA-T24535(4)/2023

সুবিধা পোর্টালের রাজস্ব কমাতে বৈঠক

চ্যাংরাবান্ধা, ৪ ডিসেম্বর : বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য চালু করা সুবিধা পোর্টালের রাজস্ব কমানোর দাবি নিয়ে আলোচনা করতে সোমবার কলকাতা রওনা হল চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরের ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদল। মঙ্গলবার তাঁরা সুবিধা পোর্টালের দপ্তরে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

রাজ্য সরকারের সুবিধা পোর্টাল সিস্টেমে বর্তমানে ট্রাক পিছু যে রাজস্ব জমা নেওয়া হচ্ছে সেটা কমানোর দাবিতেই সোমবার চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে রপ্তানি বাণিজ্য পুরো বন্ধ রেখে প্রতিবাদ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন তাঁরা। এনিয়ে আলোচনা করতেই শনিবার চ্যাংরাবান্ধায় বৈঠকেও বসেছিলেন তাঁরা। এরপর রবিবার আন্দোলনকারীদের ডেকে মাথাভাঙ্গায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের দপ্তরে বৈঠক করে কোচবিহার জেলা প্রশাসন। বৈঠকে কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, মেখলিগঞ্জের মহকুমা শাসক অতনুকুমার মণ্ডল, এসডিপিও অরিজিৎ পালচৌধুরী প্রমুখ উপস্থিতি ছিলেন। প্রশাসনের কর্তারা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তাঁদের দাবি ও সমস্যার কথা শোনেন। বৈঠকে প্রশাসনের তরফে ব্যবসায়ীদের দাবির বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়। সেখানেই মঙ্গলবার চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরের ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদলের কলকাতায় সুবিধা পোর্টালের দপ্তরে যাওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই অনুযায়ীই সোমবার তাঁরা রওনা হন।

সুবিধা পোর্টাল সিস্টেমে ছয় চাকার ট্রাকে পাঁচ হাজার এবং দশ চাকার ট্রাকে দশ হাজার টাকা রাজস্ব ধার্য করা হয়েছে। এই রাজস্ব পাঁচ হাজার থেকে কমিয়ে দুই হাজার, দশ হাজার থেকে কমিয়ে পাঁচ হাজার করার দাবি ব্যবসায়ীদের। এই দাবির কথা মঙ্গলবার সুবিধা পোর্টালের কর্তাদের কাছেও তুলে ধরবেন তাঁরা। চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ইদু সদাগর বলেন, 'সুবিধা পোর্টালের রাজস্ব কমানোর দাবি আমরা জানিয়েছি। প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে। সমস্যার সমাধান নিয়ে আমরাও আশাবাদী।'

সোমবার চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের মাত্রা তলানিতে ঠেকেছে। এদিন ভারত থেকে মাত্র ৭০ ট্রাক পণ্য বাংলাদেশ রপ্তানি করা হয়। এর মধ্যে ভুটানের ৩১ ট্রাক এবং ভারতের ৩৯ ট্রাক পণ্য ছিল।

স্বাস্থ্যকর্মীদের আনন্দ দিতে অনুষ্ঠান

নিউজ ব্যুরো

৪ ডিসেম্বর : হাসপাতাল মানেই সবসময় রোগের বিরুদ্ধে লড়াই। চিকিৎসক, নার্সরা গোটা বছর মানুষের সেবার কাজে ব্রতী থাকেন। তাই স্বাস্থ্যকর্মীদের বছরের একটা দিন একটু অন্যভাবে উপভোগ করার জন্য বিপি পোদ্দার হাসপাতাল ধনধান্য

বিপি পোদ্দার হাসপাতাল

অডিটোরিয়ামে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মীরা সেখানে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরেন। এছাড়া, অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন মেখলা দাশগুপ্ত ও রূপঙ্কর বাগচী। বিপি পোদ্দার হাসপাতালের তরফে নম্রতা ভট্টাচার্য বলেন, 'স্বাস্থ্যকর্মীরা সারা বছরই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে কাজ করেন। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁদের চাপ থেকে একটু রেহাই দেওয়া হল।'

উদ্যোগী চা বাগানের অভিভাবকরা

সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে গাড়ি ভাড়া

ভাড়া করা গাড়িতে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে পড়ুয়ারা। বামনডাঙ্গা বাগানের হাতি লাইনে।

নাগরাকাটা, ৪ ডিসেম্বর : দেড় মাসেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ থাকার পর গত ২২ নভেম্বর বামনডাঙ্গা চা বাগান খুলেছে। বাগান বন্ধ থাকাকালীন গাড়ির অভাবে পড়ুয়াদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। বাগান খোলার পরও স্কুলের যাওয়ার গাড়ি নিয়ে সমস্যা ছিল। তাই সোমবার থেকে বাগান পরিচালকদের পক্ষ থেকে একটি গাড়ি দেওয়া হলেও তাতে সব পড়ুয়ারা বসার জায়গা পাচ্ছিল না। ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হওয়ায় স্কুলে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব না। তাই স্থানীয় হাতি লাইন শ্রমিক মহল্লার অভিভাবকদের একাংশ নিজেরা চাঁদা তুলে একটি গাড়ির ব্যবস্থা করে পড়ুয়াদের স্কুলে পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে। আগামী ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভাড়া করা গাড়িটি চলবে।

স্থানীয় বাসিন্দা রাজেশ বড়াইকের কথায়, 'ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা শুরু হয়েছে। তাই স্কুলে যাতায়াতের জন্য যদি গাড়ির বন্দোবস্ত করে না দিতাম তবে ওদের পরীক্ষা দেওয়াই আর হত না।' হিউম্যান লাইফ ডেভেলপমেন্ট রিসোর্স সেন্টার নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিরা ওই অভিভাবকদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। অভিভাবক মনোজ মুন্ডা বলেন, 'প্রায় সাড়ে তিনশো পড়ুয়া বাগান থেকে স্কুলে যাতায়াত করে। পরিচালকরা যে গাড়ি দিয়েছেন তাতে সবার জায়গা হচ্ছে না। তাই চাঁদা তুলে একটি পিকআপ ভ্যান ভাড়া করে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাচ্ছি।' স্থানীয় বাসিন্দা লিলি কুজুর জানান, পিকআপ ভ্যানটিতে হাতি লাইনের ২৫ জন পড়ুয়া যেতে পারছে।

বামনডাঙ্গা চা বাগান থেকে নাগরাকাটার দূরত্ব ১৮ কিমি। বামনডাঙ্গা বাগানের বহু পড়ুয়া নাগরাকাটার স্কুলে পড়াশোনা করে। জঙ্গল লাগোয়া এলাকা হওয়ায় যাতায়াতের একমাত্র রাস্তায় হাতি, বাইসন, চিতাবাঘের মতো বুনো জীবজন্তুর আনাগোনা লেগেই থাকে। তাই সাইকেল নিয়ে যাতায়াত করা পড়ুয়াদের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকির হয়। অগত্যা স্কুলে যেতে ভরসা বাগান পরিচালকদের দেওয়া গাড়ি। কিন্তু এদিন তাতে জায়গা না হওয়ায় সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে এগিয়ে এলেন অভিভাবকরাই।

যদিও অভিভাবক অজয় মুন্ডা বলেন, 'আমাদের সামর্থ্য সীমিত। তাই এই উদ্যোগ স্বল্প সময়ের জন্য। ভবিষ্যতে যাতে এখানকার কোনও পড়ুয়ার স্কুলে যাতায়াতে সমস্যা না হয় তা বাগান পরিচালকরা গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন বলেই আশা করি।'

বিয়ের দাবিতে ধর্নায় মহিলা

হলদিবাড়ি, ৪ ডিসেম্বর : প্রেমের টানে সন্তান ছেড়ে বিবাহিত প্রেমিকের বাড়ির দরজায় ধর্নায় বসলেন এক মহিলা। ময়নাগুড়ি থেকে হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পয়ামারিতে এসে ধর্নায় বসেন দুই বছরের পুত্রসন্তান থাকা ওই মহিলা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার রাত থেকে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। একজন স্বামী পরিত্যক্তা, তো অন্যজন স্ত্রী পরিত্যক্ত। ভাঙা মন জোড়া লাগাতে সামাজিক মাধ্যমে তাঁদের মধ্যে প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পুনরায় ঘর বাঁধার স্বপ্ন নিয়ে প্রেমিকের বাড়ি এসে ধর্নায় বসেন ওই মহিলা।

কিন্তু তাতে বাদ সাধে দুই পরিবার। রাত থেকেই মহিলা ধর্না চালিয়ে যান। তবে বাড়িতে প্রেমিক ছিলেন না। মহিলার দাবি, স্ত্রীর মর্যাদা পেতেই প্রেমিকের বাড়ির সামনে বিয়ের দাবিতে ধর্নায় বসেছেন। গত এক মাস ধরে তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। প্রেমিক তাঁকে বিয়ে করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রেমিকের বাড়ির লোকজন তাঁকে বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছেন না। তাই ঠান্ডার মধ্যে বাড়ির সামনে খোলা আকাশের নীচে ধর্নায় বসেন তিনি।

তবে সকাল না হতেই বাড়ি ফিরে যেতে হয় মহিলাকে। প্রেমিকের বাড়ির সদস্যরা জানান, রাতেই ওই মহিলার পরিবারে খবর দেওয়া হয়। তাঁরা এসে দিনের আলো ফোটার আগেই তাঁকে বাড়ি নিয়ে যান।

গাছের জন্য

কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর : কোচবিহার রাসমেলা মাঠের বিভিন্ন দিকে একাধিক গাছ রয়েছে। রাসমেলা চলাকালীন সেই গাছগুলির গায়ে পেরেক পুঁতে, কাপড় টাঙিয়ে দোকান তৈরি করেছেন অনেক ব্যবসায়ী। অনেকে আবার গাছের গায়ে পেরেক পুঁতে, কাপড় টাঙিয়ে সেই গাছটি ঢেকে দিয়েছেন। স্বভাবতই এর ফলে ক্ষতি হচ্ছে সেই গাছগুলির। বিষয়টি নজরে আসতেই সোমবার সন্ধ্যায় অভিযান চালায় পুলিশ। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সেই অভিযান পরিচালনা করেন পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। গাছগুলি থেকে পেরেক ও কাপড় খুলে দেয় পুলিশ। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, আবার যদি ব্যবসায়ীরা এমন কাজ করেন, তবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

টুকরো খবর

হাতির হানা

শামুকতলা, ৪ ডিসেম্বর : হাতির হানায় তছনছ সুপারি বাগান ও ধানের খেত। রবিবার রাতে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের নারারথলি জঙ্গল লাগোয়া কাঁঠালতলা গ্রামে হাতি ঢুকে পড়ে। বাসিন্দাদের বক্তব্য, জঙ্গল থেকে তিনটি হাতি বেরিয়ে এসে এক বিঘা জমির সুপারি বাগান নষ্ট করে। বেশ কয়েক বিঘা জমির ধানও নষ্ট করেছে ওই তিন বুনো। এলাকার কৃষক সুবল দাস জানান, লাগাতার হাতির হামলায় কৃষিকাজ প্রায় বন্ধের মুখে। অবিলম্বে হাতির হামলা ঠেকাতে এলাকায় বন দপ্তরের নজরদারি বাড়ানোর দাবি জানাচ্ছি। সাউথ রায়ডাকের রেঞ্জ অফিসার দেবাশিস মণ্ডল জানান, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে। রাতে টহলদারি বাড়ানো হয়েছে।

মেলার খোঁজ

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : ডুয়ার্স উৎসবের বিস্তারিত খোঁজখবর নিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮তম ডুয়ার্স উৎসবের সাধারণ সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তীর কাছে উৎসব নিয়ে খোঁজ নেন বলে জানা গিয়েছে। সৌরভ বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ডুয়ার্স উৎসব কবে হচ্ছে, কী কী করা হচ্ছে এই নিয়ে খোঁজ নেন। ওঁকে বিস্তারিত জানিয়েছি। ডুয়ার্স উৎসব ভালো করে করার জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।' ২৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ডুয়ার্স উৎসব। প্রস্তুতিতেও জোরকদমে।

পথ দুর্ঘটনা

পুণ্ডিবাড়ি, ৪ ডিসেম্বর : একটি পিকআপ ভ্যান এবং টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন আহত হন। সোমবার সন্ধ্যায় পুণ্ডিবাড়ি থানার পূর্ব খাগড়াবাড়ি এলাকায় ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর ঘটনাটি হয়। এদিন সন্ধ্যায় একটি মালবাহী পিকআপ ভ্যান খাগড়াবাড়ি হয়ে তুফানগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল এবং একটি টোটো নিউ কোচবিহার থেকে খাগড়াবাড়ির দিকে যাচ্ছিল। পিকআপ ভ্যানটি অন্য একটি লরিকে ওভারটেক করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানিয়েছে।

প্রশিক্ষণ শিবির

দিনহাটা, ৪ ডিসেম্বর : আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষ-২০২৩ কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সোমবার দিনহাটা-২ ব্লকের চৌধুরীহাটে মিলেট জাতীয় ফসল চাষ নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ শিবির করা হয়। ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানি এবং সাতমাইল সতীশ ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ওই শিবিরে ব্লকের বিভিন্ন এলাকার প্রায় ৬০ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন। এদিন দুপুরে স্থানীয় একটি সভাকক্ষে কৃষি বিশেষজ্ঞরা মিলেট জাতীয় ফসল চাষ, খাদ্যগুণ সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। চাষিদের মিলেট জাতীয় ফসলের বীজও বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

প্রতিযোগিতা

কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর : ন্যাশনাল অ্যাগ্রিকালচারাল এডুকেশন ডে পালিত হল উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। রবিবার ছুটির দিন থাকায় সোমবার দিনটি উদযাপিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে। এদিন স্কুলের পড়ুয়াদের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে মডেল এগজিবিশন, স্টিল ফোটোগ্রাফি, ভিডিওগ্রাফি সহ মোট চার ধরনের কম্পিটিশন হয়। সেখানে কৃষি বিষয়ক আলোচনাচক্র এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানও হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দেবব্রত বসু। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অন্য আধিকারিকদের পাশাপাশি অধ্যাপকরাও।

ভুটভুটিতে আগুন

মাথাভাঙ্গা, ৪ ডিসেম্বর : পাটবোঝাই চলন্ত ভুটভুটিতে আগুন লাগার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার চাঞ্চল্য ছড়াল মাথাভাঙ্গা শহরে। প্রথমে স্থানীয়রাই আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। তারপর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন। দমকলকর্মীরা আগুন নিভিয়ে ফেলেন।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

মাথাভাঙ্গা, ৪ ডিসেম্বর : ট্রেনে কাটা পড়ে এক মহিলার মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার রাতে চাঞ্চল্য ছড়ায় মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাটখাটেরবাড়ি এলাকায়। ছাটখাটেরবাড়ি রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। মৃতার নাম রাজকুমারী বর্মন (৫৫)।

কাজ বন্ধ করে হাসপাতালের বাইরে দাঁড়িয়ে চতুর্থ শ্রেণির কয়েকজন কর্মী। বীরপাড়ায়। সোমবার। – সংবাদচিত্র

হাসপাতালে অচলাবস্থা

মাইনে না পেয়ে ঠিকাকর্মীদের কর্মবিরতি

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৪ ডিসেম্বর : প্রতিদিন কাজ করে সাকুল্যে মেলে দেড়শো টাকা করে। সেটাও মিলছে না মাসের পর মাস। এর আগে দু'একবার কর্মবিরতির জেরে আশ্বাস জুটলেও প্রাপ্য বকেয়া টাকা মেলেনি। তাই সোমবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য টানা কর্মবিরতি শুরু করলেন বীরপাড়া হাসপাতালের ২১ জন চতুর্থ শ্রেণির ঠিকাকর্মী। এদিন বেলা ২টা নাগাদ কর্মবিরতি শুরুর পর থেকেই হাসপাতালে অচলাবস্থা শুরু হয়। ওদের সাফ কথা, বকেয়া

বীরপাড়া

টাকা না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা কাজ করবেন না। একসঙ্গে এতজন কাজ বন্ধ করায় মঙ্গলবার সমস্যা আরও বাড়বে বলেই বক্তব্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। হাসপাতালের সুপার কৌশিক গড়াইয়ের কথায়, সোমবার কোনওরকমে কাজ করা গেলেও মঙ্গলবার থেকে অপারেশন থিয়েটারে কাজকর্ম করা যাবে কি না তা বলা যাচ্ছে না।

বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যানের পদে রয়েছেন রাজ্যের আদিবাসী উন্নয়নমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক। মন্ত্রীর হাসপাতালই সমস্যায় জর্জরিত। পদের সংখ্যার তুলনায় কর্মরত চিকিৎসকের সংখ্যা প্রায় অর্ধেক। ফলে কর্তব্য পালন করতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন চিকিৎসকরা। ৫৬ জন স্থায়ী চতুর্থ শ্রেণির কর্মীর জায়গায় রয়েছেন মাত্র জনা দশেক, খবর হাসপাতাল সূত্রের। দীর্ঘদিন ধরে পদগুলি খালি থাকায় হাসপাতালে কাজকর্ম চলছে চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের দ্বারা।

জানা গিয়েছে, ২০১৫ সালে চতুর্থ শ্রেণির চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ করা হয় প্রথমে দৈনিক ৫০ টাকা করে পারিশ্রমিক পেতেন তাঁরা। পরে তা বাড়িয়ে ১৫০ টাকা করা হয়। তবে ওই সামান্য টাকাও নিয়মিত মেলে না। মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক অবশ্য বলেন, 'এটা এখনকার সমস্যা নয়। পুরোনো সমস্যা। আমরা এ নিয়ে বৈঠকও করেছি। স্বাস্থ্য দপ্তরেও জানিয়েছি।'

সংশয়ে সুপার

- মঙ্গলবার থেকে অপারেশন থিয়েটারে কাজ করা নিয়ে সংশয়ে সুপার
- রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান বুলু
- চিকবড়াইক বিষয়টি স্বাস্থ্য দপ্তরে জানিয়েছেন
- এই ঠিকাকর্মীরাও হাসপাতালের প্রায় সব কাজই করেন। রোজ পাওয়ার কথা ১৫০ টাকা

হাসপাতাল সূত্রের খবর, ওই কর্মীরা ল্যাবেও ডিউটি করেন। আবার রোগীদের অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া, সেখান থেকে ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া, অপারেশন থিয়েটারের বেডে রোগীকে শোয়ানো ও নামানোর কাজ তাঁদের করতে হয়। জরুরি বিভাগে রোগীদের ভর্তি করানো, নাম রেজিস্ট্রেশন করা, দুর্ঘটনায় আহতদের শুশ্রূষাও করেন তাঁরা। প্রসঙ্গত 'নো ওয়ার্ক নো পে' সিস্টেমে কাজ করতে হয় তাঁদের। অর্থাৎ অফিশিয়ালি কোনও ছুটি তাদের জন্য বরাদ্দ নেই। একদিন কাজে না গেলেই 'মাইনে' কাটা যায়। ওদের অভিযোগ, এর আগে হাসপাতাল সুপার সমস্যা মেটাতে পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু সোমবার তাঁরা সুপারের দ্বারস্থ হলে সুপার নিজের অক্ষমতার কথা জানিয়ে দেন। এরপরই কর্মবিরতি শুরু করেন তাঁরা। এদিন আজাবুল আলি নামে এক চুক্তিভিত্তিক চতুর্থ শ্রেণির কর্মী বলেন, পারিশ্রমিক বাবদ নামমাত্রই টাকা দেওয়া হয়। অথচ ওই টাকাও মিলছে না। ফলে আমাদের অন্ন জোটানো মুশকিল হয়ে পড়েছে। কেউ ৭ মাস, কেউ ৮ মাস কেউ আবার ১ বছর ধরে পারিশ্রমিকের টাকা পাননি। রূপা গিরি নামে আরেক কর্মী বলেন, 'টাকা না পেলে কাজ করব না। আমাদের সংসারই চলছে না। বারবার আশ্বাস দেওয়া হলেও কিন্তু টাকা দেওয়া হয়নি।'

বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালের ওপর নির্ভরশীল মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ১৯টি চা বাগান ছাড়াও ফালাকাটা ও ধূপগুড়ি ব্লকের একাংশের বাসিন্দারা। ফলে ভিড় লেগেই থাকে হাসপাতালে। স্বাভাবিকভাবেই ওই ২১ জন টানা কর্মবিরতি চালিয়ে গেলে হাসপাতালের পরিষেবা মুখ থুবড়ে পড়বে বলে মানছেন অন্য কর্মীরাও।

সরানো হচ্ছে পোড়া জিনিসপত্র। পূর্ব চকচকায়। ছবি : নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

পূর্ব চকচকায় পুড়ল ৪ ঘর

বারবিশা, ৪ ডিসেম্বর : রবিবার রাতে ভল্কা বারবিশা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব চকচকায় এক কৃষকের বাড়িতে আগুন লাগে। তাঁর ৪টি কাঁচা ঘর পুড়ে ছাই হয়েছে। নগদ টাকা থেকে শুরু করে সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র, সোনার গয়না, আসবাবপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ৫ বিঘা জমির ধানও রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। দুর্ঘটনায় সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে পরিবারটি।

বাড়ির মালিক জিতেন বর্মনের ছেলের বৌ সম্পা সন্ধ্যায় তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে ঘরে ঢোকার সময় হঠাৎ দেখেন শোয়ার ঘরের কাঠের দরজা দাউদাউ করে জ্বলছে। তিনি চিৎকার শুরু করলে আশপাশের সকলে ছুটে আসেন। তখন বাড়িতে আর কেউ ছিলেন না। প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। এরপর বারবিশা দমকলকেন্দ্রে খবর দেওয়া হয়। এরপর দমকলকর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। কিন্তু ততক্ষণে ৪টি ঘর, উঠোনে মজুত ৫ বিঘার ধান পুড়ে যায়। ছেলে অরুণ বর্মন বলেন, 'ঋণ নেওয়া নগদ ৫০ হাজার টাকাও নেই। এখন কী করব বুঝতে পারছি না।'

কুমারগ্রামের বিডিও গৌতম বর্মন বলেন, 'রাতেই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছি। চাল, ডাল, শীতবস্ত্র ব্লক প্রশাসনের তরফে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।'

দমকলকর্মীদের অনুমান, শর্টসার্কিট থেকে সম্ভবত আগুন লেগেছিল। ছবির ক্যাপশন ঃ সোমবার সকালে বারবিশার পূর্ব চকচকায় আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের ঘরবাড়ি।

হাতি খেল কালো নুনিয়া ধান

রাঙ্গালিবাজনা, ৪ ডিসেম্বর : ধান কেটেও শেষ পর্যন্ত ঘরে তোলা গেল না। আঁটি থেকে ধান ঝাড়াই করার আগেই হাতি সাবাড় করল কালো নুনিয়া ধান। রবিবার রাতে মাদারিহাট থানার ইসলামাবাদ গ্রামে ৯টি হাতির একটি পাল হানা দেয়। খয়েরবাড়ি ফরেস্ট থেকে হাতিগুলো বেরিয়েছিল বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে।

নিউপাড়ার রেজাদুল হক জানালেন, তিনি আধ বিঘা জমির কালো নুনিয়া ধান কেটে আঁটিগুলো মাঠেই রেখেছিলেন। হাতিগুলো অর্ধেকেরও বেশি ধান সাবাড় করেছে। এলাকার আরেক বাসিন্দা নুর আলম বললেন, 'আমার জমির প্রায় ৬০-৭০টি কালো নুনিয়া ধানের আঁটি খেয়ে গিয়েছে বুনোর দল।' অন্যান্য জাতের ধান বেশ কিছুদিন আগেই কাটা হয়েছে। এখন চলছে কালো নুনিয়া ধান কাটার পালা। এদিকে, শুরু হয়েছে আলু চাষের প্রস্তুতি। অনেকে আলুবীজ বপনও করে ফেলেছেন। তবে বন্ধ হয়নি হাতির হানা। আলু চাষ করেও কতটা লাভ হবে, তা নিয়েই চিন্তিত এলাকার কৃষকরা। বন দপ্তর অবশ্য জানিয়েছে, হাতির হানা রুখতে নিয়মিত টহল চলছে। ক্ষতিগ্রস্তরা আবেদন জানালে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে।

জেলাতেই আলুবীজ উৎপাদন

কামাখ্যাগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : বাইরের রাজ্যের উপর নির্ভরতা কমাতে উন্নতমানের আলুর বীজ উৎপাদন শুরু হল কুমারগ্রাম ব্লকের পশ্চিম নারারথলি এলাকায়। কৃষি দপ্তরের সহযোগিতায় ও পশ্চিম নারারথলি ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানি লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে এই কাজ শুরু হয়েছে। কল্যাণী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন পশ্চিম নারারথলি ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানির সদস্যরা। তাঁরাই এবার উন্নত প্রযুক্তিতে আলিপুরদুয়ার জেলায় এই প্রথম অ্যাপিকেল রুট কাটিংয়ের মাধ্যমে আলুর বীজ চাষ শুরু হল। আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম, আলিপুরদুয়ার-১, ও ফালাকাটা ব্লকে প্রচুর আলু চাষ হয়। কিন্তু আলুর বীজের জন্য পঞ্জাব ও হরিয়ানার মতো ভিনরাজ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। ওই বীজের দাম যেমন অত্যধিক, তেমনি আলুর বীজের মান নিয়ে একটা সংশয় থেকে যায় চাষিদের মনে। আলু চাষের আগে চাষিরা ভুটান বা বাইরের রাজ্য থেকে বীজ নিয়ে আসেন। এতে খরচ ও সময় দুই বেশি লাগে। ভিনরাজ্যের উপর নির্ভরতা কমাতে উত্তরের জেলাগুলিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে পরীক্ষামূলকভাবে রোগমুক্ত আলুর বীজ উৎপাদন শুরু হল। পশ্চিম নারারথলি ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষে কৃষক খগেন্দ্রনাথ রায় জানান, কৃষি দপ্তর থেকে চারা এনে জীবাণুমুক্ত করে অ্যাপিকেল রুট কাটিং পদ্ধতিতে ভার্মি-কম্পোস্ট ও বীজ অঙ্কুরিত করতে কোকোপিট ব্যবহার করা হচ্ছে।

অভিষেকের পাঠানো টাকা শ্রমিককে

হাসিমারা, ৪ ডিসেম্বর : চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দিল্লির যন্তরমন্তরে ১০০ দিনের বকেয়া টাকার দাবিতে তৃণমূল কর্মী-সমর্থক ছাড়াও সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কাজ করা শ্রমিক ও বাসিন্দারা ধর্নায় বসেন। সেখানে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক আশ্বাস দিয়েছিলেন, প্রকল্পের কাজ করা মানুষকে কেন্দ্রীয় সরকার বকেয়া টাকা না দিলে তিনি কিছুটা হলেও অনুদান দেওয়ার উদ্যোগ নেবেন। এরপর প্রায় তিন মাস পার হলেও কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বকেয়া না মেটানোয় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রমিকদের অনুদানের টাকা দেওয়া শুরু করেছেন। সোমবার কালচিনি ব্লকের পুরোনো হাসিমারার বাসিন্দা তথা মজুরি থেকে বঞ্চিত পির মহম্মদ চিসতি আনসারিকে অভিষেকের পাঠানো অনুদানের টাকা তুলে দেন তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা ও দলের কালচিনি ব্লক সভাপতি বীরেন্দ্র বরা ওরাওঁ।

বীরেন্দ্র বলেন, আমাদের দলের সাধারণ সম্পাদক মুখে যা বলেন কাজে সেটাই করে দেখান। কলকাতা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি অনুদানের টাকা নিয়ে হাসিমারায় এসেছেন। সঙ্গে পাঠানো অভিষেকের লেখা চিঠি পাঠ করে শোনান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা। তিনি বলেন, '১০০ দিনের টাকা শুধুমাত্র আলিপুরদুয়ার জেলায় বকেয়া রয়েছে ৪৯২ কোটি। রাজ্যজুড়ে শ্রমিকরা কাজ করলেও কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমিকদের টাকা আটকে রেখেছে। এই পরিস্থিতিতে দলীয় বিধায়ক ও সাংসদের ভাতার টাকার একাংশ সংগ্রহ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছেন।' অনুদান পেয়ে পির মহম্মদ বলেন, 'টাকা পেয়ে খুব উপকৃত হলাম। কালচিনির বিধায়ক ও আলিপুরদুয়ারের সাংসদের কাছে আমাদের আবেদন, সব শ্রমিকের বকেয়া টাকা দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁরা উদ্যোগ নিন।'

হরিয়ানার পুলিশ তদন্তে জটেশ্বরে

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ৪ ডিসেম্বর : জটেশ্বরের এক মহিলার নামে সিম কার্ড চালু রয়েছে হরিয়ানায়। সেই মোবাইল নম্বরের সঙ্গে আবার হরিয়ানার এক বেসরকারি ব্যাংককর্মীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টের লিংক। অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট থেকে ৫৫ বারে ৫৫ লক্ষ টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। পরে ওই ব্যাংককর্মী সাইবার ক্রাইম পুলিশের দ্বারস্থ হন। ঘটনার তদন্তে নেমে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সূত্র ধরে সোমবার জটেশ্বরে আসে হরিয়ানার পুলিশ।

সোমবার জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে জটেশ্বর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে ওই সিম কার্ডের মালিকের বাড়িতে আসে হরিয়ানা পুলিশ। বাড়িতে আচমকা পুলিশ দেখে প্রথমে কিছুটা ঘাবড়ে যান ওই মহিলা ও তাঁর পরিবার। পরে জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ বিষয়টি খোলসা করলে লিখিত মুচলেকা দেন তিনি। জটেশ্বর ফাঁড়ির ওসি অমিত শর্মা বলেন, 'সোমবার সকালে হরিয়ানা পুলিশ জটেশ্বরে তদন্তে আসে। স্থানীয় এক মহিলার বাড়িতে যান তদন্তকারীরা। তাঁর নামের সিম কার্ড অন্যত্র ব্যবহার হয়েছে। তিনি লিখিত মুচলেকা দিয়েছেন। গোটা ঘটনার ওপর নজর রাখা হচ্ছে।'

তদন্ত করে এই প্রতারণার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত খুঁজে বের করার দাবি জানিয়েছেন জটেশ্বরের ওই মহিলা। তাঁর কথায়, 'আমি প্রায় ১ বছর আগে বাড়ির সামনে থেকে কুড়ি টাকা দিয়ে সিম কার্ড কিনেছিলাম। সেটা অবশ্য এক মাস পর থেকে আর ব্যবহার করি না। এদিন আচমকা সেই সিম কার্ডের খোঁজে আমার বাড়িতে পুলিশ চলে এল। খুব চিন্তা হচ্ছে।'

এই প্রথম নয়। সপ্তাহদুয়েক আগেও ঝাড়খণ্ড পুলিশের একটি দল সিম কার্ড প্রতারণার তদন্তে এসেছিল জটেশ্বরে। সেসময় জানা যায়, ২০২২ সালে জটেশ্বর বাজারে একটি বেসরকারি মোবাইল সিম কোম্পানির সেলস পয়েন্ট থেকে বাজার লাগোয়া কাঁঠালবাড়ির এক যুবক সিম কার্ড কিনেছিলেন। আবার হরিনাথপুর ও ময়রাডাঙ্গা তালুকেরটারির দুই বাসিন্দা আলাদাভাবে সিম কার্ড কিনতে জটেশ্বরে আসেন। প্রথমে আধার কার্ড ও আঙুলের ছাপ দিলেও তাঁদের হাতে সিম কার্ড দেওয়া হয়নি। পরে আরও একবার আঙুলের ছাপ ও আধার কার্ড দিয়ে সেটা হাতে পান। এদিকে যে তিনজনের দু'বার করে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও আধার কার্ড নেওয়া হয়েছে, সেই তিনটি সিম ব্যবহার করা হত ঝাড়খণ্ডের জামতারা থানা এলাকায়।

ফের ভিনরাজ্য যোগ

- জটেশ্বরের এক মহিলার নামে ইস্যু করা সিম কার্ড চালু হরিয়ানায়
- সেই মোবাইল নম্বরের সঙ্গে ওই রাজ্যে এক ব্যাংক অ্যাকাউন্টের লিংক রয়েছে
- অ্যাকাউন্টটি এক বেসরকারি ব্যাংককর্মীর
- ৫৫ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ তুলেছেন তিনি
- এর আগে ঝাড়খণ্ডের সিম প্রতারণায় জড়িয়েছিল জটেশ্বরের নাম

জটেশ্বরের বাসিন্দাদের নামে কেনা সিম কার্ড একাধিকবার ভিনরাজ্যে প্রতারণায় ব্যবহার হওয়ায় উদ্বেগ বাড়ছে। কীভাবে এই সিম কার্ডগুলো বাইরে গিয়েছে কিংবা এভাবেই আরও কতগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে এধরনের সাইবার অপরাধে, সেই চিন্তায় কালঘাম ছুটে গিয়েছে তদন্তকারীদের।

পুলিশ চলে যাওয়ার পর স্থানীয় মানুষের জটলা। ধুলাগাঁওয়ের একটি বাড়িতে।

মুখ্যমন্ত্রীকে দাবি জানাতে চান টোটোরা

মাদারিহাট, ৪ ডিসেম্বর : বহুদিন ধরে দাবি জানানো হলেও জমির অধিকার পাচ্ছেন না টোটোরা। এবার এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হওয়ার কথা ভাবছেন টোটোরা।

টোটো কল্যাণ সমিতির সভাপতি অশোক টোটো বলেন, 'বহু আবেদন নিবেদনের পর ২০২২ সালের মার্চ মাসে জমির মাপজোখ শুরু করেছিল আলিপুরদুয়ার জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর। কিন্তু প্রায় দুই বছর হতে চললেও জমি সংক্রান্ত রিপোর্ট আমরা পাইনি। শুনেছি, ১০ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী আলিপুরদুয়ারে আসছেন। সুযোগ পেলে আলিপুরদুয়ারে গিয়ে জমির মালিকানার প্রমাণ মুখ্যমন্ত্রীকে দেব। সমস্যা মেটানোর দাবি জানাব।'

অশোক আরও বলেন, 'আমরা পূর্বপুরুষের কাছে জেনেছি, টোটোদের নামে জমি আছে ১৯৯৩ একর। এর মাত্র ৩৪৭ একর জমি কয়েকজন টোটোর নামে রেকর্ড হয়েছে। বাকি জমি কোথায় কীভাবে আছে আমরা কিছুই জানি না।

সেইজন্য বহুবার আবেদন নিবেদনের পর ভূমি দপ্তর থেকে মাপজোখ করা হয়। কথা ছিল, ৩ মাসের মধ্যেই রিপোর্ট দেওয়া হবে। প্রায় ২২ মাস হতে চলল। রিপোর্ট পাইনি।'

টোটোকল্যাণ সমিতির সম্পাদক বকুল টোটো বলেন, 'আমরা উচ্ছেদের বিপক্ষে। আমরা অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের উচ্ছেদ চাই না। আমাদের জমি বের করে নামজারি করে দেওয়া হোক। মালিকানার নথি পেলে আমরা সরকারি সুযোগসুবিধা পাব। কিন্তু নামজারি করতেও কেন টালবাহানা করা হচ্ছে তা বুঝতে পারছি না।' এবার মুখ্যমন্ত্রীকে জানাতে হবে বলে তিনি জানান।

চাল বাড়ন্ত, নিয়মিত ভাত পায় না শিশুরা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : প্রায় দুই সপ্তাহ পর পাতে ভাত পড়ল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশুদের। বিবেকানন্দ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোলারডাবরি এলাকার ওই কেন্দ্রের প্রায় ৪০ জন উপভোক্তা নভেম্বর মাসের শেষের কয়েকটা দিন কাটিয়েছে ডিম আর ছাতু খেয়ে। কারণ, ওই কেন্দ্রে চাল ছিল না। ডিসেম্বর মাসের শুরুতে আবার চাল এসেছে, তাই সোমবার আবার রান্না হয়েছে।

কিন্তু অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে চাল নেই কেন? সেই কেন্দ্রের কর্মী ও অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, চাল ফুরিয়ে যাওয়ার এই সমস্যা দেখা দিচ্ছে মাঝেমধ্যেই। আর এই সমস্যা কেবল ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রেরই নয়, আলিপুরদুয়ার জেলার একাধিক কেন্দ্রে মাঝেমধ্যেই ফুরিয়ে যায় চাল। সমস্যায় পড়েন উপভোক্তারা।

সমস্যা কোথায়

- তিন মাস অন্তর চাল আসে কেন্দ্রগুলিতে
- অনেক সময়, আবার আসার আগেই মজুত চাল ফুরিয়ে যায়
- তখন কখনও আশপাশের কেন্দ্র থেকে ধার নিয়ে কাজ চলে
- আবার কখনও খিচুড়ি-ভাত দেওয়াই বন্ধ করে দেওয়া হয়
- ডিম ও ছাতু অবশ্য নিয়মিত দেওয়া হয়
- সমস্যা নিয়ে ক্ষুব্ধ কেন্দ্রগুলির কর্মীরা

সপ্তাহে তিনদিন ভাত ও তিনদিন খিচুড়ি দেওয়ার কথা কেন্দ্রের শিশুদের। চালের অভাবে শিশুদের পাত থেকে সেসব উধাও হয়ে গিয়েছে। এই সমস্যা জেলার ব্লকগুলির একাধিক সেন্টারে চেনা দৃশ্য বলে দাবি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের। কেন্দ্রগুলিতে তিন মাস পরপর চাল, ডাল দেওয়া হয়ে থাকে। আর অধিকাংশ সময়েই প্রয়োজনের তুলনায় চাল আসে কম। তাই শেষের দিকে খাবারে ঘাটতি দেখা দেওয়াটাই ভবিতব্য। আর সেই ঘাটতি মেটাতে হিমসিম খেতে হয় কেন্দ্রের কর্মীদের। অনেক সময় আশপাশের কেন্দ্র থেকে চাল-ডাল ধার হিসেবে নিয়ে কোনওমতে কাজ চালানো হয়। তাতেও যে সবসময় সমস্যার সুরাহা হয়, তা কিন্তু নয়। ভোলারডাবরির কেন্দ্রটি ছাড়াও কুমারগ্রামের একটি কেন্দ্রে, ফালাকাটা ব্লকের আরও একটি কেন্দ্র গত মাসের অধিকাংশ দিন এই সমস্যায় ভুগেছে। কাজ চালাতে হয়েছে সেদ্ধ ডিম দিয়ে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সংগঠনের এমনিতেই একাধিক অভিযোগ রয়েছে। সবজির বিল বকেয়া, পোষণ অ্যাপের কাজের জন্য মোবাইল মেলেনি, বেতনও অনিয়মিত। পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকা কল্যাণ সমিতির জেলা সভানেত্রী ঝুম্পা চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল অঙ্গনওয়াড়ি ও আশাকর্মী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কনভেনার রেখা দাস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইসিডিএস কর্মী সমিতির জেলা সম্পাদিকা কাকলি দত্ত ভদ্র এই সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন।

তবে সুসংহত সেবা প্রকল্পের আধিকারিকরা অবশ্য এই অভিযোগ মানতে নারাজ। প্রকল্পের জেলা আধিকারিক শুভম দাস বলেন, 'বেশ কিছুদিন ধরেই চাল, ডাল সরবরাহের কাজ চলছে। এই সমস্যা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। পরিমাণে কম দেওয়া হয় বলেও কোনও অভিযোগ আমার কাছে আসেনি।'

এদিকে ভোলারডাবরির ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীরা জানিয়েছেন, গত ১৮ নভেম্বর শেষবার কেন্দ্রে রান্না হয়েছিল। তারপর আবার এদিন রান্না হয়েছে। মাঝের সময়টায় সোম, বুধ ও শুক্রবার গোটা ডিম এবং মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার অর্ধেক ডিম ও ছাতু দেওয়া হয়েছে। এদিন অবশ্য ভাত খেয়ে খুশি শিশুরা।

কালচিনির বিডিওকে ১৩ দফা নাগরিক মঞ্চের

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : কালচিনি ব্লকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক এলাকা হ্যামিল্টনগঞ্জ। আর এই জনপদের নানা সমস্যা তুলে ধরে তার সমাধানের দাবি তুলল হ্যামিল্টনগঞ্জ নাগরিক মঞ্চ। সোমবার ১৩ দফা দাবিতে লতাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও কালচিনির বিডিওকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

হ্যামিল্টনগঞ্জের মূল রাস্তা সম্প্রসারণ করা এই দাবির মধ্যে অন্যতম। সংগঠনের অভিযোগ, হ্যামিল্টনগঞ্জের মূল রাস্তার পাশে থাকা দোকানদারদের অনেকেই দোকানের সামনে পসরা সাজিয়ে বসেছেন। এর জেরে মূল রাস্তা দিয়ে যান চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। সার্কাস ময়দান, গোরুহাটি সহ বেশ কিছু এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ জমি দখল করছেন। হ্যামিল্টনগঞ্জের নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। প্রতি বছর বর্ষায় ঘরে ঘরে জল ঢুকে যায়। রাস্তাঘাট জলের তলায় চলে যায়। এলাকার নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন, বাড়ি বাড়ি পানীয় জল সরবরাহের দাবি তুলেছে নাগরিক মঞ্চ। এছাড়া, হ্যামিল্টনগঞ্জে একটি কলেজ স্থাপন, লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের আধুনিকীকরণ সহ আরও বেশ কিছু দাবি সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে।

সংগঠনের সম্পাদক রবি মিত্র বলেন, 'বিডিও আমাদের দাবি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।' এদিন সংগঠনের প্রতিনিধিরা প্রথমে হ্যামিল্টনগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে জমায়েত করেন। এরপর তাঁরা মিছিল করে বিডিওর কার্যালয় সহ অন্য প্রশাসনিক দপ্তরে গিয়ে নিজেদের দাবি তুলে ধরেন।

রেলের জমি দখল সিপিএম-তৃণমূলেরও

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৪ ডিসেম্বর : দখলদারের তালিকায় সবার আগে নাম লালঝান্ডাধারীদের। আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মাদারিহাটে প্রথম রেলের জমিতে পার্টি অফিস তৈরি করেছিল সিপিএম বলে অভিযোগ। যা এখনও রয়েছে। সিপিএমকে অনুসরণ করেই এরপর রেলের জমি দখল করেই তৈরি হয় তৃণমূলের পার্টি অফিস বলে অভিযোগ। আবার তৃণমূলকে অনুসরণ করে রেলের কোয়ার্টার দখল করে তৈরি করা হয় বিজেপির পার্টি অফিস। মাদারিহাটে এইভাবে রেলের জমি দখল করে রাজনৈতিক দলগুলি পার্টি অফিস তৈরি করলেও হেলদোল নেই রেলমন্ত্রকের। যদিও রাজনৈতিক দলগুলির সাফাই, মাদারিহাটে প্রচুর দোকানপাট ও ঘরবাড়ি রেলের জায়গা দখল করেই তৈরি হয়েছে। তাই পার্টি অফিসও তৈরি করা হয়েছে। যদি তুলতে হয় সবাইকেই তুলতে হবে।

জানা গিয়েছে, মাদারিহাটে যাঁরা বহু বছর ধরে রেলের জায়গায় দোকানপাট ও ঘরবাড়ি করে রয়েছেন, তাঁদের কয়েক বছর আগে রেল থেকে চিঠি করা হয়েছিল। রেলকর্তাদের কাছে হাজিরাও দিয়েছিলেন দখলদাররা। কিন্তু তারপর রেলের পক্ষ থেকে আর কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। এমনই এক দখলদার ব্যবসায়ী বলেন, 'আমরা রেলের চিঠি পেয়ে হাজির হয়েছিলাম। সেখানে আমরা যে যার মতো করে যুক্তি জানিয়ে এসেছিলাম। এরপর রেল থেকে আর কোনও চিঠি আসেনি।'

অপরদিকে রেলের জায়গায় পার্টি অফিস তৈরি করা নিয়ে বিজেপির মাদারিহাট ১৮ নম্বর মণ্ডল কমিটির সভাপতি অনুপম ভারতী দায় ঠেলেছেন সিপিএম ও তৃণমূলের ঘাড়ে। তিনি বলেন, 'প্রথমে তো ওই দুই দলই পার্টি অফিস তৈরি করে। আর আমরা করাতেই দোষ হয়ে গেল। যদি তুলতে হয় সবাইকেই তুলতে হবে। মাদারিহাটে প্রচুর দোকানপাট ও ঘরবাড়ি রেলের জমিতে রয়েছে। তাদের ব্যাপারেও রেলের কী নিয়ম আছে জানাতে হবে। আর আমরা রেলের পরিত্যক্ত ভেঙে পড়া ঘরটি মেরামত করছিলাম।'

তৃণমূলের মাদারিহাট অঞ্চল সভাপতি শৈবাল ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা রেলের জায়গায় পার্টি অফিস তৈরি করেছি। কিন্তু সবার আগে পার্টি অফিস তৈরি করেছিল সিপিএম। আর বিজেপি তো রেলের কোয়ার্টার দখল করেই পার্টি অফিস তৈরি করেছে। তবে রেল যদি আমাদের তুলে দিতে চিঠি দেয় আমরা তার জন্য প্রস্তুত। তবে নিয়ম যেন সকলের জন্য সমান হয়।'

সিপিএমের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সদস্য শংকর দাস বলেন, 'মাদারিহাটে সিপিএমের পার্টি অফিস রেলের জমিতে থাকলেও প্রায় ৫০ বছর আগে সেটি তৈরি করা হয়। ওই জায়গায় বড় গর্ত ছিল। গর্ত ভরাট করে অফিস করা হয়।' তাঁর দাবি, মাদারিহাটের প্রচুর দোকানপাট ও ঘরবাড়ি রেলের জায়গায় রয়েছে। সেগুলি তুলতে গেলে মাদারিহাট বাসস্ট্যান্ড সহ পুরাতন চৌপথির অর্ধেকটাই থাকবে না।

মাদারিহাটে তৃণমূলের পার্টি অফিস ও সিপিএমের পার্টি অফিস রেলের জমিতে। ছবি: নীহাররঞ্জন ঘোষ

> মাদারিহাটে সিপিএমের পার্টি অফিস রেলের জমিতে থাকলেও প্রায় ৫০ বছর আগে সেটি তৈরি করা হয়। ওই জায়গায় বড় গর্ত ছিল। গর্ত ভরাট করে অফিস করা হয়।
>
> – **শংকর দাস** *সদস্য, জেলা কমিটি, সিপিএম*

> আমরা রেলের জায়গায় পার্টি অফিস তৈরি করেছি। কিন্তু সবার আগে পার্টি অফিস করেছিল সিপিএম। আর বিজেপি তো রেলের কোয়ার্টার দখল করেই পার্টি অফিস করেছে।
>
> – **শৈবাল ভট্টাচার্য** *অঞ্চল সভাপতি, তৃণমূল*

> প্রথমে তো ওই দুই দলই পার্টি অফিস তৈরি করে। আর আমরা করাতেই দোষ হয়ে গেল।
>
> –**অনুপম ভারতী** *মণ্ডল সভাপতি, বিজেপি*

স্তব্ধ জাতীয় ও রাজ্য সড়ক

বালি-পাথর তোলার দাবিতে অবরোধ

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ৪ ডিসেম্বর : নদী থেকে বালি-পাথর তোলার অনুমতির দাবিতে এবার আন্দোলনে নামল শিলতোর্ষা রিভার বেড শ্রমিক কল্যাণ সংগ্রাম কমিটি। সোমবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সোনাপুর চৌপথিতে সংগঠনের তরফে পথ অবরোধ করা হয়। সেখানে প্রায় দেড়শোর বেশি মানুষ উপস্থিত ছিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা চলা এই অবরোধে আলিপুরদুয়ার-ফালাকাটা জাতীয় সড়ক স্তব্ধ হয়। সেইসঙ্গে সোনাপুর-হাসিমারা রাজ্য সড়কও স্তব্ধ হয়। অবরোধের জেরে প্রায় এক ঘণ্টা ওই দুই সড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকে।

এদিন নদী থেকে বালি-পাথর তোলার অনুমতি দিতে দেরি নিয়ে শাসকদলকে ওই সংগঠনের তরফে আক্রমণ করা হয়। কমিটির সভাপতি আবদুল কাদেরের বক্তব্য, 'শ্রমিকরা নদীতে কাজ করতে না পেরে ভিনরাজ্যে চলে গিয়েছে। গ্রামগুলি পুরুষশূন্য হওয়ার মতো অবস্থা। প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। বহু বছর ধরে নদী থেকে বালি-পাথর তোলা হচ্ছে। তবে কোনওদিন এরকম পরিস্থিতি হয়নি। এর জন্য বর্তমান রাজ্য সরকার দায়ী।'

কয়েক মাস আগে শিলতোর্ষা রিভার বেড শ্রমিক কল্যাণ সংগ্রাম কমিটি তৈরি হয়। এরপর বিভিন্ন জায়গায় তারা আন্দোলন করে। ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় পথসভা করার সঙ্গে জেলার বিভিন্ন প্রশাসনিক মহলে স্মারকলিপিও দেওয়া হয়। প্রায় তিন বছর ধরে শিলতোর্ষা নদী থেকে বালি-পাথর তোলা বন্ধ রয়েছে। সেই কাজ ফের শুরুর দাবিতে এই আন্দোলন শুরু হয়েছে। জেলার অন্য নদীতে বালি-পাথর তোলা বন্ধ থাকলেও অন্য জায়গায় এরকম আন্দোলন দেখা যাচ্ছে না।

এদিন অবরোধের আগে সোনাপুর চৌপথিতে একটি পথসভাও করা হয়। প্রায় এক ঘণ্টা অবরোধ চলার পর আলিপুরদুয়ার-১-এর যুগ্ম বিডিও সৌগত সেন ও সোনাপুর ফাঁড়ির ওসি অসীম মজুমদারের আশ্বাসে অবরোধ তোলা হয়। যুগ্ম বিডিও সংগ্রাম কমিটির সদস্যদের লিখিত দাবিপত্র দিতে বলেন। সেটা তাঁরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন বলেও আশ্বাস দেন।

অবরোধে শ্রমিকরা ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরাও শামিল হন। অবরোধে শামিল হয়ে বিজেপির জেলা যুব মোর্চার সভাপতি রুপন দাস বলেন, 'শাসকদলের কিছু নেতা অবৈধভাবে নদী থেকে বালি-পাথর তুলে ব্যবসা করছে। আর বৈধভাবে এই কাজ করা আটকে দিচ্ছে। শুধু শ্রমিকরাই নন, গাড়ি মালিক, মিস্ত্রি-সবাই সমস্যায় পড়েছেন।' একই রকম কথা শোনা যায় সিপিএম নেতা তপনকুমার বর্মনের কাছেও। তাঁর হুঁশিয়ারি, 'প্রশাসন দ্রুত নদী থেকে বালি-পাথর তোলার অনুমতি না দিলে আরও বড় আন্দোলন হবে।'

এই আন্দোলনকে রাজনৈতিক বলে কটাক্ষ করেছে শাসকদল। তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক সভাপতি পীযূষকান্তি রায়ের কথায়, 'কিছু সিপিএম আর বিজেপির লোক শ্রমিকদের নাম করে এই আন্দোলন করছে। নদী থেকে বালি-পাথর তোলা হোক, সেটা আমরাও চাই। আমাদের সরকার বিষয়টি দেখছে। জঙ্গল লাগোয়া পাঁচ কিমি সীমানার মধ্যে নদী থেকে বালি-পাথর তোলা যাবে না বলে জানিয়েছে গ্রিন ট্রাইবিউনাল। সেটার সীমানা কমিয়ে ১ কিমি করার কথা জানিয়েছে রাজ্য সরকার।'

সোনাপুর চৌপথিতে অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা যুগ্ম বিডিও ও পুলিশের। সোমবার।

বন্যপ্রাণ বাঁচাতে যৌথ উদ্যোগে সচেতনতা প্রচার

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ারের পাম্পুবস্তি সংলগ্ন মধুগাছতলায় বিভিন্ন যানবাহন চালকদের গতি নিয়ন্ত্রণ ও বন্যপ্রাণীদের বাঁচাতে সতর্ক হওয়ার বিষয়ে সচেতন করা হল। বন দপ্তর ও একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে এই কর্মসূচি হয়। বন্যপ্রাণ রক্ষার বিষয়ে সচেতনতার বার্তা দিতে বক্সা টাইগার রিজার্ভে রাজাভাতখাওয়ার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাতায়াতের সড়ককে বেছে নেওয়া হয়েছে। কয়েকদিন আগেই ঘটনাস্থল থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে ট্রেনে কাটা পড়ে তিনটি হাতির প্রাণ গিয়েছিল। বন্যপ্রাণ ট্রেনের ধাক্কায় যেমন বিপন্ন হতে পারে, তেমনি জঙ্গলের রাস্তাতেও ছোট বন্যপ্রাণীরা গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা যায়। বিষধর সাপ সহ বিভিন্ন ছোট ছোট প্রাণী বিভিন্ন সময় ওই রাস্তায় মরে থাকতে দেখেছেন বনকর্মীরা। তাই বন্যপ্রাণকে রক্ষা করতে যাতে দু'চাকা, চারচাকার বিভিন্ন যানচালকরা একটু সতর্ক হন, সেই আবেদন রাখা হয়। এদিনের কর্মসূচিতে নেতৃত্বে ছিলেন ইস্ট দমনপুর রেঞ্জের ডেপুটি রেঞ্জ অফিসার তপনকুমার মজুমদার। তিনি বলেন, 'আমরা যানচালকদের সতর্ক করেছি, কোনওভাবে ছোট-বড় প্রাণী যেন যানবাহনের ধাক্কায় বা চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা না যায়।' কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে অরিন্দম ঘটক বলেন, 'বাঁদর, ভাম, সাপ, কাঠবেড়ালি সহ বিভিন্ন প্রাণী অনেকসময় রাস্তায় গাড়ির ধাক্কায় মারা যায়। একটু সতর্ক হয়ে জঙ্গলের পথে যান চলাচল করলে বন্যপ্রাণ দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে।'

ধৃত দুই

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : ট্রেনে এক মহিলার ব্যাগ চুরির চেষ্টায় অভিযুক্তকে আটক করল আরপিএফ। পরে তাকে গ্রেপ্তার করলে তার কাছ থেকে দুটি মোবাইল উদ্ধার হয়। সোমবার সকালে আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। আরপিএফ সূত্রে খবর, রাতে ট্রেনে যাত্রীরা ঘুমিয়ে পড়লে মোবাইল নিয়ে চম্পট দিত অভিযুক্তরা। তারা রবিবার রাতে কোচবিহার থেকে ট্রেনে চড়েছিল। এক মহিলার ব্যাগ নিয়ে চম্পট দেওয়ার চেষ্টা করে। মহিলার চিৎকার শুনে অভিযুক্তকে আটক করেন যাত্রীরা। তাঁরা মহিলার ব্যাগটি উদ্ধার করেন। তারপর আরপিএফকে খবর দেওয়া হয়।

সূত্রের খবর, রাতে মোবাইল চুরি চলত। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে সেইসব মোবাইলের পুরোনো তথ্য মুছে ফেলা হত। তারপর তা বিক্রি করা হত। রাতে এক ট্রেনে অপারেশন চালানোর পর সকালে ট্রেন বদল করত এরা। আরপিএফ ও জিআরপি যৌথভাবে তদন্ত শুরু করেছে। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট সিকিউরিটি কমিশনার দীপককুমার চৌধুরী বলেন, 'মোবাইল উদ্ধার করে যাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। যাত্রীরা অনলাইনেও অভিযোগ জানাতে পারবেন।'

বিজেপির জনপ্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ

স্থানীয় ইস্যুতে আন্দোলনে জোর পদ্ম নেতাদের

মণীন্দ্রনারায়ণ সিংহ

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : বিজেপির জনপ্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণে স্থানীয় ইস্যুতে আন্দোলনের টোটকা দিল পদ্মের রাজ্য নেতৃত্ব। লোকসভা ভোটের আগে স্থানীয় সমস্যাকে তুলে ধরে বাসিন্দাদের নিয়ে সরকার বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করতে গেরুয়া শিবিরে তৎপরতা শুরু হয়েছে। সোমবার আলিপুরদুয়ারে একটি বেসরকারি ভবনে দুই জেলার নির্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

আলিপুরদুয়ার জেলার ৪২ জন ও কোচবিহার জেলার ৬২ জন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য-সদস্যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিরোধী দলের জনপ্রতিনিধিদের অসহযোগিতা ও বঞ্চনা করা হলে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে সেখানকার সমস্যা তুলে ধরে আন্দোলন গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। এছাড়া, দুর্নীতি, অনৈতিক কাজকর্ম হলে মানুষকে সংঘবদ্ধ করে আন্দোলনে জোর দেওয়া হয়।

বিজেপির রাজ্য সম্পাদক দীপক বর্মন বলেন, 'নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কী ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত, সে ব্যাপারে এদিন তাঁদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।'

সোমবার আলিপুরদুয়ারে বিজেপির প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কালচিনির বিরোধী দলনেতা রুদ্রকুমার মণ্ডল। তাঁর মন্তব্য, 'কয়েক মাস ধরে পঞ্চায়েত সমিতিকে এলাকায় উন্নয়নে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও কাজ করতে দেখিনি। এদিনের প্রশিক্ষণ আমাদের সবাইকে সমৃদ্ধ করেছে। জনপ্রতিনিধি, তাই স্থানীয় মানুষের সমস্যার কথা শুনব। রাস্তা, পানীয় জল, আলো সহ বিভিন্ন নাগরিক সমস্যা নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির হস্তক্ষেপ চাওয়া হবে। কাজ না হলে বাসিন্দাদের নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।'

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য উত্তম লামা বলেন, 'পার্টির কর্মকাণ্ড ও জনপ্রতিনিধি হিসেবে প্রশাসনিক কী কাজ আমাদের করতে হবে, সে ব্যাপারে রাজ্য নেতৃত্ব একটা ভালো আলোচনা করেছে। তাদের নির্দেশমতোই আগামীদিনে আমরা মানুষের জন্য কাজ করব।'

কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বাবু বর্মন, বিশ্বজিৎ বর্মনরা জানান, এই প্রশিক্ষণ থেকে নিজেদের সমৃদ্ধ করার সুযোগ করে দিয়েছে দলের নেতৃত্ব। তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপির সদস্যা বিউটি রাভা সরকার, বর্ণিকা বর্মা দে জানান, এলাকায় অনেক সমস্যা রয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতি গঠনের পর নতুন করে কোনও কাজকর্ম করছে না শাসকদল। মানুষের কাজের দাবিতে স্থানীয়ভাবে আন্দোলন সংগঠিত করা হবে।

বৈঠকে উপস্থিত বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলার ইনচার্জ তথা বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে বলেন, 'আমরা বিরোধী দলে রয়েছি। শাসকদল সবক্ষেত্রে বিরোধীদের সঙ্গে বঞ্চনার চেষ্টা চালাবে। সেটা তো মুখ বুজে সহ্য করা হবে না। তাই আমাদের জনপ্রতিনিধিরা কীভাবে এলাকার উন্নয়নের কাজ করবেন, জনসংযোগ রাখবেন তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।' এদিন সকাল থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত বিজেপির প্রশিক্ষণ শিবির রুদ্ধদ্বার বৈঠকে পরিণত হয়েছিল। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, লোকসভা ভোটের আগে গেরুয়া শিবির প্রশিক্ষণের আড়ালে রাজনৈতিক রণকৌশল দলের জনপ্রতিনিধিদের বুঝিয়ে দিয়েছে।

আলিপুরদুয়ারে একটি ভবনে বিজেপির প্রশিক্ষণ। সোমবার।

বারবিশা চৌপথির যানজট মেটাতে পুলিশের বৈঠক

বারবিশা, ৪ ডিসেম্বর : বারবিশা চৌপথির যানজট সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী হল পুলিশ। সোমবার বাস, যাত্রীবাহী ছোট গাড়ি এবং টোটো ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের নিয়ে বারবিশা ফাঁড়িতে সমন্বয় বৈঠক করেন ফাঁড়ির ওসি নয়ন দাস। বারবিশা ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিক ও কর্মীরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। যানজট এবং পথ দুর্ঘটনা এড়াতে আলোচনা করে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সন্ধ্যার পর জাতীয় সড়কে টোটো চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

ওসি বলেন, 'প্রত্যেকেরই রুজিরুটির বিষয়। তা বলে তো নিয়ম ভেঙে খেয়ালখুশিমতো রাস্তায় দাঁড়িয়ে যাত্রী ওঠানো-নামানোর অনুমতি দেওয়া যাবে না। রাস্তার যেখানে-সেখানে গাড়ি পার্কিং করে রাখা, যানবাহন দাঁড় করিয়ে খোশগল্প করা, ট্রাফিক নিয়ম ভেঙে রাস্তা পারাপার বরদাস্ত করা হবে না। এ নিয়ে আগেও গাড়িচালকদের সতর্ক করা হয়েছিল। তবু তাঁদের অনেকের হুঁশ ফেরেনি। তাই সবাইকে ফাঁড়িতে ডেকে সমন্বয় বৈঠক করে সতর্ক করা হল। এবারে গৃহীত সিদ্ধান্ত মেনে না চললে নিয়মভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে জরিমানা সহ কড়া পদক্ষেপ করা হবে।'

বারবিশা চৌপথিতে ৩১সি জাতীয় সড়কে মিশেছে কুমারগ্রাম ও জোড়াই রোড। এছাড়া চার লেনের জাতীয় সড়কের উভয়দিকেই রয়েছে সার্ভিস রোড।

বারবিশা মোটর ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহ সম্পাদক সুপ্রতীক সাহা বলেন, 'যাত্রী ওঠানো-নামানোর জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় যানবাহন দাঁড় করাতে হবে। সুষ্ঠুভাবে যাত্রী পরিষেবা দিতে আমরাও বদ্ধপরিকর। যানজট এবং পথ দুর্ঘটনা এড়াতে আমরা পুলিশের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি।' একই কথা বলেন বারবিশা টোটো ইউনিয়নের সভাপতি বিপ্লব সাহা এবং বারবিশা ম্যাক্সিক্যাব ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক গোকুল সাহা।

বেশি কুনকি দেখলে পালিয়ে যাচ্ছে সুন্দর

মাদারিহাট, ৪ ডিসেম্বর : একের পর এক কুনকি ময়দানে নামিয়েও সুন্দরকে বাগে আনতে ব্যর্থ বন দপ্তর। সোমবার ১১ দিন পার হল। রবিবার ও সোমবার সুন্দরের টিকির নাগাল পেলেন না বনকর্তারা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বনকর্মী জানালেন, সাধারণ ডিউটি করে ধরার কৌশল মঙ্গলবার থেকে নেওয়া হবে।

বেশি সংখ্যক হাতি সরাসরি দেখে সুন্দর ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। হাতিদের গন্ধ পেতেই দৌড় শুরু করছে। এছাড়া আরও একটি কারণ রয়েছে। সেটা হল কয়েকবার ঘুমপাড়ানি গুলি খেয়েছে। শরীরে সামান্য লেগেছিল। সেই ভয়ও রয়েছে। মঙ্গলবার থেকে অন্য পদ্ধতি নেওয়ার কৌশল নিয়েছেন বনকর্তারা। কুনকি হাতির সংখ্যা একদম কমিয়ে অন্যদিনের মতোই সাধারণভাবে ডিউটি করা হবে। তবে ঘুমপাড়ানি গুলির টিম সঙ্গেই থাকবে। ওই সময় যদি সুন্দরের

ঘুমপাড়ানি গুলি করতে অন্য কৌশল

দেখা পাওয়া যায়, তখন কুনকি হাতিকে একটু দূরে রাখা থাকবে। সম্ভব হলে হেঁটেই যতটা কাছে গিয়ে ঘুমপাড়ানি গুলি করার চেষ্টা করবেন বিশেষজ্ঞ টিম। তবে এক্ষেত্রে জীবনের ঝুঁকিও রয়েছে বলে ওই বনকর্মী জানালেন।

রবিবার ১৬টি কুনকি নিয়ে তল্লাশির সময় কুঞ্জনগরে সুন্দরের দেখা পেয়েছিলেন বনকর্মীরা। কিন্তু এতগুলি হাতি দেখেই সুন্দর কুনকিদের মাঝখান দিয়ে এমনভাবে দৌড়ে পালিয়ে যায় যে সোমবার পর্যন্ত তার কোনও হদিস মেলেনি। সেজন্য এবার বনকর্তারা হাতি নিয়ে অভিযান চালানো বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন বলে সূত্রের খবর। তবে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক নভজিৎ দে ফোন না ধরায় এবিষয়ে তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি।

হস্তী বিশেষজ্ঞ পার্বতী বড়ুয়া বলেন, 'সুন্দরকে কৌশলে ধরতে হবে। ট্রাঙ্কুলাইজ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও বুদ্ধি নেই। আর কুনকিদের যতটা দূরে রেখে ট্রাঙ্কুলাইজ করা যায়, সেটা দেখতে হবে।'

সূত্রের খবর, জলদাপাড়ার চারটি বিটের জঙ্গলে বনকর্মীদের হেঁটে টহলদারির ক্ষেত্রে সুন্দর আতঙ্ক হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ সুন্দর এতটাই ভয়ংকর হয়ে উঠেছে যে, সামনে পেলেই আক্রমণ করতে ছুটে আসছে। সেজন্য হেঁটে কুঞ্জনগর, ব্যাংডাকি, তোর্ষা ইস্ট কর্নার বিট ও ময়রাডাঙ্গা বিটে বনকর্মীদের টহলদারির ক্ষেত্রে কড়া সতর্কতা রয়েছে। এক বনকর্মী বলেন, 'আমরা তো এমনিতেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ডিউটি করি। এখন তো সুন্দরের জন্য ঝুঁকি আরও বেড়েছে।'

মা-ও রাখেন না মেয়ের খোঁজ

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৪ ডিসেম্বর : গ্রামের সহজ, সাধারণ গৃহবধূর মতোই জীবনযাপন করতেন শামুকতলার সেই মহিলা। সেই তিনিই যে আড়াই কোটি টাকা হাতিয়ে পগারপার হবেন, তা কেউ বিশ্বাসই করতে পারেননি। পাড়াপ্রতিবেশীদের সেই বিশ্বাসই ছিল অভিযুক্ত মহিলার 'মূলধন'। মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে কোটি কোটি টাকা বাজার থেকে তুলেছিলেন। শামুকতলা হিন্দি স্কুল সংলগ্ন এলাকায় তাঁর যে কাপড়ের দোকান রয়েছে, সেটা তিনি উধাও হওয়ার পর থেকেই তালাবন্ধ। হিন্দি স্কুলের পাশেই তাঁর বাড়ি। সেটাও তালাবন্ধ।

ওই বাড়ির পাশে রয়েছে তাঁর দাদার বাড়ি। সেই বাড়িতে অবশ্য লোকজন রয়েছে। সেখানে গিয়ে দেখা মিলল ওই মহিলার বৌদি এবং তাঁর মায়ের। তাঁদের কাছেই জানতে চাওয়া হল সেই মহিলার কথা। কিন্তু তাঁরা তো কিছু বলতেই নারাজ। সাফ জানিয়ে দিলেন, এব্যাপারে তাঁরা কিছুই জানেন না। সেই মহিলার মা জানালেন, 'এত টাকা বাজার থেকে আমার মেয়ে তুলেছে সেটা আমরা ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি। মেয়ে কোথায় গিয়েছে, সেটাও আমি জানি না।'

বাড়ির লোকের যেমন এমনটাই দাবি, তখন প্রতারিতরা কিন্তু অন্য কথা বলছেন। দোকান বন্ধ দেখে অনেকেই নাকি প্রথমে সেই মহিলার মায়ের সঙ্গেই যোগাযোগ করেছিলেন। সে সময় আবার মা জানিয়ে দিয়েছিলেন, মেয়ে অসুস্থ হয়ে কোচবিহারে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। তাহলে এখন কি তিনি সুস্থ হয়ে ছাড়া পেয়েছেন? একথা জানতে চাইলেই মায়ের মুখে কুলুপ।

ওই মহিলার বাড়ির পাশেই বাড়ি এক প্রতারিতের। তাঁর দাবি, 'বাড়ির সকলে সবই জানে। কিন্তু কেউ মুখ খুলছে না।' প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ওই মহিলার বাংলাদেশ, বিহার, নেপাল এবং ডিমাপুরে যাতায়াত ছিল। তিনি উধাও হয়ে যাওয়ার দু' একদিন পর নাকি এক প্রতারিত ব্যক্তির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগও করেছিলেন হোয়াটসঅ্যাপ কলে। তখন ওই মহিলা জানিয়েছিলেন যে তিনি শিলিগুড়িতে রয়েছেন।

ওই মহিলার স্বামী বাংলাদেশ থেকে এসে শামুকতলা থানার তুরতুরি এলাকায় ছিলেন। সেখানে তিনি দিনমজুরির কাজ করতেন। পরবর্তী সময়ে ওই মহিলা তাঁর স্বামীকে নিয়ে শামুকতলায় বাড়ি করেন। অন্তত গত দশ বছর ধরে তিনি শামুকতলার বাসিন্দা। তাদের ১০ বছরের সন্তানও রয়েছে। তাঁর স্বামী বাংলাদেশ থেকে এসে প্রথমে ডিমাপুরে থাকতেন। পরবর্তী সময়ে শামুকতলা থানা এলাকায় চলে আসেন। এক ব্যবসায়ীর হাত ধরেই তিনি এখানে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর কাপড়ের দোকানের আড়ালেই চলত টাকা লেনদেনের কারবার।

ওই দোকান ঘরের মালিক দিলীপ ঘোষের কথায়, 'আমার ঘর অনেকদিন আগেই ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেছিলাম। দীর্ঘদিন ধরে আমাকে ভাড়া দিচ্ছিলেন না। এখন দেখছি দোকান তালাবন্ধ। আমি পুলিশের কাছেও গিয়েছিলাম। এখনও ঘরের দখল পাইনি।'

এদিকে, পুলিশেরও হাত-পা বাঁধা। তাঁরা বারবার বলছেন, টাকা দেওয়ার প্রমাণ সহ লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে। কিন্তু তা করবে কে? টাকা নেওয়ার রসিদও তো দেননি অভিযুক্ত।

রহস্যময়ী

- ওই মহিলার স্বামী বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন
- দীর্ঘদিন শামুকতলা থানার তুরতুরি এলাকায় ছিলেন
- সেখানে তিনি দিনমজুরির কাজ করতেন
- পরবর্তী সময়ে তাঁরা শামুকতলায় বাড়ি করেন
- ওই মহিলার বাংলাদেশ, বিহার, নেপাল ও ডিমাপুরে যাতায়াত ছিল

বিভিন্ন দাবিতে পথে নামল সিপিএম

শালকুমারহাট, ৪ ডিসেম্বর : ১০০ দিনের প্রকল্প, আবাস যোজনার পাশাপাশি নদীর বালি-পাথর উত্তোলন, মুন্সিপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেহাল দশা, শালকুমারহাটে বহুমুখী হিমঘরের দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ করল সিপিএম। দলের আলিপুরদুয়ার-১ পশ্চিম এরিয়া কমিটি সোমবার জেলা পরিষদের শালকুমারহাট কার্যালয়ে এই কর্মসূচি করে।

শালকুমারহাটে অবস্থান বিক্ষোভ

সিপিএমের সংশ্লিষ্ট এরিয়া কমিটির সম্পাদক গুরুদেব বর্মনের কথায়, 'আমরা সাধারণ মানুষের স্বার্থেই এভাবে হাটবাজারে কর্মসূচি শুরু করলাম। তৃণমূল ও বিজেপি একে অপরের দিকে দোষারোপ করে রাজনীতি করছে। কিন্তু তাতে সাধারণ মানুষের দাবি পূরণ হচ্ছে না। তাই আমরা সাধারণ মানুষের জন্য সোচ্চার হচ্ছি।' এরিয়া সম্পাদক ছাড়াও এদিনের অবস্থান কর্মসূচিতে সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য শম্ভু বর্মন, এরিয়া কমিটির সদস্য তপন বর্মন, অরবিন্দ রায় প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সিপিএম নেতারা রাজ্য ও কেন্দ্র- উভয় সরকারকেই তুলোধোনা করেন। ১০০ দিন ও আবাস যোজনা ইস্যুতে উভয় সরকারই দায়ী বলে সিপিএম নেতা অরবিন্দ রায় জানিয়েছেন। এছাড়াও বিদ্যুতের স্মার্টমিটার চালুর বিরুদ্ধেও সরব হন বাম নেতারা।

যদিও তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক সাধারণ সম্পাদক তুষারকান্তি রায় বলেন, '১০০ দিন ও আবাস যোজনার জটিলতার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারই দায়ী। এজন্য আমাদেরও আন্দোলন চলছে। আর স্থানীয় সমস্যাগুলি ধাপে ধাপে সমাধান হবে। তাই সিপিএমের এমন আন্দোলনের কোনও ভিত্তি নেই।' বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক মিঠু দাস বলেন, 'এখন সিপিএমের প্রাসঙ্গিকতা নেই। এ রাজ্যে যত সমস্যা চলছে তার জন্য দায়ী তৃণমূল। আর রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে আমাদের লাগাতার আন্দোলন চলছে।'

বিশিষ্ট গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের জন্ম ১৯২৫ সালে আজকের দিনে।

১৯৫১ সালে আজকের দিনে প্রয়াত হন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী, লেখক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
মঙ্গলবার, ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
■ ৪৪ বর্ষ ■ ১৯৬ সংখ্যা

রাজনীতির রকমসকম

বিরোধীদের এখন নরেন্দ্র মোদি বলতেই পারেন, খামোশ। বলতে শুরু করেছেনও। চার রাজ্যে বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশের পরদিনই। প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য, হারের রাগ যেন বিরোধীরা সংসদে উগরে না দেয়। অর্থাৎ সংসদে সব সমালোচনা আটকে দেওয়ার নয়া কৌশল। তাঁর পরামর্শ, পরাজয় থেকে শিক্ষা নেওয়ার এটাই সুযোগ বিরোধীদের। সরাসরি খামোশ শব্দটি না বললেও ফল প্রকাশের রাতে বুঝিয়ে দিলেন, ইডি-সিবিআইয়ের তৎপরতায় সামান্যতম লাগাম পরবে না।

বিজেপির এখন আর হারানোর কিছু নেই। বরং বিরোধীদের হারানোর জন্য পড়ে আছে গোটা দেশ। হঠাৎ একটা কর্ণাটক, হিমাচলপ্রদেশ কিংবা পঞ্জাব বাদ দিলে কার্যত একে একে নিভিছে দেউটি। হারাধনের ১০টি ছেলের পরিণতির অপেক্ষায় যেন বিরোধীরা। শুধু রাজ্য হারানো নয়, সংসদীয়, পরিষদীয় মানচিত্রে লুপ্তপ্রায় হয়ে উঠছে বিভিন্ন দল। যেমন রাজস্থানে টিমটিম করে তিনটি আসনে সিপিএমের এতদিনের অস্তিত্ব এই নির্বাচনি ফলাফলে মুছে গেল গেরুয়া ধাক্কায়।

সদ্য ঘোষিত ভোটের এই ফলাফলকে শুধু বিজেপির দলগত জয় হিসেবে ধরলে ভুল হবে। এই সাফল্যকে গেরুয়া শিবিরের ভাবনার জয় হিসেবে দেখা বরং ভালো। সেই ভাবনার মোকাবিলা করতে না পারলে অপারেশন লোটাসের গতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠা নিশ্চিত। জনমানসে সেই ভাবনার বীজ ইতিমধ্যে অনেকটাই গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে গিয়েছে। একা বিজেপি নয়, দীর্ঘ পরিকল্পনায় অনেকদিন ধরে ধীরে ধীরে এই বীজ বপনের কাজটি করে গিয়েছে সংঘ পরিবার।

হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী বিভিন্ন সংগঠন সেই কাজে নিরলস সংগত করে চলেছে। যা সবসময় সাদা চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু সমাজের গোড়ায় নীরবে ভাবনা সিঞ্চন করে মহীরুহ গড়ার কাজ ইতিমধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। সেই ভাবনা মোকাবিলার নামে আরেক ধরনের ভুল করে চলেছে বিরোধীরা। নরম হিন্দুত্বের মতো সোনার পাথরবাটিকে খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরে ব্যর্থ চেষ্টা চলছে।

রাহুল গান্ধি, কমল নাথ, এমনকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই নিষ্ফল পথের পথিক। শুধু ধর্ম নয়, সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্র, এমনকি ভাষা-সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে ভিন্ন এক ধরনের ভাবনাকে জারিত করে দেওয়া হচ্ছে জনমনে। ভাবনাটির ভিত এত শক্তিশালী যে তার সামনে তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে অনাহার-অর্ধাহার, বেকারত্ব, জীবন-জীবিকার সংকট। চাকরি না পাওয়ার যন্ত্রণা ঢেকে নবীন প্রজন্মের মধ্যে নীতি পুলিশ হয়ে ওঠার মরিয়া চেষ্টা দেখা যায় এই কারণে।

বহুত্ববাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ইত্যাদি ধারণাগুলি সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকলেও তার ভিত ধীরে ধীরে আলগা হয়ে গিয়েছিল। সেই সুযোগে সমাজে গেঁড়ে বসেছে ভিন্ন ভাবনা। এখনকার বিরোধী দলগুলি কখনও না কখনও কেন্দ্রে বা বিভিন্ন রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় ছিল। সংবিধানের মূল ধারণাগুলির ভিত আলগা হয়ে যাওয়ার পিছনে তাদের দায় কম নয়। পাশাপাশি ভিন্ন ভাবনার জাঁকিয়ে বসাকে সেই শাসকরা তুচ্ছ জ্ঞান করেছে।

আজ যখন সেই ভাবনা মহীরুহের চেহারা নিচ্ছে, তখন করণীয় সম্পর্কে বিরোধীরা দিশেহারা, ছন্নছাড়া। 'ইন্ডিয়া' জোট গঠনের পিছনে যেন শুধু পাখির চোখ ছিল কেন্দ্রের ক্ষমতা দখল। অথচ সেই লক্ষ্যে রাজ্যে রাজ্যে জমি তৈরিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। যেজন্য পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে 'ইন্ডিয়া'র কোনও প্রতিফলন ছিল না। না ঐক্যে, না ভাবনায়। বরং ছিল 'ইন্ডিয়া'র শরিকদের পরস্পরের বিরুদ্ধে রাগ, ক্ষোভ, বিদ্বেষ।

কংগ্রেসের একা চলো নীতি ও দাদাগিরির মানসিকতা অন্য শরিকদের আরও বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। ফলে ঢাকঢোল পিটিয়ে অনেক প্রত্যাশা জাগানোর কথা বলে যে জোট তৈরি হয়েছিল, তার সুতো ইতিমধ্যে ছিঁড়ে গিয়েছে। সেই বন্ধন নতুন করে জোড়া খুব সহজ নয়।

গোবলয়ে আসলে মোদির জয়, নাকি দায়িত্বজ্ঞানহীন রাজনীতির পরাজয়

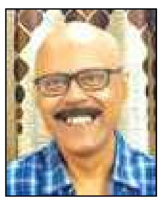

দীপ্তেন্দ্র রায়চৌধুরী

আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে টমাস গ্রে তাঁর এক কবিতায় বলেছিলেন 'ইগনরেন্স ইজ ব্লিস'। ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন। আমাদের দেশের মানুষের অবশ্য কথাটা জানা। তাঁরা বহু হাজার বছর ধরে এই দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছেন। তাঁরা ভোট দেওয়ার সময় নিজেদের প্রগতিকে সবকিছুর উপরে রাখেন। পশ্চিমবঙ্গে কাজ নেই, শিল্প নেই, সেসবের কথা তুলে ধরার মতো বিরোধী পক্ষও নেই। তাই পাঁচশো টাকাকেই আঁকড়ে ধরেন মানুষ। তাছাড়া ২০২১ সালে ভাগ্যনির্ণয় করে দিয়েছিল ৩০ শতাংশ মুসলিম ভোট, যা সঙ্গে এসে গেলে হিন্দুদের এক-চতুর্থাংশ ভোটই বৈতরণি পার করে দেয়। মুসলিম মেরুকরণ ঘটেছিল বিজেপির ভয়ে, আর যে হিন্দুরা ভোট দিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই দুর্নীতির বিস্তৃত জাল থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লাভবান হয়েছিলেন।

এবার চার রাজ্যের মানুষও ঠিক সেভাবেই ভোট দিয়েছেন। রাজস্থান, ছত্তিশগড় ও তেলেঙ্গানার মানুষ অবশ্যই সরকারি দুর্নীতি নিয়ে বিব্রত ছিলেন। তার কারণ ওখানে দুর্নীতির জাল পরিকল্পিতভাবে এত দূর বিস্তৃত করে দেওয়া সম্ভব হয়নি যে বহু মানুষ তার দ্বারা উপকৃত হবেন।

মধ্যপ্রদেশে বিজেপি জিততেই অনেকে বলতে শুরু করেছেন, বাংলার অনুকরণে 'লাডলি বহেন' প্রকল্প চালু করে বিজেপি সাফল্য পেয়েছে। আদৌ নয়। কারণ, প্রকল্পটি বাংলার মতো একেবারেই নয়। বাংলায় যাঁদের কোনও প্রয়োজন নেই, তাঁদের পাঁচশো টাকা দেওয়া হচ্ছে, যা সরকারি কোষাগারের অপব্যবহার ও অনৈতিক কাজ (কারণ এর দায় বহন করতে হয় গরিবতম মানুষকেও, যাঁরা পণ্য বা পরিষেবা ক্রয়ের সময় জিএসটি দেন)। মধ্যপ্রদেশে এটা টার্গেটেড বা লক্ষ্যযুক্ত কর্মসূচি, যেখানে আন্ডারপ্রিভিলেজড বা সুবিধাবঞ্চিত নারী ও মেয়েদের মাসে ১,২৫০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। এ হল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি। এটা সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তাছাড়া ২০০৭ সাল থেকে সেখানে লাডলি লক্ষ্মী প্রকল্পও চালু আছে।

আরও অনেক ঘটনা আমাদের অলক্ষে ঘটে যায়, কিন্তু মানুষের রায়ে তা প্রতিফলিত হয়। মধ্যপ্রদেশে ২০০৫ সালে শিবরাজ সিং চৌহান মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই কৃষির উন্নয়নে মন দেন। তাঁর লাগাতার প্রয়াসের ফলে গত দশ বছরে কৃষির বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৬.১ শতাংশ, যেখানে সারা দেশে তা ৩.৯ শতাংশ।

এক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখতে হবে। মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণাংশ কিছুটা ভালো বৃষ্টিপাত পেলেও তা বাংলার মতো নয়, আর উত্তরাংশের জমি অনুর্বর। সেই রাজ্যে কৃষির এই অগ্রগতি অসামান্য কৃতিত্বের। সেই কারণেও ভোট এসেছে। নাহলে তো কোথাও প্রায় ৫০ শতাংশ ভোট কোনও দল সাধারণত পায় না। কেউ প্রশ্ন করতেই পারেন, তাহলে পাঁচ বছর আগে কংগ্রেস জিতেছিল কী করে! ২০১৮ সালে কংগ্রেস ৫টা আসন বেশি পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বিজেপি কংগ্রেসের চেয়ে ভোট (০.৩ শতাংশ) বেশি পেয়েছিল।

এবার ছত্তিশগড়ে আমাদের অলক্ষে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনার কথা বলি। সেখানকার সাজা বিধানসভা কেন্দ্রে এক শ্রমিক, বিজেপির ঈশ্বর সাহু, হারিয়ে দিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী ও সাতবারের বিধায়ক রবীন্দ্র চৌবেকে। কে এই ঈশ্বর সাহু? তিনি মুসলিম জনতার আক্রমণে প্রাণ হারানো এক সন্তানের পিতা, যিনি আজ অবধি ন্যায়বিচার পাননি। এসব কথা কেউ লেখে না। কারণ এখানে মিডিয়ায় ইতালির মাফিয়ার মতোই চালু আছে ওমেরতা, অর্থাৎ নীরবতার শপথ। কিন্তু সত্য তো সত্যই। হিন্দু জনতার আক্রমণে মুসলিম মানুষ মারা গেলে মুসলিমদের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া তো হবেই। আবার মুসলিমদের আক্রমণে হিন্দুরা মারা গেলে হিন্দুদের মনেও তার প্রতিক্রিয়া হবে। এই ভয়ংকর ক্ষতে সম্প্রদায়নির্বিশেষে মলম লাগাতে পারে শুধুই ন্যায়বিচার। যেখানে ন্যায়বিচার পাওয়া যায় না, সেখানে সেই আগুন প্রচ্ছন্নভাবে, সংগোপনে ছড়িয়ে পড়ে বহুদূর। ছত্তিশগড় ছোট রাজ্য। এমন ঘটনার প্রভাব কিছু নাহলেও প্রায় অর্ধেক আসনে তো পড়বেই।

আমরা এগুলোকে 'হিন্দুত্ব' বা 'মেরুকরণ' বলে ব্র্যাকেট করে দিই। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন ছত্তিশগড়ে ঈশ্বর সাহুর জয় কি হিন্দু মেরুকরণ বোঝাচ্ছে না? নিশ্চয়ই বোঝাচ্ছে। কিন্তু তার মূলগত কারণ হল মানুষের ন্যায়বিচার পাওয়ার মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার। সেই অধিকার যারা লঙ্ঘন করবে কর্মফল তাদের তাড়া করবেই। যেমন ২০২১-এ পশ্চিমবঙ্গে ন্যায্য কারণে মুসলিম মেরুকরণ ঘটেছিল (মিডিয়া বা স্বঘোষিত সেকুলারদের অনেকেই অবশ্য মুসলিমদের ক্ষেত্রে মেরুকরণ শব্দটা ব্যবহার করে না)। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা রাজ্যে এসে হিন্দুদের আশ্বাস দিলেও বলতে ভুলে গিয়েছিলেন, বা ইচ্ছা করে বলেননি, এনআরসি হলে ভারতীয় মুসলমানদের কোনও ভয় নেই। বিজেপিও এই রাজ্যে কর্মফল ভোগ করেছিল।

নরেন্দ্র মোদি যেহেতু প্রধানমন্ত্রী, তাই চার রাজ্যে ভোটের ফলের কৃতিত্ব বা ব্যর্থতা দুটোই তাঁর বলে গণ্য হবে। তাছাড়া এই জয় তাঁর ২০২৪-এর পথ অনেকটা মসৃণ করে দিল। চার রাজ্যের ৮২ লোকসভা আসনের মধ্যে ২০১৯-এ তিনি পেয়েছিলেন ৬৫ আসন। লোকসভা ভোটের চার মাস আগে দেখা যাচ্ছে বিধানসভার ফলের নিরিখে এই আসনসংখ্যা কমছে তো না, বরং বাড়ছে। তা ছাড়া মোদি আবার প্রায় সর্বত্র বিধানসভায় দল যত ভোট পায়, লোকসভার ভোটে তার থেকে বেশি ভোট পান। কাজেই ওই ৮২ আসন থেকে ৭২টা তিনি পেতেই পারেন। তারপর উত্তরপ্রদেশ সহ দেশের বাকি সাড়ে চারশোরও বেশি আসন থেকে ২০০টা পেলেই তো কেল্লা ফতে হবে।

কিন্তু এই কৃতিত্বের সবটাই মোদির নয়। উপরে যেসব বিষয়ের কথা বলেছি সেগুলো এবং তার পাশাপাশি বিরোধীদের দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রচারও এই ফলাফলের কারণ। সনাতন ধর্মকে ইন্ডিয়া নামক জোটের শরিক বিশ্রীভাবে আক্রমণ করলে তার প্রভাব তো পড়বেই। জাত শুমারির মতো পশ্চাৎমুখী বিষয়কে ইস্যু করলে যে ওবিসিদের সমর্থনও পাওয়া যায় না, তা রাহুল গান্ধি জানেন না। সমর্থন পাওয়া যায় না, কারণ সরকারি চাকরিই নেই। তাহলে জাত শুমারি কোন কাজে লাগবে? তাছাড়া মোদিকে 'ফ্যাসিস্ট' বললে হেরে যাওয়ার গায়ের ঝাল মেটানো যায়, কিন্তু মানুষ তা গ্রাহ্য করেন না। কারণ মানুষ জানেন মোদি যদি সত্যিই হিটলার হতেন, তাহলে যাঁরা তাঁকে ফ্যাসিস্ট বলছেন তাঁরা পরের দিন 'অদৃশ্য' হয়ে যেতেন। তা তো হয় না। দশ বছর ধরে তো তাঁরা এসব বলেই চলেছেন। আদানি আর মোদির যোগসাজশের কথা বলা হচ্ছে। অতীতে আম্বানি আর কংগ্রেস নেতাদের যোগসাজশ ছিল না?

এখন কিন্তু কেন্দ্রের সাফল্যের চেয়ে বেশি করে 'মোদি ম্যাজিক'-এর প্রধান উপাদান হয়ে উঠেছে বিরোধীদের প্রমাণিত দুর্নীতি, দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজকর্ম ও কথাবার্তা, এবং বিশ্বাসযোগ্যতাহীন প্রচার। কাজেই মোদি ম্যাজিক যে ২০২৪-এও কাজ করতে পারে, তাতে বেশি সংশয় কোথায়?

(লেখক সাংবাদিক)

টেস্টে উপস্থিতির সংখ্যাই শিক্ষাক্ষেত্রে মারাত্মক চিন্তার

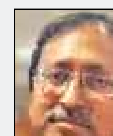

সুমন্ত বাগচী

আপাতত উৎসবের মরশুম শেষ। 'শূন্য এখন ফুলের বাগান, দোয়েল কোকিল গাহে না গান।' এই সময় সরকারি ও সরকারপোষিত বিদ্যালয়গুলিতে চলছে একইসঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের টেস্ট।

২০২৩ সালে করোনার ধাক্কা সামলে উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষা তার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসে। মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে সারা রাজ্যে ব্যাপক ধস লক্ষ করা যায়। প্রায় চার লক্ষ ছাত্রছাত্রী কমে যায়।

আর মাস তিনেক বাদেই ২০২৪ সালের মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। যতক্ষণ না দুটো পরীক্ষার ফর্ম ফিলআপ শেষ হচ্ছে, মোট কতজন পরীক্ষা দিচ্ছে, তা জানার কোনও উপায় নেই। তবে উত্তরবঙ্গের স্কুলগুলোতে টেস্টে উপস্থিতির হার একটা পূর্বাভাস দিতে পারে।

শিলিগুড়ি শহরের অতিপরিচিত শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল এবং শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকের টেস্টের ফল তেমন উদ্বেগজনক নয়। সামান্য। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেল, শহরের অন্য স্কুলগুলোতে অনুপস্থিতির হার যথেষ্ট উদ্বেগজনক। প্রায় বারো শতাংশ। শিলিগুড়ি সংলগ্ন গ্রামীণ অঞ্চলে এই চিত্র ভয়াবহ। তিরিশ শতাংশের ওপরে।

জলপাইগুড়ির অন্যতম ঐতিহ্যশালী স্কুল সদর গার্লস। এখানে শহরের এলিট অংশ থেকে ছাত্রী আসে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এদের ক্ষেত্রেও মাধ্যমিকের টেস্টে আটজনের মতো ছাত্রী অনুপস্থিত।

কদমতলা গার্লস স্কুলের চিত্রও প্রায় একই। জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ও মালবাজার অঞ্চলের চিত্র যথেষ্ট উদ্বেগজনক। শুনলাম, বানারহাট অঞ্চলের আটটি স্কুলের মাধ্যমিকের টেস্টে গড় অনুপস্থিতির হার বারো শতাংশের ওপরে। মালবাজার অঞ্চলের প্রধান পাঁচ-ছয়টি স্কুলের মাধ্যমিকের টেস্টে অনুপস্থিতির হার সেই বারো শতাংশের বেশি।

কোচবিহার শহরে যাওয়া যাক। নিউটাউন গার্লস হাইস্কুলের মাধ্যমিকের টেস্টে অনুপস্থিতির হার সামান্য। কিন্তু উচ্চমাধ্যমিকে এই হার প্রায় ছয় শতাংশ। এর একটা কারণ বোধহয় উচ্চমাধ্যমিকের আগে অনেক মেয়েই প্রাপ্তবয়স্কা হয়ে যায়। তাই অভিভাবকদের তাকে পাত্রস্থ করার কোনও আইনগত বাধা থাকে না। উত্তর দিনাজপুরের গ্রামীণ এলাকায় আলতাপুর হাইস্কুলে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক টেস্টে অনুপস্থিতির হার কুড়ি শতাংশের বেশি।

এই পরিসংখ্যান থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট। বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী টেস্টেই বসছে না। এরপর আছে ফর্ম ফিলআপ। টেস্টের উত্তীর্ণদের মধ্যে সবাই ফর্ম ফিলআপ করবেই এই গ্যারান্টি নেই।

তাহলে ২০২৩ সালে মাধ্যমিকে যে সাত লক্ষ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বসেছিল, এবার কি সেই সংখ্যাটাও ছোঁয়া যাবে না? উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রী সংখ্যার ক্ষেত্রেও কি ধস নামবে? সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলে ধারাবাহিকভাবে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা কমা নিয়ে বহু আলোচনা হলেও প্রতিকার আদৌ কিছু হয়েছে বলে মনে হয় না। টেস্টে অনুপস্থিতির হার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, ক্লাস টেন বা টুয়েলভ থেকে বড় সংখ্যার ছাত্রছাত্রী শিক্ষার আঙিনার বাইরে চলে যাচ্ছে। স্কুল স্তরে একটু সতর্ক এবং যত্নবান হলে সংখ্যাটা অনেক কমানো যাবে। এবার হয়তো করার তেমন কিছু নেই। তবে আগামীদিনে বিদ্যালয় স্তরে এখন থেকে আগাম পরিকল্পনা করার চেষ্টা করলে ফল পাওয়া যাবেই। সেই পরিকল্পনাই অবিলম্বে দরকার।

(লেখক ফাটাপুকুর সারদামণি স্কুলের প্রধান শিক্ষক)

বিন্দু বিসর্গ

এই ব্যাগ দিয়ে কী হবে? চটের বস্তা দাও! -অভি

আলোচিত

একটা ভোট জিতেই বাবুদের কী অবস্থা! কংগ্রেস আসনরফা সেরে ফেলতে পারলে এই অবস্থা হত না। আমরা বারবার বলেছিলাম, আসনরফা সেরে ফেলতে। সেইজন্য ৭০টা আসনে হেরেছে। এই ফল ভোট কাটাকাটির ফল। ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হয়।

-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ

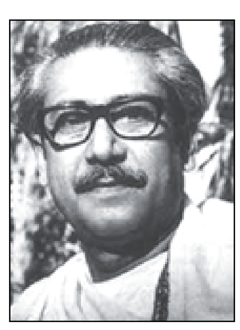

১৯৬৯ সালে আজকের দিনে ঢাকার এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম পূর্ব পাকিস্তানের নাম বাংলাদেশ ঘোষণা করেছিলেন।

২০১৭ সালে আজকের দিনে ডোপিংয়ের অভিযোগে ২০১৮-র শীতকালীন অলিম্পিক থেকে রাশিয়াকে নির্বাসিত করেছিল আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি।

ভাইরাল

বিধানসভায় জিতে সমর্থকদের নিয়ে ভোটারদের ধন্যবাদ জানাতে বেরিয়েছিলেন আরএলপি নেতা হনুমান বেনিওয়াল। সঙ্গীরা তাঁর নামে স্লোগান দিচ্ছিলেন। স্লোগান বন্ধ হতেই বিরক্ত বেনিওয়াল অনুগামীদের উদ্দেশে বলেন, 'থেমে গেলে কেন? সবাই মরে গেল নাকি?' নেতার ধমকে সমর্থকরা ফের স্লোগান দিতে শুরু করেন।

অমৃতধারা

সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা ধর্মজগতের কোনওদিনই কখনও কল্যাণ হয়নি, বরং যথেষ্ট ক্ষতি ও অপকার হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে মানুষ ধর্মের প্রকৃত আদর্শ ও লক্ষ্য ভুলে যায়। ধর্মের নামে পৃথিবীতে যত নৃশংস ব্যাপার ঘটেছে তার মূল কারণই সাম্প্রদায়িকতা। সরল সত্যপরায়ণ ও সংযমী ব্যক্তিই ধর্মলাভের অধিকারী। ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও মনকে যিনি নিজের আয়ত্তে এনেছেন, একমাত্র তিনিই ধর্মকে জানতে পারেন। কুচিন্তা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ মন কিছুতেই ধর্মসাধনায় স্থির ও শান্ত হয় না। সুচিন্তা ও সংকর্মের অভ্যাসই মনঃসংযমের প্রধান উপায়। সম্পূর্ণভাবে সরল না হলে ভগবানকে লাভ করা যায় না। আত্ম বিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়।

– স্বামী অভেদানন্দ

শব্দরঙ্গ ■ ৩৬৯৭

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
★	৫						
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। জনসেবামূলক কাজ ৩। গোপন বিষয় প্রকাশ ৫। এলাহি ব্যাপার ৬। শক্ত নয় ৭। ঘুটঘুটে অন্ধকার ৯। নোবেলজয়ী সন্ত ১২। ক্ষণস্থায়ী তীব্র দীপ্তি ১৩। জৈন ধর্মগুরু।

উপর-নীচ : ১। শিবের এক নাম ২। ঝোপঝাড় ৩। মজুরি ছাড়া কাজ ৪। সবটুকু ৫। ফলের নাম ৭। তীব্র শব্দের তালবাদ্য ৮। জলাশয় ৯। রামায়ণের সোনার হরিণ ১০। কাপড় ধোয়াই পেশা ১১। সাতাশ নক্ষত্রের অন্যতম।

সমাধান ■ ৩৬৯৬

পাশাপাশি : ১। পিপাসু ৪। বউনি ৫। নীবি ৭। তরল ৮। শয্যাগত ৯। সরঞ্জাম ১১। পালুই ১৩। কদু ১৪। নধর ১৫। দশন।

উপর নীচ : ১। পিশিত ২। সুবল ৩। অনির্দেশ ৬। বিরত ৯। সস্ত্রীক ১০। মসনদ ১১। পারদ ১২। ইন্ধন।

জনমত

চটকদারির বিপণনে হারিয়ে যাচ্ছে চায়ের স্বাদ

উত্তরবঙ্গের চা নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। হালকা শীত শীত ভাব আর তার মধ্যে গরমাগরম দার্জিলিং টি, আহা! ভাবলেই লোভ হয়।

তবে যেটা না বললেই নয়, চা চাষ হচ্ছে, চায়ের স্বাদও ঠিক আছে। কিন্তু অত্যাধুনিক হওয়ার দৌড়ে এতটাই মজে যাচ্ছি যে সামান্য চা-টুকুর জন্য আমরা ঢুকছি কোনও ক্যাফেতে কিংবা দ্বিতল কোনও কফিশপে। ওয়েল মেইনটেইন্ড, ওয়েল ফার্নিশড কোনও বড় ঝকঝকে দোকানে শুধুমাত্র চায়ের জন্য ঢোকাটা আমার মতে যেন নিতান্তই বিলাসিতা এবং সেসব জায়গায় চায়ের স্বাদ বাড়ানোর জন্য মেশানো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের জিনিস। কিন্তু তাতে চা পাতার পরিমাণ কতটা থাকছে সেটা আমরা কেউই দেখতে যাচ্ছি না।

নিতান্তই স্বাদ বদলের জন্য কিছু জায়গায় মশলা চায়ের নামে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে ঝাঁঝালো কিছু একটা। ভাগ্যিস রসুন-পেঁয়াজ-লংকাটুকু যোগ করে না! অথবা কোথাও বানানো হচ্ছে চকোলেট চা। ভাগ্যিস ফুচকা বা ঝালমুড়ি চা এখনও বাজারে আসেনি। এই ধরনের চাগুলির দাম নিয়ে নেওয়া হচ্ছে ৫০ থেকে ১০০ টাকা। চা অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি পানীয়। একে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা যেতেই পারে। যে কেউই করতে পারেন, তবে এক্সপেরিমেন্টের চক্করে আসল চা ভুলে গেলে সেটা ক্ষতির।

রাস্তায় ঠ্যালাগাড়ি নিয়ে বসা ছোট ছোট দোকান বা টেবিল পেতে ওপরে স্টোভ, চায়ের প্যান, ছাঁকনি, গ্লাস সাজিয়ে রাখা ছোট দোকানগুলোয় চায়ের স্বাদ আসল বোঝা যায়। কথায় আছে, চা কোনও নেশা না, এটাই আসল ভালোবাসা। ভালোবাসা তো এমনই তাই না, যাকে যে কোনও সময়ই গ্রহণ করা যাবে। আর চা সত্যিই চাপ কমাতে পারে।

তাই অপ্রয়োজনীয় ওয়েল ফার্নিশড শপে গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে চা খাওয়ার দরকার কী, যখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে চায়ে চুমুক দিতে দিতে আপনি আপনার থেকেও বেশি কাউকে চাপে দেখে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারবেন। আসল চায়ের অনেক উপকারিতা রয়েছে। নিজেকে অতি আধুনিক করতে গিয়ে আমরা আমাদের চা'কে যেন হারিয়ে না ফেলি।

শ্রেয়সী চট্টোপাধ্যায়
হাতিয়াডাঙ্গা, শিলিগুড়ি।

চায়ের দোকানে আড্ডাটাই আছে

পাড়ার দোকানে কিংবা রাস্তার মোড়ে মাটির ভাঁড় বা কাপে গরম চায়ে চুমুক না হলে মোটেই চলে না বাঙালির। চা প্রিয় বাঙালির চা খেতে খেতে ক্লান্তি মেটানো আর সঙ্গে দেদার আড্ডা নতুন কিছু নয়। তার উপরে এখন ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে। তাই চা পানের হিসেবটিও বেড়েছে। আড্ডায় ভিন্ন স্বাদের গল্প জায়গা পেলেও সবচেয়ে বেশি জায়গা করে নিয়েছে রাজনীতির চর্চা। ভিন্ন ভিন্ন রাজনীতির মতামত নিয়ে চলে তুলকালাম চর্চা। এমন করে কেউ কেউ সকাল-সন্ধে অবসরের সময়গুলো চায়ের দোকানেই কাটিয়ে দেন। কোন দল ভালো আর কোন দল খারাপ, কোন দল কতটা কর্মসংস্থান করল, কে দলবদল করে কোন দলে গেল, তা নিয়ে চলতে থাকে তুমুল চর্চা। সেই আড্ডায় স্থান পায় বিভিন্ন বয়সি মানুষও। কেউ রাজনীতি বোঝেন আর কেউ শুধুই না বুঝে ঘাড় নাড়িয়ে যান। তাঁদের রাজনীতির বিশ্লেষণ অনেক সময় মনে করিয়ে দেয়, টিভির পর্দায় যুক্তিতর্কের সেইসব পর্বকে। পথেঘাটে বেরোলে শুধুই কানে আসে রাজনীতি চর্চা। বিভিন্ন জন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনীতির বিশ্লেষণ করেন।

এই কর্মব্যস্তময় জীবনে এই চায়ের দোকানের আড্ডাটুকুই বেঁচে আছে বাঙালির সঙ্গে। আর সেই আড্ডায় যদি রাজনীতির চর্চা ও বিশ্লেষণ চলে আসে তাহলে চায়ের আস্বাদনও বেশ উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

শংকর সাহা, পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর।

আংরাভাসায় এটিএম চাই

জলপাইগুড়ি জেলার আংরাভাসা এলাকায় ব্যাংক থাকলেও কোনও এটিএম নেই। এলাকার বিরাট সংখ্যক মানুষ এবং আশপাশের অনেকেই আংরাভাসার ব্যাংকগুলির উপর নির্ভর করেন। যদি এখানে ব্যাংকগুলির তরফে একটি বা দুটি এটিএম কাউন্টার খোলা হয় তাহলে এখানকার লোকেরা হয়রানির হাত থেকে বাঁচবেন। এখানে ব্যাংকের শাখার সংখ্যাও খুব কম। এই পরিস্থিতিতে এটিএম শাখা খোলার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সোহম সরকার
আংরাভাসা, সজনাপাড়া, জলপাইগুড়ি।

সৌরভকে ৩৫০ একর জমি

কারখানা গড়তে সাহায্য রাজ্যের

- সৌরভকে কারখানার জন্য পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতায় জমি দেবে রাজ্য সরকার
- সোমবার রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত
- কী শর্তে শিল্পোন্নয়ন নিগম সৌরভকে এই জমি দেবে, তা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যে এই রাজ্যে শিল্পে বিনিয়োগ করবেন, তা স্পেন সফরের সময়ই জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত মাসে কলকাতায় বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনেও সৌরভ সকলের সামনে দাবি করেছিলেন, রাজ্যে শিল্পের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। এবার সৌরভকে কারখানার জন্য পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতায় ওই জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমকে দিয়েছে ৩৫০ একর জমি ১ টাকায় দিয়েছে। নিগম ওই জমি সৌরভের হাতে তুলে দেবে। সোমবার রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে গড়বেতায় ওই জমি দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে কী শর্তে শিল্পোন্নয়ন নিগম সৌরভকে এই জমি দেবে, তা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে ওই জমি যে শুধুমাত্র শিল্প তৈরিতেই ব্যবহার করা যাবে, তা অবশ্য স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

অনেক সময় কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা দেখে নামমাত্র মূল্যে শিল্প সংস্থাকে জমি দেয় সরকার। রাজ্যে এর আগেও শিল্পের জন্য এরকম অনেক জমি শিল্প সংস্থাকে রাজ্য সরকার দিয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওই সংস্থা শিল্প গঠন না করায় সরকার সেই জমি ফিরিয়েও নিয়েছে।

সৌরভ আগেই জানিয়েছিলেন, ইস্পাত কারখানা গড়ে তোলার জন্য তিনি জায়গা দেখছেন। এই নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে তাঁর কথাও চলছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছিল, পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে জিন্দলদের অব্যবহৃত জমি সৌরভকে দেওয়া হতে পারে। কিন্তু ওই জমি জিন্দলদের হাত থেকে নিয়ে তা ফের সৌরভকে দিতে হলে প্রশাসনকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। সেই কারণে গড়বেতার এই জমি চিহ্নিত করে তা সৌরভের হাতে তুলে দেওয়া হবে। শিল্প সম্মেলন থেকেই সৌরভকে বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সৌরভ তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় রাজ্যের শিল্পবান্ধব পরিস্থিতি, সুলভে দক্ষ শ্রমিক ও রাজ্য সরকারের ইতিবাচক মনোভাবের তারিফ করেন। সেইসঙ্গে বাংলায় বিনিয়োগের প্রক্রিয়া সহজ করতেও তিনি সরকারের কাছে অনুরোধ জানান।

নবান্ন সূত্রে খবর, শিল্প সম্মেলনেই নিজের নতুন প্রকল্প নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন সৌরভ। দ্রুত সেই জমি সৌরভের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলেও তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। শিল্প সম্মেলনের পরে এদিনই প্রথম রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠক বসল। সেখানেই এই জমি নিগমের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

২৯ তম আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভালের প্রস্তুতি। কলকাতার নন্দনে সোমবার। -পিটিআই

বিজেপির অবস্থান। কলকাতায় গান্ধীমূর্তির সামনে। সোমবার।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে চোর চোর ধ্বনি

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : তিন রাজ্যের ফলে উজ্জীবিত বিজেপি সোমবার দিনভর রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাল অধিবেশনের বাইরে থেকেই।

বিধানসভার মূল ফটকের বাইরে বিজেপি বিধায়করা তাঁদের সমর্থকদের নিয়ে উল্লাস করেন। সেখানে ব্যান্ডপার্টি নিয়ে আসা হয়। চলে লাড্ডু বিতরণ। এদিন শুরু থেকেই

বিধানসভা চত্বর উত্তাল

বিজেপি আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেয়। বিধানসভার শুরুতে নির্ধারিত সময় অধিবেশন কক্ষে ঢুকে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ঢোকা মাত্রই বিজেপি বিধায়করা 'চোর চোর' ধ্বনি দিয়ে বেরিয়ে যান। পরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর কথায় অধ্যক্ষ আমাকে সাসপেন্ড করেছেন। সেজন্য বিজেপি বিধায়করা মুখ্যমন্ত্রী সভায় থাকলে তা বয়কট করবেন।'

এদিন যে বিজেপি বিধায়করা ময়দানে বিআর আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান করে ধর্না কর্মসূচিতে অংশ নেবেন তা আগে থেকেই জানানো হয়েছিল। কর্মসূচি অনুযায়ী প্রথমার্ধ জুড়ে বিজেপি বিধায়করা পোস্টার, প্ল্যাকার্ড সহ নানা প্রস্তুতি নেন। দুপুর ২টোয় শুভেন্দুর নেতৃত্বে বিজেপি বিধায়করা 'মমতা চোর' লেখা সাদা টি-শার্ট পরে দল বেঁধে আম্বেদকরের মূর্তি পর্যন্ত যান। যাওয়ার পথে তৃণমূলের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন। বিকাল পর্যন্ত তাঁদের ধর্না অবস্থান চলে। মুখ্যমন্ত্রীর নামে চোর লেখা টি-শার্ট নিয়ে পরে জল অনেকটাই গড়ায়। শুভেন্দু ও অন্যান্য বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে হেয়ার স্ট্রিট ও ময়দান থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, এতে মুখ্যমন্ত্রীর সম্মানহানি করা হয়েছে। রাজ্যবাসীর আবেগেও আঘাত করা হয়েছে। সেজন্যই অভিযোগ যাতে এফআইআর হিসাবে গ্রাহ্য হয়, সেই আবেদনও করা হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত শুভেন্দু বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার অফিসেই তাঁর সংগঠন চালাচ্ছিলেন। এবার অধ্যক্ষ নতুন নির্দেশিকা জারি করায় তা কার্যত বন্ধ হতে চলেছে। শুভেন্দু এই নির্দেশিকার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, 'এসব নির্দেশিকা মানবে কে? আম্বেদকার আমাদের যে গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়েছেন, তার ওপর কারও খবরদারি মানব না। উত্তরবঙ্গে বহু বিধায়কের গাড়ি নেই। তাঁরা কি তাহলে অধিবেশনের পর গাড়ির জন্য অপেক্ষাও করতে পারবেন না? কারও যদি শৌচাগার ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে তিনিও ভিতরে থাকতে পারবেন না? এসব মানা যাবে না।'

পৌষমেলা হচ্ছে না, জানিয়ে দিল বিশ্বভারতী

আশিস মণ্ডল

আজ আন্দোলনে ব্যবসায়ীরা

এবার আর দেখা যাবে পৌষমেলার এই দৃশ্য। ফাইল চিত্র

শান্তিনিকেতন, ৪ ডিসেম্বর : আশঙ্কা সত্যি করেই এবছর বসছে না ঐতিহ্যের পৌষমেলা। সোমবার বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে বিশ্বভারতী এবং শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট। ৫টি কারণ দেখিয়ে বিবৃতি আকারে তা প্রকাশ করা হয়েছে। মূলত, কম সময় এবং পরিকাঠামোর অভাবকে কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত কানে যেতেই ব্যবসায়ীদের মন খারাপ। ব্যবসায়ী সমিতি ও বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চ মেলা বসানোর দাবিতে বিশ্বভারতীর কাছে স্মারকলিপি জমা দেয়। কবিগুরু মার্কেট হস্তশিল্প ব্যবসায়ী তরফে আমিনুল হোদা বলেন, 'এটা একটা ঐতিহ্য। এই মেলার জন্য আমরা মুখিয়ে থাকি। মেলা না হওয়ায় আমাদের ক্ষতি হল। আমরা মঙ্গলবার থেকে আন্দোলনে নামব।'

ট্রাস্টের সম্পাদক অনিল কোনার বলেন, 'মেলা না হওয়ায় ব্যবসার ক্ষতি হবে। কিন্তু কিছু করার নেই। সফটওয়্যার না থাকলে বুকিং কী করে হবে?' যদিও মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, 'আমাদের কাছে কোনও নির্দেশ আসেনি। এলে তা কার্যকর হবে। আজই তো শুনলাম। দেখা যাক।' সোমবার সকালে কর্মসমিতি, শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট, সমস্ত ভবনের অধ্যক্ষ, আধিকারিকরা বৈঠকে বসেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে পৌষমেলার মতো বড় ইভেন্ট করা সম্ভব নয় বলে মত উঠে আসে। শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট ও বিশ্বভারতী যৌথ বিবৃতি দিয়ে বলে, অনলাইন বুকিংয়ের জন্য খড়গপুর আইআইটি থেকে সফটওয়্যার চেয়ে পাঠালেও কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ থেকে কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। ভুবনডাঙ্গার চারটি বাঁধ পরিষ্কার করা বিশ্বভারতীর পক্ষে সম্ভব নয়। এমন বড় মেলাকে ছোট আকারে করা কোনওভাবে সম্ভব নয়। ২০১৯ সালের পর বিশ্বভারতী বা ট্রাস্টের উদ্যোগে পৌষমেলার আয়োজন হয়নি। ২০২০ সালে এবং তারপরের বছরও করোনা পরিস্থিতিতে পৌষমেলার আয়োজন করতে পারেনি বিশ্বভারতী বা ট্রাস্ট। পুরসভার অনুমতিক্রমে ডাকবাংলো মাঠে ছোট আকারে পৌষমেলা হয়। মেলা হবে না শুনে প্রবীণ আশ্রমিক সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'মন খারাপের খবর। কিন্তু কিছু করার নেই। বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট যেটা বলেছে, তা অযৌক্তিক কিছু নয়। আমরা আশা করব আগামী বছর পৌষমেলা হবে।'

প্রতিবেশীর হাতে প্রাণ গেল বাবা ও ছেলের

বাঁকুড়া, ৪ ডিসেম্বর : প্রতিহিংসার জেরে খুন। বাঁকুড়া শহরের নতুনচটি এলাকায় বাবা ও ছেলেকে খুনের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী পরিবারের বিরুদ্ধে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম মথুরামোহন দত্ত (৬৩) ও ছেলে শ্রীধর দত্ত (২৯)। মৃত শ্রীধর দত্তের মা মল্লিকা দত্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। ঘটনার পর থেকে প্রতিবেশী পিন্টু রুইদাস, তার দুই ছেলে ও স্ত্রী পলাতক। তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

মৃত মথুরামোহন বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজিয়েট স্কুলে পড়াতেন। মথুরামোহন দত্ত ও পেশায় ভ্যানচালক পিন্টু রুইদাসের পাশাপাশি বাড়ি। গলির জায়গা নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিনের ঝামেলা। প্রতিবেশী পিন্টু রুইদাস বিতর্কিত জায়গায় বাড়ি নির্মাণ করলে মথুরামোহন আদালতের শরণাপন্ন হন। রবিবার বাড়িতে ফেরেন মথুরামোহনের আরেক ছেলে সায়ন দত্ত। তাঁর অভিযোগ, ভাই সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ স্থানীয় মুদির দোকান থেকে ফিরছিল। বাড়ি ঢোকার মুখে পিন্টু রুইদাস, তার দুই ছেলে এবং স্ত্রী অস্ত্র দিয়ে ওকে আঘাত করে। মা ও বাবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বাঁচাতে গেলে তাঁদের ওপর হামলা হয়।

স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগে মুখ্যমন্ত্রী-বোস বৈঠক

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে রাজ্যে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিকালে বিধানসভা থেকে বেরিয়ে রাজভবনে যান মুখ্যমন্ত্রী। প্রায় একঘণ্টা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে বৈঠক হয় তাঁর।

রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে বলে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল, রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকার আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করবে। সেইমতো আমি রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠক করেছি। বৈঠক যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছে। এই সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে বলেই আমার ধারণা।' যদিও বৈঠকে কী আলোচনা হয়েছে, তা বিস্তারিত জানাতে রাজি হননি মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমাদের মধ্যে প্রায় একঘণ্টা আলোচনা হয়েছে। আলোচনার সবকিছু আমি বলতে পারি না। তবে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

আলোচনা ফলপ্রসূ

বিভিন্ন ইস্যুতে রাজ্য সরকারের সঙ্গে রাজভবনের বিরোধ চরমে উঠেছে। রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা না করেই রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তা নিয়ে চরম সমালোচনায় সরব হয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। রাজ্যপালের এই সিদ্ধান্তে মুখ খুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীও। কিন্তু রাজ্যপাল তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন। এরই মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে সমস্যার সমাধান করতে হবে। সেই নির্দেশের পরই মুখ্যমন্ত্রীকে পুজোর আগেই ফোন করেছিলেন রাজ্যপাল। তখন মুখ্যমন্ত্রীর পায়ে আঘাত ছিল। তাই মুখ্যমন্ত্রী তখন রাজভবনে যেতে পারেননি। এদিন বিকাল ৫টা নাগাদ বিধানসভা থেকে বেরিয়ে রাজভবনে পৌঁছোন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যপালের সঙ্গে তাঁর যে কোনও বিরোধ নেই, তা বোঝাতে কসুর করেননি মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'রাজ্যপালের সঙ্গে তো আমাদের কোনও ঝগড়া নেই। কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য হতেই পারে। প্রত্যেকের নিজস্ব মতামত রয়েছে। আমি রাজ্যপালের সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছি। উনি আমাদের সঙ্গে অনেক বিষয়েই একমত। সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলেই বিশ্বাস করি।'

প্রাথমিক টেট পিছিয়ে ২৪ ডিসেম্বর

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : টেট-এর দিন পরিবর্তন হল। ১০ ডিসেম্বরের পরিবর্তে পরীক্ষা নেওয়া হবে ২৪ ডিসেম্বর। পরীক্ষা হবে দুপুর ১২টা থেকে ২.৩০ টে পর্যন্ত।

ইতিমধ্যে সব জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান ও বিদ্যালয় পরিদর্শকদের চিঠি লিখে এই বিষয়ে জানিয়ে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল বলেন, 'আমাদের মনে হয়েছে আরও কিছু ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। তাই আরও একটু সাজিয়ে গুছিয়ে পরীক্ষাটি নিতে চাই। কাজেই আরও খানিকটা সময় নিচ্ছি। অন্য কোনও কারণ নেই।' মোট ১৫০ নম্বরের হবে এবারের টেট। মূল ওএমআর শিটের আসল কপি পর্ষদ নিয়ে নেবে। কার্বন কপি পরীক্ষার্থীরা বাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন। এবারের টেট-এ শিশু বিকাশ মনস্তত্ত্ব, প্রথম ভাষা (বাংলা, সাঁওতালি, ওড়িয়া, উর্দু, হিন্দি, তেলুগু), দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি), গণিত ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয় প্রশ্ন করা হবে। ইতিমধ্যেই পর্ষদ নমুনা প্রশ্নপত্র ও পাঠক্রম প্রকাশ করেছে।

বিধানসভায় মিউজিয়াম

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা তৈরির সময় থেকে এযাবৎকালের ইতিহাস এবং পুরনো দিনের যা যা স্মারক রয়েছে তা তুলে ধরতে সোমবার বিধানসভাতেই একটি মিউজিয়ামের উদ্বোধন হল। মিউজিয়ামের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে শুভেন্দু অধিকারীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিধানসভা ও পরিষদীয় রাজনীতির ইতিহাসকে ধরে রাখতে এই উদ্যোগ। বিধানসভার বিভিন্ন জিনিস ও ঐতিহাসিক নথি এখানে থাকবে।' শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে এই মিউজিয়াম দেখার সুযোগ করে দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী কিছুটা আক্ষেপের সুরে বলেন, 'বাংলাকে নিয়ে গর্ব করার মতো অনেক কিছু আছে। কিন্তু আমরা নিজেরাই নিজেদের নিয়ে গর্ব করতে ভুলে যাচ্ছি।' মিউজিয়াম উদ্বোধনে তাঁকে আমন্ত্রণ না জানানোয় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'আমি আমার বাবার হাত ধরে রাজনীতিতে এসেছি। বহুবার বিধানসভায় এসেছি। হাসিম আব্দুল হালিমের মতো অধ্যক্ষকে দেখেছি। এরকম নিয়মজ্ঞানহীন পরিচালক আমি দেখিনি।'

যৌন নির্যাতনের অভিযোগে জেলে

বর্ধমান, ৪ ডিসেম্বর : সাত বছরের শিশুর ওপর যৌন নির্যাতন চালানোর অভিযোগে জেলে ঠাঁই হল এক ব্যক্তির। কুকীর্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া সত্তর বছর বয়সি ওই বৃদ্ধের নাম বিভাস কোনার। জামালপুর থানার পুলিশ রবিবার ভোরে বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে ধৃতকে পেশ করে বর্ধমান সিজেএম আদালতে। সোমবার তাকে বর্ধমানের পকসো আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

অভিষেক-কথায় নবীন ও প্রবীণের ভারসাম্য

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : দলে নেতৃত্বের প্রশ্নে প্রবীণ এবং নবীনের দ্বন্দ্বে তিনি যে দলনেত্রীর কথার সঙ্গে সহমত নন তা ফের ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও মতান্তরের কথা তিনি মুখে স্বীকার করেননি। সোমবার অভিষেক জানালেন তিনি মনে করেন রাজনৈতিক দলে বয়সের একটা ঊর্ধ্বসীমা থাকা উচিত।

গত সপ্তাহে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দলের বিশেষ অধিবেশনে প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায়ের বয়স সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'সৌগতদা অনেক সময়ই বলেন, আমার বয়স হয়েছে। আমি বলি বয়স কিসের। মনের কি আর বয়স হয়?' আর ঠিক তার উলটো সুরে এদিন অভিষেক বলেন, 'আমি মনে করি সব পেশা বা চাকরিতে যেমন একটা বয়সের ঊর্ধ্বসীমা থাকে, তেমনই রাজনৈতিক দলেও বয়সের ঊর্ধ্বসীমা থাকা উচিত। ৩০-৪০ বছরের একটা মানুষ যতটা দৌড়ে কাজ করতে পারেন, ৭০ বছরে তা পারা যায় না।' তাঁর এই মন্তব্য থেকে যে বিতর্ক হতে পারে, তা নিয়ে সতর্ক ছিলেন অভিষেক। তাই তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কোনও মতান্তর নেই।'

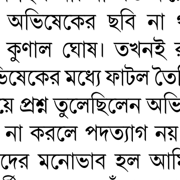

আমি মনে করি সব পেশা বা চাকরিতে যেমন একটা বয়সের ঊর্ধ্বসীমা থাকে, তেমনই রাজনৈতিক দলেও বয়সের ঊর্ধ্বসীমা থাকা উচিত।

– অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

যদিও অভিষেক ও মমতার মতান্তরকে কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা। বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'দল এখন পিসি না ভাইপোর সেটাই বড় প্রশ্ন। আগামী দিনে আরও উদাহরণ সামনে আসবে।' সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'দলে কে বড় তা নিয়ে পিসি ও ভাইপোর লড়াই চলছে। আদর্শ ও নীতিহীন দলে এটাই হয়।'

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তৃণমূলের বিশেষ অধিবেশনে মঞ্চ এবং আশপাশে কোথাও অভিষেকের কোনও ছবি ছিল না। যা গত কয়েক বছরের নিরিখে ব্যতিক্রমী দৃশ্য বলা যেতে পারে। অভিষেকের ছবি না থাকা নিয়ে প্রকাশ্যেই সরব হয়েছিলেন দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তখনই রাজনৈতিক মহল প্রশ্ন তুলেছিল, তাহলে কি মমতা ও অভিষেকের মধ্যে ফাটল তৈরি হয়েছে? সেইসময় দলে নেতৃত্বের বয়সের ঊর্ধ্বসীমা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন অভিষেক ঘনিষ্ঠ কুণাল ঘোষ। কুণাল বলেছিলেন, 'দেহত্যাগ না করলে পদত্যাগ নয়, এ কেমন কথা? দলে এক শ্রেণির নেতা রয়েছেন যাঁদের মনোভাব হল আমিই আমৃত্যু সাংসদ বা বিধায়ক থেকে যাব। আর কিছু কর্মী রয়েছেন, যাঁরা সারাজীবন ধরে আমার জন্য দেওয়াল লিখে যাবেন।' এদিন কুণালের ওই মন্তব্যকে পরোক্ষে সমর্থন করে অভিষেক বুঝিয়ে দিলেন, কুণাল তাঁর অনুমোদনক্রমেই দলের পলিতকেশ নেতাদের আক্রমণ করেছিলেন। অভিষেক বলেন, 'আমাদের দলে ব্যক্তিগত মতামতের গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু প্রতিভাকে কখনই গায়ের জোরে বা ষড়যন্ত্র করে চেপে রাখা যায় না। প্রবীণদের অভিজ্ঞতার গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু নবীনদেরও প্রতিভা ও মেধা অনুযায়ী সুযোগ করে দিতে হবে। না হলে দলে সমস্যা তৈরি হবে।' রাজস্থানে নবীন নেতা শচীন পাইলটের সঙ্গে প্রবীণ নেতা অশোক গেহলটের বিরোধ গত তিন বছর ধরে চলছে। শচীনকে কোনওভাবেই মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দিতে রাজি হননি অশোক গেহলট। সেই প্রসঙ্গ তুলে এদিন অভিষেক বলেন, 'কংগ্রেসের প্রবণতা তারা দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করতে চায়। এই ভুল ৬ মাস বা এক বছর আগে সংশোধন করলে রাজস্থানে এই ভরাডুবি হত না।'

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নীল-সাদা বদলাতে নারাজ মমতা

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় সরকার সর্বস্তরে গৈরিকীকরণ করতে চাইছে। বাদ দিচ্ছে না স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকেও। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় এই অভিযোগ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারকে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের বকেয়া টাকা নিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। উত্তরে কেন্দ্রীয় সরকার চিঠি দিয়ে বলেছে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির রং গেরুয়া করতে হবে। প্রতিটি প্রকল্পের নিজস্ব থিম রং ব্যবহার করা হয়। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের টাকা পেতে গেলে রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রের নির্দিষ্ট শর্তগুলি মানতে হবে। সেই প্রসঙ্গেই মমতা বলেন, 'ওদের নীল-সাদায় আপত্তি। কারণ, ওরা রাজনীতি করতে চায়। কিন্তু নীল-সাদা কোনও রাজনৈতিক দলের রং নয়। এটা আকাশের রং। সীমাহীন আকাশের কথা ভেবেই এই রং করা হয়েছে।' তিনি জানিয়ে দেন, 'কেন্দ্রের শর্ত মেনে এই রং আমি বদলাব না।'

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, রাজ্যে ২ কোটি ৪৪ লক্ষ ৭১ হাজার ৫৫৯টি পরিবারকে স্বাস্থ্যসাথীর অধীনে আনা হয়েছে। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যাঁদের অন্যান্য বিমা রয়েছে, তাঁদের বাদ দিলে এরাজ্যে একশো শতাংশ মানুষকেই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করে দেওয়া হয়েছে। কার্ড না মানলে সেই বিষয়ে ব্যবস্থা নিচ্ছে রাজ্যের স্বাস্থ্য কমিশন। কমিশন ইতিমধ্যেই রাজ্যের ৫৫টি বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে ৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে। তবে কমিশনে যত অভিযোগ জমা পড়ে, সবই সত্যি নয়।'

রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী সন্তোষপ্রকাশ করে বলেন, 'আমরা ক্ষমতায় আসার আগে মাত্র ৬৬ শতাংশ মায়ের প্রসব হাসপাতালে হত। এখন ৯৯ শতাংশ মায়েরই প্রসব হয় হাসপাতালে। আমার ইচ্ছে আছে, একশো শতাংশ মাকেই হাসপাতালে ভর্তি করে প্রসব করানোর।' নিজের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, 'আমিও কিন্তু জন্মেছি মাটির ঘরেই। তখন জন্মের রেকর্ড রাখার ব্যবস্থাও ছিল না। এখন সব হয়েছে। সুন্দরবনে যাতায়াত ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য আগে অনেক মাকেই হাসপাতালে প্রসব করানো সম্ভব হত না। এখন আমরা আসন্ন প্রসবাদের গ্রাম থেকে তুলে নিয়ে এসে হাসপাতালের পাশে শিবির করে রাখি। সেজন্যই প্রসববেদনা উঠলে তাঁদের চট করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।' রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতিতে ভেলোরের হাসপাতালের সঙ্গে মউ চুক্তি করা, পিজি হাসপাতাল ও উত্তরবঙ্গে ক্যানসার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সহ নানা সাফল্যের দিক তুলে ধরেন তিনি। তিনি জানান, এখন প্রতিটি মহকুমাতেই আইসিইউ ও এইচডিইউ হয়ে গিয়েছে। পিজির পাশাপাশি রাজ্যের বহু জায়গায় ট্রমা কেয়ার সেন্টার খোলা হয়েছে।

চাকরি চাই।। *রাস্তায় গড়িয়ে আন্দোলন উচ্চ প্রাথমিক চাকরি প্রার্থীদের। কলকাতায় সোমবার। ছবি : অভীক পুরকাইত*

জাতীয় সংগীত 'অবমাননায়' পদ্মের স্বস্তি

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : জাতীয় সংগীত অবমাননা মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে আপাতত স্বস্তিতে বিজেপি বিধায়করা। সোমবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত নির্দেশ দিয়েছেন, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ১১ জন বিধায়কের বিরুদ্ধে কোনওপ্রকার পদক্ষেপ করা যাবে না। বুধবার মামলার পরবর্তী শুনানির দিন পুলিশকে কেস ডায়ারি নিয়ে হাজির থাকতে হবে। এদিন শুনানিতে আদালতের ভর্ৎসনার মুখেও পড়ে রাজ্য।

এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করে বিচারপতি বলেন, 'সাধারণ মানুষ কী ভাবছেন? কয়েক লাখ টাকা খরচ করে মামলা হচ্ছে। খুনের অভিযোগে পুলিশ এফআইআর নেয় না। ধর্ষণের অভিযোগে তদন্ত সঠিকভাবে করে না পুলিশ। আর জাতীয় সংগীত অবমাননা নিয়ে দ্রুত মামলা দায়ের হয়ে গেল। এই ধরনের ছেলেমানুষি মামলার জন্য কত মামলা আটকে রয়েছে। স্লোগান চলছে দেখেও জাতীয় সংগীত করার কী দরকার ছিল?' এরপরেই বিচারপতি নির্দেশ দেন, বুধবার পুলিশকে কেস ডায়ারি নিয়ে আসতে হবে। ততদিন পর্যন্ত ওই বিধায়কদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না।

গত বুধবার বিধানসভায় তৃণমূলের ধর্না কর্মসূচি চলাকালীন বিজেপি বিধায়করাও বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তখন তৃণমূল জাতীয় সংগীত গাওয়া শুরু করে। তৃণমূলের অভিযোগ, জাতীয় সংগীত চলাকালীন বিজেপি বিধায়করা স্লোগান দিতে থাকেন। এতে জাতীয় সংগীতের অবমাননা করা হয়েছে।

মামলার শুনানিতে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের পর্যবেক্ষণ, জাতীয় সংগীত আচমকা শুরু করা যায় না। কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম মানা দরকার। আম্বেদকারের মূর্তির সামনে তৃণমূল বিধায়করা ধর্না কর্মসূচি পালন করেন। অন্যদিকে বিধানসভার গেটের সামনে বিরোধীরা পালটা স্লোগান দেওয়া শুরু করেন। দুটি ঘটনা একই সঙ্গে শুরু হয়। জাতীয় সংগীত শুরু হতেই তাঁরা স্লোগান দিয়েছেন, বিষয়টি এক নয়। তাহলে জাতীয় সংগীতের সময় কিভাবে বাধা দেওয়া বা বিরক্ত করা হল? রাজ্যকে প্রশ্ন করেন বিচারপতি।

বিজেপির আইনজীবী জানান, বিজেপি বিধায়করা যা করেছেন তা অপরাধযোগ্য নয়। শিষ্টাচার মেনে সঠিকভাবে জাতীয় সংগীত গাওয়া উচিত। জাতীয় সংগীত শুরুর আগে তাঁদের তা জানানো হয়নি।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটবে। আলস্যের কারণে হওয়া কাজ পণ্ড। বৃষ : আজ মাথা গরম করবেন না। বাবার সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। মিথুন : যে কাজ নিয়ে ঝামেলায় ছিলেন তা আজ মিটে যাবে। অর্থনৈতিক সমস্যা কাটবে। কর্কট : হঠাৎ ব্যবসার জন্যে অনেক অর্থ দরকার হতে পারে। উচ্চশিক্ষার বাধা। সিংহ : কোনও আশাপূরণ হতে পারে আজ। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটবে। কন্যা : অফিসে জনপ্রিয়তা বাড়বে। কাউকে বেশি বিশ্বাস করতে যাবেন না। তুলা : হঠাৎ কোনও আইনি সমস্যা হতে পারে। ভাইয়ের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। বৃশ্চিক : বোনের বিয়ে ঠিক হওয়ায় নিশ্চিন্ত হবেন। নতুন অফিসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। ধনু : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। সামান্য কারণে স্ত্রী সঙ্গে মনোমালিন্য। মকর : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। চোখের সমস্যা। বাবার সঙ্গে মতবিরোধ। কুম্ভ : খুব কাছে লোকের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। চাকরিতে পদোন্নতি ও বদলি। মীন : অল্পে সন্তুষ্ট থাকুন। পিঠ ও কোমরের ব্যথায় কষ্ট বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদন গুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ভাঃ ১৪ অগ্রহায়ণ, ৫ ডিসেম্বর ২০২৩, ১৮ অঘোন, সংবৎ ৮ মাগশীর্ষ বদি, ২০ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৬।১৮ অঃ ৪।৪৮। মঙ্গলবার, অষ্টমী রাত্রি ১১।২। পূর্বফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ২।৫৯। বিষ্কুম্ভযোগ রাত্রি ১০।৫৫। বালবকরণ দিবা ৯।৫৭ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১১।২ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ২। ৫৯ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা। মৃতে-একপাদদোষ, রাত্রি ২।৫৯ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, রাত্রি ১১।২ গতে পূর্বে। বারবেলাদি ৭।২৮ গতে ৮।৪৮ মধ্যে ও ১২। ৪৮ গতে ২।৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।২৮ গতে ৮।৮ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ৭।২৬ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ, রাত্রি ১১।২ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ১১।২ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ৭।৪৫ গতে ১১।৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৫ গতে ৮।২৯ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১২।৪ মধ্যে ও ১। ৫২ গতে ৩।৩৯ মধ্যে ও ৫। ২৭ গতে ৬।৮ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৩৫ মধ্যে।

লরিতে ধাক্কা রাধিকাপুর এক্সপ্রেসের

ইঞ্জিনে আগুন, বড়সড়ো দুর্ঘটনার হাত থেকে ভাগ্যক্রমে রক্ষা

অর্ণব চক্রবর্তী

ফরাক্কা, ৪ ডিসেম্বর : রাত তখন দেড়টা। একটি বালি বোঝাই ট্রাক আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফরাক্কার নিকটবর্তী বল্লালপুর ওভারব্রিজ লাগোয়া জাতীয় সড়কের আপলেন থেকে সোজা গড়িয়ে চলে আসে নীচে দিয়ে যাওয়া রেললাইনের উপরে। ঠিক সেই মুহূর্তে ওই লাইনেই এসে পড়ে আপ রাধিকাপুর এক্সপ্রেস। এমারজেন্সি ব্রেক কষে ট্রেন দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন ট্রেনের চালক। কিন্তু লাইনের উপরে চলে আসা লরির পিছনের অংশে ইঞ্জিনের জোর ধাক্কা লাগে। এরপরে দাঁড়িয়ে পড়ে ইঞ্জিনটি। ভেঙে যায় লাইনের বেশ কিছু স্লিপার। সরে গেছে পাথর।

শুরু হয়ে যায় হুড়োহুড়ি। ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ায় নেমে আসেন যাত্রীরা। তাঁরা লক্ষ করেন ইঞ্জিন থেকে আগুন ও ধোঁয়া বেরোচ্ছে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। অনেকেই আতঙ্কে এদিক ওদিক ছুটতেও থাকেন। ইঞ্জিনে আগুন দেখে আরও আতঙ্কিত হয়ে উঠেন যাত্রীরা।

যদিও শেষ পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর মেলেনি। ১৩ ঘণ্টা পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।

● বালিবোঝাই ট্রাক জাতীয় সড়কের আপ লেন থেকে সোজা চলে আসে রেললাইনের উপরে

কীভাবে দুর্ঘটনা

● ওই লাইনে এসে পড়ে আপ রাধিকাপুর এক্সপ্রেস, তখন ইমার্জেন্সি ব্রেক কষেন ট্রেনচালক

● কিন্তু লাইনের উপরে চলে আসা লরির পেছনের অংশে ইঞ্জিনের জোর ধাক্কা লাগে

● ভাঙে লাইনের বেশ কিছু স্লিপার এবং সরে যায় পাথর, হুড়োহুড়ি পড়ে যায় নামার জন্য

● ইঞ্জিন থেকে আগুন ও ধোঁয়া বেরোতে দেখে আতঙ্ক ছড়ায় যাত্রীদের মধ্যে

তবে ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড শব্দ শুনে গ্রামের মানুষ এলাকায় আসেন। খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে আসেন ফরাক্কা থানার আইসি সহ পুলিশবাহিনী। আসেন এসডিপিও, পুলিশ সুপার, মালদা থেকে যান রেলের সিনিয়ার ডিসিএম সহ রেলের উচ্চপদস্থ অধিকারিকরা।

সোমবার সকালে গিয়ে দেখা গেল বিক্ষিপ্তভাবে কিছু মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন ঘটনাস্থলে। রয়েছেন আরপিএফ, রাজ্য পুলিশ সহ রেলকর্তারাও। দেখা যায় ইঞ্জিনের ধাক্কায় লরি বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে পড়েছে। ফলে বেশ কিছু স্লিপার ভেঙে গিয়েছে। সরে গিয়েছে লাইনে থাকা পাথর। তবে দেখা যায় ইঞ্জিনের দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া সামনের অংশ গ্যাস কাটার দিয়ে কেটে ইঞ্জিনের চাকাকে লাইনে উঠানোর চেষ্টা চলছে।

ঘটনাস্থল থেকে একটু দূরেই থাকেন রেকসানা বিবি। তিনি জানান, 'গভীর রাতে বিকট আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায়। মনে হল বোমা ফাটল। বাইরে এসে দেখি একটা লরি উলটে আছে। একটা ট্রেনেও রয়েছে।'

অপর এক বাসিন্দা বুলবুল রহমানের দাবি, 'রেলের চালক এমারজেন্সি ব্রেক কষাতেই যাত্রীরা সবাই রক্ষা পেয়েছেন। উপরে বড় গার্ডওয়াল থাকলে হয়তো গাড়িটা নীচে পড়ত না।' সামসীর বাসিন্দা অভিজিৎ মণ্ডল বলেন, 'ভাগ্যিস রেলের চালক এমারজেন্সি ব্রেক কষে থামিয়েছেন, তাই ট্রেনটা পালটি খায়নি।' অপর এক যাত্রী কালিয়াগঞ্জের মেহেবুব আলম জানান, 'ইঞ্জিনে আগুন দেখে ভয় হচ্ছিল। কোনও মতে প্রাণে বেঁচে গিয়েছি।' যদিও মালদার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার বিকাশ চৌবের দাবি, 'রাতেই আমরা আশেপাশের যাত্রীদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। যাত্রীরা সহযোগিতা করেছেন। তবে রেল লাইনচ্যুত হয়নি। অল্পের উপর দিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে ট্রাক ফিটনেস হয়ে গিয়েছে। রেল সুরক্ষার জন্য যতটুকু স্লিপার এখন বসানোর দরকার সে কাজও হয়েছে। আপ-ডাউন দু'ট লাইনই এখন প্রস্তুত হয়ে গেছে ট্রেন চলাচলের জন্য। আমরা আপ বালুরঘাট ট্রেন ঠিক সময় লাইন দিয়ে নিয়ে যাব বলে আশা করছি।'

ডিআরএম আরও জানান, 'বালি বোঝাই লরিটি কীভাবে এত উপর থেকে হঠাৎই চলে এল তা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করা হবে। দেখে মনে হল অনেক বালি বোঝাই ছিল ওই লরিতে।'

কার্সিয়াংয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অনীত থাপা। সোমবার। ছবি : মৃণাল রানা

অভিষেককে স্বাগত জানাতে পাহাড়ের পথে ভিড়

উত্তরীয় হাতে সৈকত থাকলেন অনেকটা দূরে

বাগডোগরা ও কার্সিয়াং, ৪ ডিসেম্বর : হাতে সময় কম, নিজেদের ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে ইন্ডিয়া জোটকে দ্রুত মাঠে নামার ডাক দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সোমবার দুপুরে সপরিবারে বাগডোগরা হয়ে কার্সিয়াং পৌঁছান অভিষেক। বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিজেপির স্বৈরাচারিতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। আমি মনে করি সময় অত্যন্ত কম, সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে। যতটা সম্ভব দ্রুততার সঙ্গে নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের স্বার্থে রাজনীতির ঊর্ধ্বে বিজেপির বিরুদ্ধে সবাইকে লড়তে হবে।'

আবার ইডি ও সিবিআই নিয়ে পদ্ম শিবিরের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে অভিষেক বলেন, 'বিজেপি ইডি-সিবিআইকে ডাবল ইঞ্জিন হিসাবে ব্যবহার করে ভোটে লড়ছে। এভাবে বেশিদিন জেতা যাবে না।'

অভিষেককে স্বাগত জানাতে শাসকদলের একঝাঁক নেতা-নেত্রী বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন এদিন। তাঁদের অধিকাংশ বিমানবন্দরে ঢোকার জন্য আগাম পাস নিয়েছিলেন। তবে জলপাইগুড়ির তৃণমূল নেতা সৈকত চট্টোপাধ্যায় থাকলেন বাইরেই। সৈকতকে দেখা গেল হাতে একটি উত্তরীয় নিয়ে গেটের মেটাল ডিটেক্টরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে। অভিষেক বাইরে আসার ঠিক আগের মুহূর্তে এক পুলিশ আধিকারিক তাঁকে যাত্রীদের জন্য ট্যাক্সিচালক ও তাঁদের পরিবার যেখানে অপেক্ষা করে, সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে বলেন। তিনি শেষপর্যন্ত সেদিকেই সরে যান।

বিতর্কে জড়ানোর পর থেকে সৈকত অনেকটাই ব্যাকফুটে। সম্প্রতি তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জেলা সভাপতির পদ থেকে তাঁকে সরানো হয়। এবার দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ডের কাছে তাঁকে ঘেঁষতে না দেওয়া নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। এমনকি একসময় সৈকতের হাত ধরে যে নেতারা তৃণমূলে এসেছিলেন, তাঁদেরও অভিষেকের সঙ্গে কুশলবিনিময় করতে দেখা যায়।

যদিও সৈকতের দাবি, তিনি সচিত্র পরিচয়পত্র নিয়ে না যাওয়ায় তাঁকে বিমানবন্দরের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তাঁর বক্তব্য, 'আমি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেছি। কথাও বলেছি। তবে কী কথা হয়েছে, তা সংবাদমাধ্যমকে বলব না।' অথচ এদিন বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে কার্সিয়াং পৌঁছানো পর্যন্ত অভিষেকের ধারেকাছে সৈকতের দেখা মেলেনি।

এদিন কার্সিয়াংয়ে পৌঁছানোর পর গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা সহ দলের নেতা-নেত্রীরা সাংসদকে স্বাগত জানান। কার্সিয়াং জিরো পয়েন্টে শান্তা ছেত্রীর নেতৃত্বে তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফলাফল প্রসঙ্গে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নে অভিষেক কংগ্রেসের সঙ্গে জোট নিয়ে জানিয়েছেন, কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হবে কি না বা কংগ্রেসের প্রতি আস্থা রাখা-না রাখার তিনি কেউ নন। লোকতন্ত্রে মানুষই শেষ কথা বলে। মানুষ চাইলে, কংগ্রেস চাইলে সবাই মিলে ইগো বাইরে রেখে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। ৬ ডিসেম্বর জোটের বৈঠক। সেখানে তৃণমূলের তরফে কে অংশ নেবেন, তা ঠিক করবেন দলনেত্রী।

দেশের পাঁচ রাজ্যে নির্বাচনে কংগ্রেসের হার নিয়ে অভিষেকের মত, 'নির্বাচনে সবাই মিলেমিশে প্রার্থী দিলে এমনটা হত না। তবে রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে খুব সামান্য ব্যবধানে কংগ্রেসে হেরেছে। আগে থেকেই যে ফারাক ছিল, সেটাকে মেরামত করতে পারলে কংগ্রেস ভালো ফল করত।'

এদিন রোহিণী রোড ধরে কার্সিয়াং পৌঁছান অভিষেক। শিমুলবাড়ি থেকে তৃণমূল কংগ্রেস এবং অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) নেতা-কর্মীরা রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগত জানান। রোহিণী রোড, কার্সিয়াংয়ের জিরো পয়েন্ট, কার্সিয়াং মোটরস্ট্যান্ড সর্বত্রই ডায়মন্ড হারবারের সাংসদকে স্বাগত জানাতে দলে দলে মানুষ ভিড় করেন। অনীত থাপা সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব কার্সিয়াং মোটরস্ট্যান্ডে অভিষেককে খাদা পরিয়ে স্বাগত জানিয়েছে। মানুষের উচ্ছ্বাস দেখে গাড়ি থেকে নেমে কিছুটা পথ হাঁটেন তিনি। তারপর আবার গাড়িতে উঠে পাঙ্খাবাড়ি রোড হয়ে মকাইবাড়ির তাজ টি রিসর্টে পৌঁছান। ভাই আবেশের বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে ৮ ডিসেম্বর কার্সিয়াং থেকে অভিষেকের কলকাতায় ফিরে যাওয়ার কথা।

এদিন বিমানবন্দরে তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান অলোক চক্রবর্তী, জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, জেপি কানোরিয়া, সৌরভ চক্রবর্তী, কাজল ঘোষ, রঞ্জন শীলশর্মা, তনয় তালুকদার, কোচবিহারের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিককে দেখা গিয়েছে। অভিষেক বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে অনুগামীরা জয়ধ্বনি দেন। বাগডোগরা বিহার মোড়েও শাসকদলের তরফে স্লোগান দেওয়া হয়। এদিন বিমানবন্দর থেকে কার্সিয়াং পর্যন্ত অভিষেকের যাত্রাপথ নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে দেওয়া হয়। শিলিগুড়ি কমিশনারেট ছাড়াও বিভিন্ন জেলা থেকে পুলিশকর্মীদের নিয়ে আসা হয়েছিল।

সেলফির সূত্রে খুনের কিনারা

প্রথম পাতার পর

হ্যামিল্টনগঞ্জে এসেছিলেন মেলায় ঘুরতে। সেখানেই পরিচয় হয় মিলন ও সঞ্জুর সঙ্গে। মেলায় ঘুরতে ঘুরতে একসময় অন্য বন্ধুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান আদেশ। এরপর মিলন ও সঞ্জু আদেশকে প্রস্তাব দেয় ছটপুজোয় ঘুরতে যাওয়ার জন্য। আদেশ রাজি হয়ে গেলে তিনজন বাসরা নদীর ধারে চলে আসে। সেখানে কিছুক্ষণ সময় কাটানোর পর ওই দুই দুষ্কৃতী আদেশকে নদীর পার থেকে কিছুটা দূরের জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ভোজালি ও ছুরি দিয়ে খুন করে। আদেশের মোবাইল ফোন ও সঙ্গে থাকা টাকাপয়সা হাতিয়ে নিয়ে সেখান থেকে চম্পট দেয়।

সেই রাতে আদেশকে মেলায় খুঁজে না পেয়ে বন্ধুরা বাড়ি চলে যান। আদেশের বাবা-মা নেই। তাঁর দিদি অঞ্জলি গোয়ালা ও কয়েকজন আত্মীয় ও বন্ধু গত ২২ নভেম্বর হ্যামিল্টনগঞ্জ ও কালচিনি এলাকায় এসে আদেশের খোঁজ করেন। খোঁজ না পেয়ে তাঁরা কালচিনি থানায় নিখোঁজ ডায়ারি করেন। রবিবার জঙ্গল থেকে কঙ্কাল উদ্ধার হওয়ায় তদন্তের মোড় ঘুরে যায়।

কালচিনি থানার ওসি গৌরব হাঁসদা জানিয়েছেন, 'ধৃতদের সোমবার আলিপুরদুয়ার মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে ধৃতদের ৩ দিনের পুলিশি হেপাজতে আনা হয়েছে।' দুই দুষ্কৃতীর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে খুনে ব্যবহার করা ভোজালি ও ছুরি উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে অভিযুক্তদের জেরা করে আদেশের ফোন উদ্ধার করবে পুলিশ। মোবাইল ফোন উদ্ধার হলে আরও কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে বলে মনে করছে তারা। অভিযুক্তদের একজন টায়ার মেরামতির দোকানে কাজ করে। আরেকজন চায়ের দোকানে কাজ করে। ঘটনার দিন দুজনেই নেশাগ্রস্ত ছিল বলে পুলিশ জানতে পেরেছে।

কানু সান্যালের গ্রামে জলসমস্যায় আজ শুনানি

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : নকশাল নেতা কানু সান্যালের গ্রাম নকশালবাড়ির সেবদোল্লাজোতে পরিস্রুত পানীয় জল মেলে না। সেই সমস্যা মেটাতে এবারে আদালত আসরে।

সরকারি কর্মসূচি অনুসারে সেবদোল্লাজোতে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। চেষ্টা হলেও তা সেভাবে ফলপ্রসূ হয়নি। এলাকায় মাত্র দুটি ট্যাপকল। অন্য কোনও উপায় না থাকায় অনেকের কাছে ঝোরার দূষিত জলই ভরসা। বাসিন্দাদের ভোগান্তির একশেষ। বাধ্য হয়েই তাঁরা আদালতের শরণাপন্ন হন।

মামলাটি সোমবার হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে ওঠে। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) নির্বাহী বাস্তুকারকে আদালতে সশরীরে উপস্থিত হতে নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশ পেয়ে ওই আধিকারিক এদিনই আদালতে হাজির হয়ে বিচারপতিকে জলপ্রকল্পের অগ্রগতির বিষয়ে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন। বিচারপতি মঙ্গলবার ফের এই মামলার শুনানির দিন ধার্য করেছেন। জল সরবরাহকারী সংস্থার প্রতিনিধিকেও সেদিন বাধ্যতামূলকভাবে আদালতে সশরীরে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি, সেবদোল্লা গ্রামের বাসিন্দাদেরও আদালতে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।

পিএইচই'র রিপোর্ট অনুসারে, নকশালবাড়ির সেবদোল্লাজোতে বর্তমানে তপশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত ১০৬ জন, তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ৮৩৮ জন ও সাধারণ সম্প্রদায়ভুক্ত ৩৩৩ জন সাধারণ সম্প্রদায়ভুক্ত বাসিন্দার বসবাস। ২০১৪ সালে দার্জিলিংয়ের তৎকালীন সাংসদ এসএস আলুওয়ালিয়া এই গ্রামটিকে দত্তক নিয়েছিলেন। এলাকায় বরাবরই পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। সেই সমস্যা মেটাতে সরকার একসময় উদ্যোগ নেয়।

২০২০ সালের ৮ জুন কেন্দ্রীয় সরকারের জল শক্তি দপ্তরের কর্মসূচি অনুসারে ঘরে ঘরে জল পৌঁছে দেবার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২০২০ সালে পিএইচই রিপোর্ট দেয় গ্রামের ৩০৪টি বাড়ির ১৯৭টি বাড়িতে জল পৌঁছেছে। গোটা গ্রামে মাত্র দুটি ট্যাপকল। বাসিন্দারা বাধ্য হয়ে মাঞ্জাঝোরার দূষিত জল খাচ্ছেন। জল সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য নিম্নমানের সরঞ্জাম ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এভাবে প্রতিনিয়ত সমস্যার মুখে পড়ায় দীপু হালদার, শান্তি নাগেশিয়া, ছোটন মুন্ডার মতো বাসিন্দারা চলতি বছরের ১০ মে আদালতে মামলা করেন বলে তাঁদের হয়ে আইনজীবী সন্দীপ মণ্ডল জানান। মামলা দায়েরের আগে তাঁদের সমস্যার বিষয়ে গ্রামবাসীরা দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক সহ প্রশাসনের নানা শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকের দ্বারস্থ হলেও কোনও কাজের কাজ হয়নি বলে অভিযোগ।

এদিক সকালে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে মামলাটির শুনানি হয়। সমস্যা বিষয়ে পিএইচই'র ভূমিকা জানতে বিপারপতি ওই দপ্তরের নির্বাহী বাস্তুকারকে বেলা ৩টায় আদালতে তলব করেন। সেইমতো ওই আধিকারিক আদালতে উপস্থিত হয়ে সেবদোল্লাজোতে পিএইচই'র কাজের অগ্রগতির বিষয়ে বিচারপতিকে অবহিত করেন। ফাঁসিদেওয়া রুরাল এজেন্সি এই প্রকল্প রূপায়িত করেছে বলে ওই আধিকারিক আদালতকে জানান।

মঙ্গলবার ফের এই মামলার শুনানি হবে। বিচারপতি সেদিন ওই সংস্থার প্রতিনিধিকে বাধ্যতামূলকভাবে আদালতে উপস্থিত থাকার কথা জানিয়েছেন। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এদিন বলেন, 'যে সমস্ত এলাকায় জলের সমস্যা রয়েছে, সেখানকার বাসিন্দারা মামলা করলে আদালত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।'

কড়া আদালত

- সরকারি উদ্যোগ সত্ত্বেও নকশালবাড়ির সেবদোল্লাজোতে অমিল পানীয় জল
- এলাকায় মাত্র দুটি ট্যাপকল, বাধ্য হয়েই ঝোরার দূষিত জল খাচ্ছেন বাসিন্দারা
- ১০ মে মামলা দায়ের
- সোমবার জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে শুনানি
- বিচারপতির নির্দেশে এজলাসে পিএইচই'র আধিকারিক
- মঙ্গলবারের শুনানিতে জল সরবরাহ সংস্থাকে তলব

১৩ লক্ষের গাঁজা বাজেয়াপ্ত

শামুকতলা, ৪ ডিসেম্বর : রাস্তা বদলেও লাভ হল না পাচারকারীদের। শেষপর্যন্ত আবগারি দপ্তরের কর্মীদের হাতে ধরা পড়তেই হল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে কামাখ্যাগুড়ি-কোচবিহার সীমানা এলাকা থেকে ১৩ লক্ষ টাকার গাঁজা বাজেয়াপ্ত করল আবগারি দপ্তর। তবে কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। পালিয়ে গিয়েছে পাচারকারী।

৩১সি জাতীয় সড়ক ধরেই গাঁজা পাচারের ছক কষা হয়েছিল। আর সেই বুঝে ফাঁদ পেতেছিল আবগারি দপ্তরও। তবে পাচারকারীরাও কম যায় না। তারাও খবর পেয়ে যায় যে ওই জাতীয় সড়কে কড়া নজরদারি চলছে। তখন তারা রাস্তা বদলে ফেলে। তাতেও অবশ্য শেষরক্ষা হয়নি। কামাখ্যাগুড়ির কাছে লালপুল এলাকায় একটি ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে অন্তত ১৩ লক্ষ টাকার গাঁজা বাজেয়াপ্ত করল আবগারি দপ্তর। ওই গাড়িতে ১১৫ কেজি গাঁজা ছিল বলে আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টর ও দপ্তরের জেলা সুপারিন্টেন্ডেন্টের তত্ত্বাবধানে ওই অভিযান চালানো হয় রবিবার বিকাল থেকে।

এই হাল হত না

প্রথম পাতার পর

এই ফলাফলের পর সংসদে বিরোধীদের আর আক্রমণাত্মক না হতে মোদির পরামর্শেও মিশে ছিল কটাক্ষের বিষ। তিনি বলেন, 'সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে বলতে হলে বলব, এটা বিরোধীদের কাছে সুবর্ণ সুযোগ। নির্বাচনে বিধ্বস্ত হওয়ার রাগ সংসদে এসে উগরে দেবেন না। ইতিবাচক এবং গঠনমূলক মনোভাব নিন।' কংগ্রেস শাসিত রাজ্যের সংখ্যা কমে এখন ৩-এ ঠেকেছে। হিমাচলপ্রদেশ বাদে গোটা উত্তর ভারত 'কংগ্রেসমুক্ত'।

সোনিয়া গান্ধির বাড়িতে সোমবার উপস্থিত কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, গৌরব গগৈ, নাসির হুসেন, মণিকম ঠাকুর, প্রমোদ তিওয়ারি, অভিষেক মনু সিংভি প্রমুখ সেই হারের কারণ অনুসন্ধান করেন। শীতকালীন অধিবেশনে দলের রণকৌশল নিয়েও আলোচনা হয়। ভোটের ফলাফল পর্যালোচনায় ছত্তিশগড় ও মধ্যপ্রদেশের উপজাতি এলাকায় বিজেপির বিপুল জয় চমকে দিয়েছে কংগ্রেস নেতাদের।

বিশেষ করে দলের দুর্গ বলে পরিচিত ছত্তিশগড়ের বস্তার ও সরগুজার সিংহভাগ আসন বিজেপির দখলে যাওয়ার কারণ খুঁজতে এখন মরিয়া কংগ্রেস নেতারা। আদিবাসী এলাকায় দলের ভোটব্যাংকে ধস নামার কারণ জানতে স্থানীয় নেতৃত্বকে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। মিজোরামে দলের খারাপ ফল নিয়েও হতাশ কংগ্রেস নেতারা। তবে তেলেঙ্গানায় দলের জয়ের অন্যতম কারিগর রেবন্ত রেড্ডির মুখ্যমন্ত্রী পদ একপ্রকার নিশ্চিত।

কিন্তু সংসদ চত্বরে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল, 'যাঁরা মানুষের জন্য কাজ করতে চান, তাঁদের কাছে ৪ রাজ্যের ভোটের ফল খুবই উৎসাহজনক।' পাঁচ রাজ্যের ফলাফলের কারণ হিসেবে তাঁর মতে, 'দেশ নেতিবাচক মনোভাবকে প্রত্যাখ্যান করেছে। অধিবেশনের শুরুতে আমরা প্রতিবার বিরোধী বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করি। সবসময় সবার সহযোগিতা চাই। এবারও সেই প্রক্রিয়া হয়েছে।'

হারে বিপর্যস্ত কংগ্রেস সহ বিরোধীদের তাঁর পরামর্শ, 'আমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলছি, আপনাদের অবস্থান বদল করুন। বিরোধিতার জন্য বিরোধিতার অভ্যাস ছাড়ুন। দেশের স্বার্থে গঠনমূলক উদ্যোগকে সমর্থন করুন। ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি নিয়ে বিতর্ক হোক। দেখবেন, মনের মধ্যে যে ঘৃণা তৈরি হয়েছে, তা ভালোবাসায় রূপান্তরিত হবে।'

ট্রেন থেকে জল নিতে নেমে নিখোঁজ

ময়নাগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : জল নিতে ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে নিখোঁজ হলেন দীপু বাঘোয়াড় নামে বছর বিয়াল্লিশের এক ব্যক্তি। তাঁর বাড়ি আলিপুরদুয়ার জেলার দলগাঁও চা বাগান এলাকায়।

এলাকার লোকজনদের সঙ্গে নিয়ে তিনি কলকাতায় অমিত শা'র সভায় গিয়েছিলেন। আলিপুরদুয়ার ফেরার পথে ৩০ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ভোরে নিউ ময়নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে জল নিতে নেমেছিলেন।

এরপর থেকে দীপুর খোঁজ মিলছে না। তিনি দলগাঁও চা ফ্যাক্টরির শ্রমিক। গত ২৮ নভেম্বর কলকাতায় গিয়েছিলেন। দীপুর স্ত্রী মুনিয়া বাঘোয়াড় সোমবার ময়নাগুড়ি থানায় নিখোঁজ ডায়ারি করেন।

দীপুর ছোট ভাই সালিম বাঘোয়াড় বলেন, 'দাদা এলাকার লোকজনদের সঙ্গে কলকাতা-আলিপুরদুয়ার স্পেশাল ট্রেনে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন। ২৯ নভেম্বর কলকাতা থেকে ট্রেনটি ছাড়ে। ভোরে নিউ ময়নাগুড়ি রেলস্টেশনে দাদা জল নিতে নামেন বলে সঙ্গীরা সকলেই জানিয়েছেন। ট্রেন ছেড়ে দিলেও দাদার খোঁজ পাওয়া যায়নি।'

তপসিখাতায় সেতুর দাবি বিধানসভায়

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : প্রান্তিক জেলা আলিপুরদুয়ারে কালজানি নদীর ওপর সেতুর দাবি উঠে এল বিধানসভায়। আলিপুরদুয়ার এক নম্বর ব্লকের তপসিখাতায় ওই সেতুর দাবি উঠছে বহুদিন ধরে। বাম আমল থেকে প্রতি নির্বাচনে প্রার্থীদের কাছে সেতু তৈরি করে দেওয়ার লিখিত প্রতিশ্রুতি আদায় করেন বাসিন্দারা। এরকম প্রচুর প্রতিশ্রুতি জমা হলেও এখনও পর্যন্ত কালজানির ওপর সেতু পাননি তাঁরা। সোমবার সেই দাবি আবার উঠে এল বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের বক্তব্যে।

বিধানসভার প্রথমার্ধে প্রশ্নোত্তর পর্বে ইটাহারের বিধায়ক মুশারফ হোসেন মহানন্দা ও সুই নদীর ওপর সেতু নির্মাণের কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা তা জানতে চান। সেই আলোচনা প্রসঙ্গে সুমন তপসিখাতার দাবিটি তোলেন। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিষয়টি নোট করা হল। খোঁজ নিয়ে দেখা হবে। পূর্ত দপ্তরের খবর, এই সেতু তৈরির ব্যাপারে মাপজোখ করার কাজ শুরু হচ্ছে।

তবে বিধানসভায় প্রশ্ন করার ব্যাপারে যে বিধায়করা যথেষ্ট হোমওয়ার্ক করছেন না সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'এই ধরনের সেতু কারা করবেন, তা বুঝতে হবে। রাজ্যে পূর্ত, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, সুন্দরবন উন্নয়ন, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন, পুর ও নগরোন্নয়ন সহ অনেক দপ্তরই সেতু তৈরি করে। কাজেই প্রশ্ন করার সময় সুনির্দিষ্টভাবে দপ্তরের উল্লেখ করতে হবে। এর জন্য প্রত্যেককে প্রস্তুতি নিতে হবে। আমরা সরকারে আসার পর উত্তরবঙ্গে জয়ী সেতু করেছি, কাকদ্বীপেও সেতু করেছি। গঙ্গানদী বিস্তীর্ণ এলাকার ওপর দিয়ে গিয়েছে। তার ওপর আপনি কত সেতু করবেন?' বিস্তারিত খতিয়ান দিয়ে মমতা জানান, তাঁর আমলে ৭১৪২ কোটি টাকা খরচে মোট ৯৫১টি সেতু তৈরি হয়েছে।

সেপটিক ট্যাংকে মাটি চাপা

প্রথম পাতার পর

প্রথম থেকেই সবধরনের চেষ্টা চালানো হয়। তবে শেষপর্যন্ত এনডিআরএফ বাহিনীকে খবর দেওয়া হয়। তারা ওই গর্ত থেকে শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার করে।'

ব্যবসায়ী বিমলকুমার সাহা বলেন, 'ঠিকাদারের মাধ্যমে ওই ট্যাংকের কাজ চলছিল। কীভাবে কী হল আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না।' এদিকে গভীর গর্ত খুঁড়ে যেভাবে সেপটিক ট্যাংক বসানোর কাজ চলছিল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আদৌ ওই শ্রমিকদের নিরাপত্তামূলক কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কি না তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।

প্যারেড গ্রাউন্ডেই মমতার সভা

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : আগামী ১০ ডিসেম্বর আলিপুরদুয়ার শহরের প্যারেড গ্রাউন্ডে সরকারি সুবিধা প্রদান অনুষ্ঠান। সোমবার বিকেল থেকে অনুষ্ঠান মঞ্চ তৈরির সরঞ্জাম আসা শুরু হয়েছে। সার্কিট হাউসকে ঝাঁ চকচকে করে তোলা ও চারদিক ঘিরে দিতে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়েছে। তবে সরকারি ওই সভাস্থল কোথায় হবে তা নিয়ে রবিবার পর্যন্ত একটা অনিশ্চয়তা ছিল। তবে সরকারিভাবে প্রশাসনের আধিকারিকরা এনিয়ে কেউ মুখ খুলতে না চাইলেও দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১০ ডিসেম্বর আলিপুরদুয়ারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চিত আসবেন। দলের জেলা চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'আগামী ১০ ডিসেম্বর প্যারেড গ্রাউন্ড মাঠেই সরকারি সুবিধা প্রদান অনুষ্ঠান হবে। আগের দিন তিনি শহরে আসবেন। সার্কিট হাউসে রাত কাটিয়ে পরদিন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।'

জোর তৎপরতা শুরু প্রশাসনের

মমতার সফরের আগে আলিপুরদুয়ার শহরে সার্কিট হাউসকে সাজানোর পাশাপাশি আলো ঝলমলে করে তোলার কাজ চলছে। কড়া নিরাপত্তায় কাজ চলছে। পাশাপাশি প্যারেড গ্রাউন্ড মাঠে হেলিপ্যাডের আশপাশে জঞ্জাল সাফাই, খানাখন্দ মেরামতির কাজও চলছে। প্রশাসনের আধিকারিকরা প্যারেড গ্রাউন্ড মাঠ একাধিকবার পরিদর্শন করলেও সোমবার বিকেলের আগে পর্যন্ত বোঝার উপায় ছিল না অনুষ্ঠান সেখানে আদৌ হবে কি না? অনেকে ধারণা করেছিল, চা বাগানে কোথাও ওই অনুষ্ঠান হতে পারে। এবারে মমতার সফরে চা শ্রমিকদের জমির পাট্টা প্রদান কর্মসূচি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে। তবে শেষপর্যন্ত শাসকদলের জেলা নেতৃত্ব নিশ্চিত করেছে, ডুয়ার্সকন্যার সামনে প্যারেড গ্রাউন্ড মাঠে সরকারি অনুষ্ঠান হবে ও সার্কিট হাউসে রাত্রিযাপন করছেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার থেকে প্যারেড গ্রাউন্ড মাঠে ওই সভাস্থলের কাজও জোরকদমে শুরু হবে।

ফলে খুশি কংগ্রেসের জোটসঙ্গীরাও

প্রথম পাতার পর

শরিকরা তাড়াতাড়ি আসন বোঝাপড়া সেরে নেওয়ার জন্য চাপ দিলেও নড়ানো যায়নি তাদের। উলটে তারা কোনও রাজ্যে অন্য শরিকদের একটাও সিট ছাড়তে চায়নি। এই যেমন মধ্যপ্রদেশের কমল নাথ তাচ্ছিল্য করে সমাজবাদী পার্টির মাত্র ৬টি সিটের দাবি উড়িয়ে বলেছিলেন, 'কে অখিলেশ! ওইসব অখিলেশ-ভকিলেশের কথা জানি না।' একটাও সিট ছাড়া হয়নি তাদের। হারের পর এবার তাঁর গলায় সে জোর থাকবে তো?

ভোটের রেজাল্ট বেরোনোর পর আস্তে ধীরে সুর চড়াতে শুরু করেছে অন্যরা। নীতীশের দলের নেতা কেসি ত্যাগী তো খোলাখুলি বলেছেন, পাঁচ রাজ্যের ভোটে নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত ছিল কংগ্রেস। তার ফলে কী হল দেখাই যাচ্ছে। তৃণমূলের তরফে বলা হয়েছে, জমিদারি মনোভাব ছেড়ে অন্য নেতা-নেত্রীদের কথা শুনতে হবে। এটা কংগ্রেসের ব্যর্থতা। এক কদম এগিয়ে আপ জানিয়ে দিয়েছে উত্তর ভারতে তারাই এক নম্বর দল। সব মিলিয়ে অবস্থা যা তাতে বেশ বেকায়দায় পড়তে হবে কংগ্রেসকেই।

বেঙ্গালুরুতে ইন্ডিয়া জোটের শেষ বৈঠকে ঠিক হয়েছিল, একটা সমন্বয় কমিটি তৈরি হবে। সেই কমিটির একটাও মিটিং হয়নি। বিধানসভার ভোটে একসঙ্গে না লড়ার একটা যুক্তি খাড়া করেছে সোনিয়ার দল। তাদের কথা, বিধানসভার কথা আলাদা, কিন্তু লোকসভার ভোট হবে জোট বেঁধে। পাঁচ রাজ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়ার তিন মাস পরে সাধারণ ভোটাররা ঠিকঠাক শত্রুমিত্র চিনতে পারবেন তো? সবার কমন প্রতিপক্ষ বিজেপি সেখানে বাড়তি সুবিধা পেয়ে যাবে না তো? তারা তো একটি দলের নেতৃত্বে এক শক্তিশালী সরকারের পক্ষে জোরদার প্রচার চালাবে। তাকে পালটা ধাক্কা দেওয়ার মতো কী কী অস্ত্র আছে ইন্ডিয়ার হাতে, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছে।

আর ক'দিন পরেই রাম মন্দির নিয়ে ব্যাপক প্রচারে নামছে বিজেপি এবং সংঘ পরিবার। সেই আগ্রাসী হিন্দুত্বের মোকাবিলায় জোটের শরিকদের নরম হিন্দুত্ব কতটা কাজে দেবে প্রশ্ন তা নিয়েও। কাজে যে দিচ্ছে না তা তো পরিষ্কার। সবমিলিয়ে পাঁচ রাজ্যের ভোটের এই ফল বিরোধী জোটকে কোথায় দাঁড় করাবে দ্রুতই পরিষ্কার হবে সেই ছবিটা।

'গরমিল বাংলায়'

প্রথম পাতার পর

আমি অবাক হব না যদি এর সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম জড়িয়ে যায়। এজন্য আমাদের স্লোগান- চোর ধরো, জেল ভরো।' ধর্মেন্দ্রর আক্রমণাত্মক ভাষণে কার্যত পিছনে চলে যায় সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ। সুদীপ বলেছিলেন, '১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনা, স্বাস্থ্য মিশনের বরাদ্দের বকেয়া নিয়ে আমরা কৃষি ভবনে সত্যাগ্রহ করলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আমাদের বসিয়ে রেখে পালিয়ে যান। পুলিশ দিয়ে আমাদের উঠিয়ে দেওয়া হয়। আমরা আবার বলছি, এ বিষয়ে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী দিল্লিতে এসে আলোচনা করতে প্রস্তুত আছেন।'

তৃণমূলের আরেক প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় বলেন, '১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে ৭০০০ কোটি টাকা বকেয়া থাকলেও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও হেলদোল নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের এই স্বেচ্ছাচারিতা অত্যন্ত নিন্দনীয়।' এরপর জবাব দিতে উঠে তৃণমূল সরকারকে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধুয়ে দিতে চেষ্টা করলে চিৎকার করে তাঁকে বাধা দিতে থাকেন তৃণমূলের অন্য দুই সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহুয়া মৈত্র। কিন্তু তাতে কান না দিয়ে ধর্মেন্দ্র কড়া ভাষায় আক্রমণ শানিয়ে যান।

আবহাওয়া
মঙ্গলবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	২৬.০	১৯.০
শিলিগুড়ি	২৯.০	১৬.০
জলপাইগুড়ি	২৯.০	১৪.০
কোচবিহার	২৯.০	১৫.০
আলিপুরদুয়ার	২৯.০	১৫.০
মালদা	২৯.০	১৭.০
রায়গঞ্জ	২৮.০	১৬.০
গ্যাংটক	২০.০	৮.০

ব্লু জিনস ডে
সবধরনের টপ, কুর্তির সঙ্গে মানিয়ে যায় ব্লু জিনস। ছেলে হোক বা মেয়ে, উভয়েরই ওয়াড্রবে এই ব্লু জিনস মাস্ট। ৫ ডিসেম্বর ব্লু জিনস ডে পালন করা হয়।

কুয়াশার আস্তরন... আলিপুরদুয়ার শহরের প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি। সোমবার।

রোগীর পরিজন ও রক্ষীদের হাতাহাতি

জেলা হাসপাতালে রক্তারক্তি

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : ভিজিটিং আওয়ারসে পরিবারের সদস্যরা দেখতে এসেছিলেন রোগীকে। কিন্তু গেটম্যান ঢুকতে দেয়নি। এতেই বচসা ও পরে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে দু'পক্ষ। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে এই পুরো ঘটনাটি ঘটে সোমবার।

জানা গিয়েছে, আলিপুরদুয়ার বড়বাজার এলাকার এক ব্যক্তি তাঁর এক আত্মীয়কে দেখতে যান। তবে সেখানে ঢুকতে গিয়ে বাধা দেন গেটম্যান। কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি চলে। রোগীর পরিবারের এক সদস্য রক্তাক্ত হন বলেও অভিযোগ উঠেছে। দু'পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ করেছে। তবে এখনও পর্যন্ত লিখিত অভিযোগ করা হয়নি বলেই জানা গিয়েছে।

গেটম্যান ও রোগীর পরিবারের মধ্যে মারধরের অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় আলিপুরদুয়ার ফাঁড়ির পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে রোগীর পরিবারের ওই আত্মীয়কে ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে রোগীর অন্য সদস্যরা তাঁকে বাড়ি নিয়ে যান বলে জানা গিয়েছে।

রোগীর সঙ্গে দেখা করার নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া থাকে হাসপাতালের তরফে। সেই সময়ের মধ্যে গেলে রোগীর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি মেলে। তাছাড়া জরুরি প্রয়োজনে রোগীর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়। তবে অনেকে নির্দিষ্ট সময়ের পর এলে রোগীর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয় না। তবে কোনও রোগীর পরিবার যদি জোর করে ঢুকতে যায়, তখনই বিপত্তি ঘটে। সম্প্রতি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও রোগীকল্যাণ সমিতি যৌথভাবে হাসপাতাল চত্বর সাফাই রাখার অভিযান চালায়। এমনকি প্রয়োজন ছাড়া রোগীর সঙ্গে এক থেকে দুজনের বেশি পরিবারের সদস্য থাকা যাবে না বলেও নির্দেশ দেওয়া হয়। সোমবার সেই ব্যক্তি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নিজের এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে চান। কিন্তু গেটম্যান বাধা দিলে সমস্যা তৈরি হয়। রোগীর সঙ্গে দেখা করার সময় পার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও হাসপাতালের ভেতরে ঢুকে পড়েন সেই ব্যক্তি। এরপরই শুরু হয় কথা কাটাকাটি, হাতাহাতি ও মারধর। জেলা হাসপাতাল চত্বরে সেই মুহূর্তে শোরগোল সৃষ্টি হয়। লোকজন জড়ো হয়ে যান সেখানে।

রোগীর পরিবার গেটম্যানের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ তোলে পরিবারটি। এদিকে, পালটা মারধরের অভিযোগ ওঠে পরিবারের বিরুদ্ধেও। দু'পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেনি।

এই বিষয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল সুপার পরিতোষ মণ্ডল বলেন, 'কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি হয়েছে। তবে দু'পক্ষই তাঁদের ভুল বুঝতে পেরেছেন। রোগীর পরিবার ও নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে কথা বলেছি। বিষয়টি মিটেও গিয়েছে। কেউ কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করেননি। তবে রোগীর পরিবার একরকম জোর করেই অভিযুক্তকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে বলে জানতে পেরেছি।'

- আলিপুরদুয়ার বড়বাজার এলাকার এক ব্যক্তি তাঁর এক আত্মীয়কে দেখতে যান
- তবে সেখানে ঢুকতে গিয়ে বাধা দেন গেটম্যান
- কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি চলে
- রোগীর পরিবারের এক সদস্য রক্তাক্ত হন বলেও অভিযোগ উঠেছে
- তবে লিখিত অভিযোগ করা হয়নি বলেই জানা গিয়েছে

টুকরো খবর

অ্যাম্বুল্যান্সের ধাক্কায় আহত

বীরপাড়া, ৪ ডিসেম্বর : ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে অ্যাম্বুল্যান্সের ধাক্কায় আহত হলেন সাইকেল আরোহী সুনীল সিংহ। ঘটনাটি ঘটেছে এথেলবাড়ির কাছে সোমবার বেলা ২টা নাগাদ। এথেলবাড়ির বাসিন্দা সুনীল এদিন হাইওয়েতে সাইকেল চালিয়ে যাওয়ার সময় বীরপাড়াগামী অ্যাম্বুল্যান্সটির ধাক্কায় আহত হন। তিনি বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সিপিএমের স্মারকলিপি

ফালাকাটা, ৪ ডিসেম্বর : সরকারিভাবে নির্দিষ্ট অর্থ বেঁধে দিয়ে নদীগর্ভ থেকে বালি তোলার অনুমতি, নদীগর্ভে কোনও যন্ত্র না নামিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বালি, পাথর তোলায় নজরদারি, কাটমানি নিয়ে অবৈধভাবে বালি, পাথর তোলার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সহ আরও একাধিক বিষয় নিয়ে স্মারকলিপি দিল সিপিএম। সোমবার এই সমস্ত দাবি নিয়ে সিপিএমের ফালাকাটা ১ নম্বর এরিয়া কমিটির তরফে এই স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ফালাকাটার বিডিওকে স্মারকলিপি দেন তাঁরা। উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের ১ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক অনির্বাণ রায়, জেলা কমিটির সদস্য নৃপেন খাসনবিশ, বাপন গোপ সহ অন্যরা।

বিশ্বশান্তিপুজো

জয়গাঁ, ৪ ডিসেম্বর : বুদ্ধগয়ায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের একটি বিশেষ পুজো হবে ৩০ ডিসেম্বর। পুজোটি পাঁচদিন ধরে হবে। জয়গাঁ কুনপেন জংপা মঠের তরফে ২৮ ডিসেম্বর রওনা দেওয়া হবে বুদ্ধগয়ার উদ্দেশ্যে। প্রতি বছর ডিসেম্বরের শেষে এই পুজোটি হয়ে থাকে বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে। জয়গাঁ কুনপেন জংপার তরফে ওয়াংগেল লামা জানান, বুদ্ধগয়ার উদ্দেশ্যে ২৮ ডিসেম্বর রওনা দেওয়া হবে। যাঁরা যেতে চান, তাঁরা আমাদের সঙ্গে মঠে যোগাযোগ করুন।

জুয়ার ঠেক থেকে বাইক সহ আটক এক

শহরে ফের পুলিশের অভিযান

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন জায়গায় মদের ঠেকের সঙ্গে সঙ্গে জুয়ার ঠেক বসারও অভিযোগ উঠছে। সপ্তাহখানেক ধরে আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে চলছে অভিযান। কখনও কালজানির চরে, কখনও পাড়ায় পাড়ায়, কখনও আবার প্যারেড গ্রাউন্ডে এই অভিযান চলে। এতে অনেককে গ্রেপ্তারও করা হয়। তাতে সামাজিক শৃঙ্খলা কিছুটা হলেও এসেছে। তবে এখনও পুরোপুরি মেটানো যায়নি এই সমস্যা। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশের অভিযানে ধরা পড়ছে একের পর এক যুবক। এবার বাদ গেল না জুয়ার ঠেকও। সেখানেও অভিযানে নামল পুলিশ।

মদের ঠেকে অভিযানে সাফল্যর পর জুয়ার ঠেকেই অভিযান চালাল পুলিশ। রবিবার রাতে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ পাওয়ার পরেই ১১ নম্বর ওয়ার্ডের পলাশবাড়ি চর থেকে একটি বাইক সহ এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ।

এই বিষয়ে আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্য বলেন, 'স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ জানালেই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছাবে।

মদ ও জুয়ার ঠেকে লাগাতার অভিযান চলছে।'

কালজানি নদীর বাঁধ পেরিয়ে পলাশবাড়ির চর। শহরের অলিগলিতে পুলিশের পেট্রোলিং চললেও বাঁধ পেরিয়ে চর এলাকায় অভিযান চালাতে পুলিশকে বেগ পেতে হয়। তাই সেখানেই বেশিরভাগ আসর বসে। সেখানে অভিযান চললেও অনেকে আবার পুলিশের তাড়া খেয়ে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার খবরও শোনা গিয়েছে।

রবিবার অবশ্য অভিযোগ পাওয়ার পরেই নির্দিষ্ট এলাকা চিহ্নিত করা হয়। তারপর পুলিশের গাড়িটি দূরত্বে রেখে হেঁটেই অভিযান চালায় পুলিশ। ফলে প্রথমে জুয়ার ঠেকে বসে কেউ বুঝতেই পারেনি। তবে পুলিশকে চিনতে পেরেই দৌড় দেয় অভিযুক্তরা। পুলিশকর্মীরা অবশ্য পিছু নিয়ে এক ব্যক্তিকে আটক করে। ঘটনাস্থল থেকে একটি বাইকও বাজেয়াপ্ত করা হয় বলে জানা গিয়েছে।

কালজানি নদীর চর এলাকার বিভিন্ন জায়গায় মদ, জুয়ার আসর বসার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। মাঝেমধ্যে অভিযোগ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে সম্প্রতি পুলিশের তৎপরতা শুরু হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই নেশামুক্ত সমাজ দেখার আশায় বুক বাঁধছেন স্থানীয়রা।

রাম মন্দিরের পথে দুই যুবক

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যার রাম মন্দিরের উদ্বোধন। আর সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সাক্ষী হতে সুদূর অসমের লখিমপুর থেকে হেঁটে অযোধ্যার উদ্দেশে পাড়ি দিয়ে সোমবার শহরে এসে পৌঁছালেন দুই যুবক। জানা গিয়েছে, পারস মালহা ও বিট্টু মালাকার গত ৯ নভেম্বর অসমের লখিমপুর থেকে অযোধ্যার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন হেঁটে। এরপর সোমবার সন্ধেতে শহরে এসে পৌঁছান তাঁরা। বিট্টু মালাকার বলেন, 'অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধনের সাক্ষী হওয়ার জন্য এই যাত্রা।' প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। অনেকে বাড়িতে বা হোটেলে জলপান করার পর বোতল যেখানে-সেখানে ফেলে দেন। ডাস্টবিনে সবসময় সেসব ফেলা উচিত। নিজের এলাকা পরিষ্কার রাখার বার্তা দেন দুই যুবক।

বইমেলা কমিটি গঠন, প্রস্তুতি

ফালাকাটা, ৪ ডিসেম্বর : শেষবার হয়েছিল ২০১৬ সালে। প্রায় সাত বছর পর ফের ফালাকাটায় হতে চলেছে আলিপুরদুয়ার জেলা বইমেলা। এত বছর পর নিজের শহরে বইমেলার আয়োজন হতে চলায় খুশি ফালাকাটাবাসী। সোমবার এ নিয়ে একটি বৈঠক করা হয়। ফালাকাটা সুভাষ পাঠাগারে এই বৈঠক হয়। সেখানেই আলিপুরদুয়ার জেলা বইমেলার পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়।

ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, 'দশম বর্ষ আলিপুরদুয়ার জেলা বইমেলা এবার ফালাকাটায় হতে চলেছে। ২ থেকে ৭ জানুয়ারি টাউন ক্লাবে এই মেলা হবে।'

বইমেলা কমিটির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক অজিত দে সরকার বলেন, 'সাত বছর পর ফালাকাটায় জেলা বইমেলা হচ্ছে। পূর্ণাঙ্গ কমিটি সহ বিভিন্ন ধরনের সাব-কমিটিও গঠিত হয়।'

বৈঠকে ৬ দিন ধরে হতে চলা এই বইমেলায় রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে স্টল আসবে বলে ঠিক করা হয়। মূল মঞ্চে রোজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কবি, লেখক সম্মেলন সহ গুণীজন সংবর্ধনারও আয়োজন থাকবে। এছাড়াও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নানা ধরনের স্টলও থাকতে পারে বলে মেলা কমিটির তরফে জানানো হয়েছে। বইমেলার উদ্বোধনে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাও করা হবে। ওই শোভাযাত্রায় ডুয়ার্সের বিভিন্ন সংস্কৃতি তুলে ধরা হবে।

এদিকে প্রায় সাত বছর পর ফালাকাটায় জেলা বইমেলা হতে চলায় খুশি সাধারণ মানুষ। খুশি এলাকার কবি, সাহিত্যিক সহ বইপ্রেমীরা। সোমবার জেলা বইমেলার বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান মৃদুল গোস্বামী, ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষ রায়, লোকাল লাইব্রেরি অথরিটির সদস্য দীপিকা রায়, জেলা গ্রন্থাগারিক শিবনাথ দে সহ অন্যরা।

> দশম বর্ষ আলিপুরদুয়ার জেলা বইমেলা এবার ফালাকাটায় হতে চলেছে। ২ থেকে ৭ জানুয়ারি টাউন ক্লাবে এই মেলা হবে।
>
> –প্রদীপ মুহুরি
> *চেয়ারম্যান, ফালাকাটা পুরসভা*

সাঁকোর দাবিতে প্রদীপের দ্বারস্থ

ভাস্কর শর্মা

১৭ নম্বর ওয়ার্ডে যোগাযোগের ভরসা মুজনাইয়ের উপর সেই সাঁকোই নেই।

ফালাকাটা, ৪ ডিসেম্বর : ফালাকাটা শহরের সঙ্গে বড়ডোবার যোগাযোগের জন্য তৈরি করা হয়েছিল মমতাময়ী বাঁশের সাঁকো। কিন্তু গত ছয় মাস আগেই বন্যায় ভেসে যায় সেটি। এরপর থেকে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের ভরসা নৌকা। শীতের শুরুতেই ফের সাঁকোর দাবি জানান স্থানীয় বাসিন্দারা।

ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, 'সরকারি নিয়মে বাঁশের সাঁকো করার বিষয়ে আমাদের কাছে স্পষ্ট কোনও গাইডলাইন নেই। আমরা বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। তবে বাসিন্দাদের দাবিকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা বিষয়টি বোর্ড মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেব।'

গত কয়েক বছর আগে ফালাকাটা মূল শহরের সঙ্গে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের একাংশের যোগাযোগের জন্য তৈরি করা হয়েছিল বাঁশের সাঁকো। মুজনাই নদীর উপর এই সাঁকোর নাম দেওয়া হয়েছিল মমতাময়ী। গত বছর অবশ্য পুরসভা প্রায় ৬৫ হাজার টাকা খরচ করে তৈরি করে দিয়েছিল। তার আগে সাঁকো তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এলাকার কাউন্সিলার জয়ন্ত অধিকারী। প্রায় ৬ মাস আগে সেতু ভেঙে গেলেও এখনও কোনও পক্ষই তা তৈরি করেনি। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়ে এলাকার বাসিন্দারা একজোট হয়ে পুরসভার চেয়ারম্যানের দ্বারস্থ হন। তাঁরা চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে নতুন করে সাঁকো তৈরি করে দেওয়ার দাবি জানান।

গৃহবধূ কণিকা বর্মনের কথায়, 'প্রতিবার বন্যায় বাঁশের সাঁকো ভেঙে যায়। আগে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এখন পুরসভা তৈরি করে দিত। তবে এবার এখনও কেউ বানিয়ে দিচ্ছে না। তাই সকলে মিলে চেয়ারম্যানের দ্বারস্থ হলাম।'

আরেক বাসিন্দা প্রণব মণ্ডল বলেন, 'পাকা সেতু তো আর দেখতে পাব না। তাই বাঁশের সাঁকোরই দাবি জানিয়েছি। কিন্তু চেয়ারম্যান সাঁকোর বিষয়েও তেমন আশ্বাস দিতে পারেননি।' তবে সাঁকো না পেয়ে ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা। মূল শহরের সঙ্গে যোগাযোগ করার একমাত্র মাধ্যম নৌকা। শহরের মধ্যে থাকলেও উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি বলেই অভিযোগ করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ডুয়ার্স উৎসব কমিটিতে উপেক্ষার অভিযোগ বিজেপির

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : ২৮ ডিসেম্বর শুরু হতে চলেছে আলিপুরদুয়ারের ঐতিহ্যবাহী ডুয়ার্স উৎসব। কিন্তু সেই উৎসব শুরু হওয়ার আগে থেকেই বিতর্ক যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। ডুয়ার্স উৎসব নিয়ে বিভিন্ন কমিটি তৈরি ও কমিটির সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করা শুরু হয়ে গেলেও বিরোধী বিধায়কদের কোনও স্থান দেওয়া হচ্ছে না। বৃহস্পতিবার এই ইস্যু নিয়ে অভিযোগ তুললেন জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক মিঠু দাস। এমনকি দুঃস্থদের কথা চিন্তা করে ডুয়ার্স উৎসবে ঢোকার জন্য ধার্য করা প্রবেশমূল্য তুলে দেওয়া হোক, দাবি তুললেন বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন।

এদিন শহরের প্যারেড গ্রাউন্ড এলাকায় অবস্থিত একটি বেসরকারি ভবনে আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার প্রায় ১২০ জয়ী পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সোমবার সেখানে এসে এই মন্তব্য করলেন বিজেপি রাজ্য সাধারণ সম্পাদক দীপক বর্মন। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার দক্ষিণের বিধায়ক ও আলিপুরদুয়ার জেলার পর্যবেক্ষক নিখিলরঞ্জন দে, আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপি সাধারণ সম্পাদক মিঠু দাস সহ দুই জেলার নেতৃত্ব।

এদিন দীপক বর্মন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'জয়ী পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের নিয়ে এদিন কর্মশালা আয়োজিত হয়। তাঁদের কী কী কাজ করতে হবে, তার প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি দলীয় নিয়মশৃঙ্খলা সম্পর্কেও জানানো হয়।'

তাঁর সংযোজন, 'উৎসব যেহেতু সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য, সেখানে প্রবেশমূল্য রাখার কোনও দরকার নেই। সকলের জন্য এই উৎসব খোলা রাখলে তবেই ভালো হয়।'

আরেকদিকে মিঠু দাস অভিযোগ করেন, 'শাসকদলের জন্য এই মেলার কমিটিতে কোনও বিরোধী বিধায়কদের স্থান দেওয়া হয়নি। জেলায় চারজন বিজেপি বিধায়ক রয়েছেন এবং সাংসদও বিজেপির। শাসকদলের রাজনীতির কারণেই এদের মধ্যে কাউকেই কমিটিতে স্থান দেওয়া হয়নি।'

ডুয়ার্স উৎসব কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি ও বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের কথায়, 'উৎসবের অন্যান্য খরচ থেকে কাটছাঁট করে প্রবেশমূল্য কমিয়ে অর্ধেক করার প্রস্তাব আমি কমিটির সামনে রেখেছি।' তবে বিরোধী বিধায়কদের কমিটিতে স্থান না দেওয়ার বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

নাট্যচর্চার আগ্রহ বাড়াতে একমাসের উৎসব আলিপুরদুয়ারে

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর : বাতাসে উত্তুরে হাওয়ার হিমেল পরশ। শীতকাল চলেই এল। এবার নাট্য উৎসবকে ঘিরে গোটা আলিপুরদুয়ার শীতের আমেজে মাতবে। চলতি ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে আগামী বছর জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত চলবে নাট্য উৎসব।

আয়োজকদের মতে, রাজ্যের মতো এক সময় আলিপুরদুয়ার শহরেও নাট্য উৎসবের রমরমা ছিল। সেই সময় বহু নাটকের দল তাদের নির্দেশিত নাটক নাট্য উৎসবে মঞ্চস্থ করত। এখনও প্রতি বছর নাট্য উৎসব হলেও পুরোনো গরিমা অনেকটাই হারিয়েছে।

নাটকের ঐতিহ্য ফেরাতে যুবসমাজকে নাট্যচর্চার বিষয়ে শেখানো ও নাটকের প্রতি তাঁদের আগ্রহী করে তুলতে এবং নাট্যচর্চাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে শহরে নাট্য উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে।

ভারত সরকারের সংস্কৃতিমন্ত্রকের আর্থিক সহযোগিতায় ও সংঘশ্রী যুব নাট্য সংস্থার উদ্যোগে ১৪-১৮ ডিসেম্বর শহরের হিতেন নাগ স্মৃতি মঞ্চে প্রথম বছরের 'কালজানি জাতীয় নাট্য উৎসব' হতে চলছে।

সংস্থার সম্পাদক পরিতোষ সাহা জানান, নাট্য উৎসবে রাজ্যের মোট ১৪টি নাটকের দল থাকছে। বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে বিজয় মুখোপাধ্যায় অভিনীত নাটক 'তিন নম্বর চোখ' ও কলকাতা 'মুখোমুখি' নাট্যদল অভিনীত নাটক 'টাইপিস্ট', সেখানে বাংলার প্রখ্যাত অভিনেতা দেবশংকর হালদার ও পৌলোমী চট্টোপাধ্যায় মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন। এছাড়া, কলকাতার 'শিল্পক' নাট্য দলের নাটক 'নির্দেশক', 'রঘুনাথগঞ্জ থিয়েটার গ্রুপ'-এর 'কনট্রাস্ট' প্রভৃতি থাকছে। বহুদিন পর নাট্য উৎসব হাওয়ায় সংস্কৃতিপ্রেমী তথা নাট্যপ্রেমীরা খুবই আনন্দিত।

আগামী বছর জানুয়ারির ৫ এবং ৬ তারিখ সংস্কৃতিমন্ত্রকের আর্থিক সহযোগিতায় প্রথম বছরের আলিপুরদুয়ার থিয়েটার ডুয়ার্স নাট্য উৎসব হতে চলেছে।

সংস্থার সম্পাদিকা তনুশ্রী সাহা পাল বলেন, এই নাট্য উৎসবে কলকাতা সহ উত্তরবঙ্গের ৫টি নাটকের দল অংশ নিচ্ছে, যার মধ্যে আলিপুরদুয়ারের 'সংঘশ্রী যুব নাট্য সংস্থা', 'ভাবনা নাট্য দল' ও ফালাকাটার নাট্যদল 'রেনেসাঁ' রয়েছে। বিশেষ আকর্ষণ কলকাতার 'উসনিক' – এর নাটক 'না কথা'। সেখানে প্রখ্যাত অভিনেতা শুভাশিস মুখোপাধ্যায় ও সীমা মুখোপাধ্যায় মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করবেন।

সোহিনী সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে ১৩-১৫ জানুয়ারি প্রথম বছরের নৃত্য ও নাট্য উৎসব হতে চলছে।

সংস্থার সম্পাদিকা কল্পনা আইচ বলেন, 'নাট্য উৎসবে মাথাভাঙ্গার 'গিলোটিন' নাট্যদল, রঘুনাথগঞ্জের থিয়েটার গ্রুপ, হাওড়ার 'শিল্পক' নাট্যদল সহ আরও বহু নাট্যদল তাদের নাটক মঞ্চস্থ করবে। নাটকের মধ্য দিয়ে মানুষের সাংস্কৃতিক চেতনা বাড়ে। তবে দিন-দিন নাট্য সংস্কৃতি আগের সেই জৌলুস হারাচ্ছে। তাই নাট্য উৎসবের আয়োজন হলে নাটকের পুরোনো গরিমা ফিরবে বলে আশা করছি।'

নাটকের মহড়া চলছে। –সংবাদচিত্র

কালজানি জাতীয় নাট্য উৎসব
১৪-১৮ ডিসেম্বর শহরের হিতেন নাগ স্মৃতি মঞ্চে

থিয়েটার ডুয়ার্স নাট্য উৎসব
৫ এবং ৬ জানুয়ারি সংস্কৃতিমন্ত্রকের আর্থিক সহযোগিতায়

নৃত্য ও নাট্য উৎসব
সোহিনী সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদোগ্যে ১৩-১৫ জানুয়ারি

খাড়গের সভা নিয়ে প্রশ্ন অনেকের

কংগ্রেসের ওপর ক্ষুব্ধ জোটসঙ্গী অনেক দল

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : তিন রাজ্যের নির্বাচনে ধরাশায়ী হওয়ার পরেই বুধবার ৬ ডিসেম্বর নয়াদিল্লিতে বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক ডেকেছে কংগ্রেস। কিন্তু কোনও শরিক দলের সঙ্গে আগাম আলোচনা না করেই যে ভাবে একতরফা ইন্ডিয়া জোটের চতুর্থ বৈঠক ডেকেছে তাতে কংগ্রেসের ওপর বেজায় ক্ষুব্ধ তৃণমূল কংগ্রেস সহ জোটের শরিক বেশ কয়েকটি বিরোধী রাজনৈতিক দল।

দল যে ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের সঙ্গে নিয়েই বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করবে সেই বার্তা দিয়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ৬ ডিসেম্বর দিল্লিতে বৈঠক ডেকেছেন। তবে গত কয়েকমাস ধরে বিরোধী জোট নিয়ে বৃহত্তম বিরোধী দলের আপাত উদাসীনতা এবং হঠৎ করে বৈঠক ডাকায় ক্ষুব্ধ তৃণমূল কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি (সপা), আপ নেতৃত্ব।

ইন্ডিয়া জোটে কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে একাধিক শরিক দল। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে হারের দায় যে ইন্ডিয়ার নয়, দলগতভাবে কংগ্রেসের, সোমবার সেই বার্তা দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং।

৩টি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে ভোটের ফল বিজেপির সাফল্য বলে মনে করছেন না বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, কংগ্রেসের পরাজয়ের কারণে এই ফল হয়েছে।

ভোটের শতাংশের হিসাব পর্যালোচনা করে মমতা বলেন, 'শুধু প্রচার করলে আর বক্তৃতা দিলে হয় না, স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে হয়। স্ট্র্যাটেজি ঠিক করলে বিজেপিকে হারানো কঠিন নয়।'

সোমবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গের ডাকা বিরোধী বৈঠকে অংশ নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের দুই সংসদীয় নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডেরেক ও'ব্রায়েন। বৈঠকের পরে সংবাদ মাধ্যমের সামনে লোকসভায় দলের নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই যে বলা নেই, কওয়া নেই, ৬ তারিখ বৈঠক ডেকে দেওয়া হল কোনও দলের সঙ্গে আলোচনা না করে, এটা সঠিক নয়। ৬ তারিখ বাবরি মসজিদ দিবস, বি আর আম্বেদকরের মৃত্যু দিবসও। ভোট থাকার জন্য দীর্ঘদিন তাদের (কংগ্রেসের) অনুপস্থিতির জন্য চতুর্থ সভার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। তবু সবার সঙ্গে আলোচনা করে পজিটিভ মনোভাব নিয়ে চতুর্থ সভার আয়োজন করার দরকার ছিল, যেভাবে সভা ডাকা হয়েছে তা ঠিক হয়নি।'

রাজস্থান, ছত্তিশগড় হাতছাড়া হওয়ার পর কংগ্রেসের তড়িঘড়ি জোটের বৈঠক ডাকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। উত্তরবঙ্গে পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি থাকায় ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন মমতা কারণ বৈঠকের ব্যাপারে তাঁকে আগে থেকে জানানো হয়নি। কংগ্রেসের আরও প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক ডাকা উচিত ছিল বলে মনে করেন তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসের হারের পর অবিজেপি জোটের নেতা হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থান জোরাল হবে।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে অখিলেশ যাদবের দলও। মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসকে আসন রফার প্রস্তাব দিয়েছিল সপা। পাঠপত্র সেই প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছিলেন রাজ্যে কংগ্রেসের সেনাপতি কমল নাথ। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, অখিলেশের কথা বাদ দিন। এদিন সেই প্রসঙ্গ টেনে সপা মুখপাত্র মনোজ যাদব কাকা বলেন, 'অখিলেশ যাদব সম্পর্কে কমল নাথ যে শব্দগুলি ব্যবহার করেছিলেন সেটাই কংগ্রেসের হারের কারণ।' তিনি বলেন, 'বিজেপির মতো দলকে হারাতে আমাদের অনেক প্রস্তুতি নিতে হবে। এটা একটা দীর্ঘ লড়াই। আমাদের শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ওদের কৌশলের সঙ্গে লড়ে যেতে হবে।' কংগ্রেস আঞ্চলিক দলগুলিকে গুরুত্ব না দিলে ইন্ডিয়া জোট যে দানাবাঁধবে না তা খোলাখুলি বলেছেন সপা নেতা।

জেডিইউ নেতা কেসি ত্যাগী বলেন, 'কংগ্রেস ইন্ডিয়ার অন্যান্য দলগুলিকে উপেক্ষা করেছে। কিন্তু ওরা নিজেদের ক্ষমতায় জিততে পারছে না।' বিরোধী জোটের শরিকদের কিছু আসন ছেড়ে দিলে মধ্যপ্রদেশের ফল অন্যরকম হত বলে জানিয়েছেন শিবসেনা-ইউবিটি নেতা সঞ্জয় রাউতও। তাঁর সাফ কথা, 'এতদিন ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক ডাকতে চায়নি কংগ্রেস। ওরা সম্ভবত আরও বেশি দরকষাকষির ক্ষমতা পেতে ৫ রাজ্যে ভোটের ফলের জন্য অপেক্ষা করছিল।' ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের মধ্যে মনোমালিন্য না মিটলে বিজেপির বিরুদ্ধে জয় সম্ভব নয় বলে স্বীকার করে নিয়েছেন ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লা।

তাৎপর্যপূর্ণ হল, মুম্বইয়ে ইন্ডিয়া জোটের শেষ বৈঠকে ১ সেপ্টেম্বর স্থির হয়েছিল অবিলম্বে শুরু করতে হবে আসন ভাগাভাগির কাজ। এর পরে ১৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে বৈঠকে বসেছিল ইন্ডিয়া জোটের কো অর্ডিনেশন কমিটির বৈঠক। তারপরেও মূলত কংগ্রেসের 'ধীরে চলো' নীতির কারণেই আসন ভাগাভাগির গোটা বিষয়টি থমকে আছে। এই পরিস্থিতিতে পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফল বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই ইন্ডিয়া জোটের ভিতর থেকে পুনরায় আসন ভাগাভাগির কাজ শেষ করার দাবি উঠছে জোরালো ভাবে।

সোমবার খড়গের সংসদীয় কক্ষে আয়োজিত বৈঠকে বিরোধী শিবিরের তরফে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দ্রুত আসন ভাগাভাগির কাজ শেষ করার দাবিতে সোচ্চার হন তৃণমূল কংগ্রেসের দুই সংসদীয় নেতা, দাবি সূত্রের। শুধু আলোচনা করে কোনও লাভ নেই, অবিলম্বে অ্যাকশনে নামতে হবে, জোড়া ফুল শিবিরের তরফে দলের অবস্থান স্পষ্ট করা হয় এই ভাবেই। পরে এই মর্মে দলের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের ইন্ডিয়া জোটের নীতিতে ১ বনাম ১ প্রার্থী দেওয়ার লক্ষ্যে আমরা যদি ৭০ শতাংশও পৌঁছতে পারি, তাহলে তৃতীয় বারের জন্য মোদী সরকার ক্ষমতায় আসবে না। আমরা নিশ্চিত কংগ্রেসকে তাদের নিজেদের মনোভাব কিছুটা নরম করে, কিছুটা বাস্তবমুখী হয়ে বিরোধী দলদের সঙ্গে নিয়ে সুসংবদ্ধভাবে জোটের মধ্যে মিলেমিশে কাজ করতে হবে।'

ভারী বৃষ্টিতে রাজপথে ভরসা নৌকো... সোমবার চেন্নাইয়ের এক এলাকায়।

ঘূর্ণিঝড় মিচাংয়ের জেরে বানভাসি চেন্নাই, তামিলনাড়ুতে মৃত ৫

চেন্নাই, ৪ ডিসেম্বর : ঘূর্ণিঝড় 'মিচাং'-এর জেরে একটানা বৃষ্টিতে ভেসে গেল তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরির বিস্তীর্ণ এলাকা। রবিবার থেকে শুরু হওয়া ভারী বৃষ্টিতে সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে রাজধানী চেন্নাইয়ের। সেখান থেকে পাঁচজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। ইতিমধ্যে তামিলনাড়ুর উত্তর উপকূলের বিস্তীর্ণ অংশ জলের তলায় চলে গিয়েছে। রবিবার রাত থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত চেন্নাইয়ের বেশ কিছু জায়গায় ২০০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। সোমবার সকাল সাড়ে আটটায় অতিপ্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে মিচাং। মঙ্গলবার রাজ্যে ঘূর্ণিঝড়ের আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকায় মঙ্গলবার রাজ্য জুড়ে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

সেই বৃষ্টির মধ্যেই চেন্নাইয়ের পেরুনগালাতুর এলাকায় রাস্তায় উঠে আসে একটি কুমির। বৃষ্টিভেজা রাস্তায় তাকে ঘুরে বেড়াতে দেখে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এরপরেই বন্যপ্রাণী বিভাগকে খবর দেওয়া হয়। তামিলনাড়ুর বনসচিব সুপ্রিয়া সাহু জানিয়েছেন, 'চেন্নাইয়ের একাধিক জলাশয়ে কয়েকটি মুগার বা মার্শ কুমির রয়েছে। জলাশয় ভেসে যাওয়ায় সম্ভবত ওই কুমিরটি রাস্তায় চলে এসেছে।'

ভারী বৃষ্টির জেরে লাইনে জলে ডুবে যাওয়ায় ৩-৭ ডিসেম্বরের মধ্যে কমপক্ষে ৪০টি আন্তঃরাজ্য ট্রেন বাতিল করেছে দক্ষিণ রেলওয়ে। দুর্যোগ এড়াতে ইতিমধ্যে চেন্নাই থেকে বেঙ্গালুরুগামী অন্তত ৩৩টি বিমানের যাত্রাপথ পালটে দেওয়া হয়। চেন্নাই বিমানবন্দর জলমগ্ন হয়ে সরোবরের মতো হয়ে যাওয়ায় সোমবার সারাদিন তা বন্ধ রাখা হয়। ফলে সোমবার আগামী কয়েকদিন দুর্যোগের কথা মাথায় রেখে চেন্নাই এবং লাগোয়া জেলাগুলিতে সরকারি স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখা হয়েছে। কর্মীদের বাড়ি থেকে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন। চেন্নাইয়ের অধিকাংশ জায়গাতেই নীচু এলাকাগুলিতে জল ঢুকেছে। বেশ কিছু ভিডিওতে দেখা যায়, জলের তোড়ে ভাসছে পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কয়েকটি গাড়ি।

শুধু তামিলনাড়ু নয়, অন্ধ্রপ্রদেশ, কারিকলের বিস্তীর্ণ জায়গাতেও মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের তরফে পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, সোমবার ক্রমশ উত্তর তামিলনাড়ু উপকূল ধরে দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলে পৌঁছোবে ঘূর্ণিঝড়। অন্ধ্রের নেল্লোর এবং মছলিপত্তনমের মধ্যবর্তী এলাকা দিয়ে স্থলভাগে ঢোকার কথা মিচাংয়ের। মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ স্থলভাগে আছড়ে পড়ার কথা সেটির। সেই সময় ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় ৯০ থেকে ১০০ কিলোমিটার।

দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে ইতিমধ্যে পাঁচ হাজার ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে তামিলনাড়ুর ডিএমকে সরকারের পক্ষ থেকে। জলবন্দি মানুষকে উদ্ধার করতে সেনাবাহিনীকে নামানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন নিজে উদ্ধারকাজের বিষয়ে তদারকি করছেন বলে খবর। দুর্যোগের মধ্যে রাজ্যবাসীকে বাড়ি থেকে না বেরোনোর আর্জি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কলকাতার আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, মিচাংয়ের প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। হালকা বৃষ্টি হতে পারে কলকাতা, দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব বর্ধমানেও।

ইন্দিরার প্রাক্তন নিরাপত্তা আধিকারিক মিজোরামের মুখ

আইজল, ৪ ডিসেম্বর : একসময়ে তিনি ছিলেন ইন্দিরা গান্ধির নিরাপত্তার দায়িত্বে। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সেই নিরাপত্তা আধিকারিক লালডুহোমা মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন।

বুথফেরত সমীক্ষাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে তাঁর নেতৃত্বে জোটশক্তি জোরাম পিপলস মুভমেন্ট (জেডপিএম)। সোমবার মিজোরামের ৪০টি আসনের মধ্যে জেডপিএম ২৭টি পেয়েছে। দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আইজলে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসছেন প্রিয়দর্শিনীর প্রাক্তন এই আধিকারিক। প্রাক্তন আইপিএস লালডুহোমা বিধানসভা নির্বাচনে জেডপিএম-এর মুখ্যমন্ত্রীর মুখ ছিলেন।

৭৩ বছর বয়সি লালডুহোমা সের্চিপ আসনে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট (এমএনএফ) -এর জে মালসাওমজুয়ালাকে ২,৯৮২ ভোটে হারিয়ে দিয়েছেন। গত তিন দশকেরও বেশি মিজোরামে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আসছেন দুই প্রবীণ রাজনীতিবিদ-কংগ্রেসের লাল থানহাওলা এবং এমএনএফ-এর জোরামথাঙ্গা। এই প্রথম এক নতুন মুখ আসছে মুখ্যমন্ত্রীর পদে। জেডপিএম জোটের উত্থান তাঁকে ঘিরেই। ২০১৯ সালে জেডপিএম রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছিল। মাত্র চার বছরের মধ্যে সেই জোট ক্ষমতার কুর্সিতে এল।

ইন্দিরার নিরাপত্তা পরিষদ থেকে ইস্তফা দিয়ে লালডুহোমা প্রথম বিধানসভা নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন কংগ্রেসের টিকিটে ১৯৮৪ সালে। সেবার তিনি হেরে গিয়েছিলেন পিপলস কনফারেন্স পার্টির প্রার্থী লালমিংথাঙ্গার কাছে। আইনসভার বিরোধী নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সময় দলত্যাগ বিরোধী আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে তাঁকে বিধানসভার সদস্য হিসেবে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল।

জোরামের উত্থানে ধরাশায়ী জোরাম

মিজোরামে পালাবদল

লালডুহোমাকে জয়ের শুভেচ্ছা কর্মীদের। সোমবার আইজলে।

আইজল, ৪ ডিসেম্বর : রাজস্থান, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানার পথেই প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার শরিক হল মিজোরাম। উত্তর-পূর্বের রাজ্যে ক্ষমতাসীন মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট (এমএনএফ)-কে পর্যুদস্ত করেছে ৬টি আঞ্চলিক দলের জোট জোরাম পিপলস মুভমেন্ট (জেডপিএম)। সোমবার প্রকাশিত বিধানসভা ভোটের ফলাফল বলছে, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির প্রাক্তন নিরাপত্তা আধিকারিক লালডুহোমার নেতৃত্বাধীন জেডপিএমের দখলে গিয়েছে ২৭টি আসন। বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গার দল এমএনএফ জিতেছে ১০টি কেন্দ্রে। বিজেপি প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন ২টি আসনে। একটি মাত্র আসন জিতে কোনওমতে মুখরক্ষা করেছে কংগ্রেস।

অধিকাংশ প্রাক নির্বাচনি জনমত সমীক্ষায় জেডপিএমের বড় জয়ের ইঙ্গিত মিলেছিল। তবে এমএনএফ, কংগ্রেস ও বিজেপির সঙ্গে জেডপিএমের চতুর্মুখী লড়াইয়ে বিধানসভা ত্রিশঙ্কু হতে পারে বলে মনে করেছিলেন ভোট বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ। এদিন গণনার শুরুতে জেডপিএম ও এমএনএফের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইঙ্গিত মিলেছিল। একসময় কংগ্রেস প্রার্থীরাও এগিয়ে গিয়েছিলেন ১০টি আসনে। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমীকরণ বদলাতে থাকে। বিরোধীদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যায় ৬ দলের জোট। খোদ মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা নিজের আইজল পূর্ব-১ কেন্দ্রে জেডপিএম প্রার্থী লালথাংসাঙ্গার কাছে ২,১০১ ভোটে পরাজিত হয়েছেন। হেরেছেন উপমুখ্যমন্ত্রী তাউনলুইয়া টুংচনও। জেডপিএমের ডব্লিউ চুয়ানাউয়ারের কাছে ৯০৯ ভোটে পরাজিত হয়েছেন তিনি। শাসক দলের অধিকাংশ মন্ত্রীও বিধায়কপদ ধরে রাখতে ব্যর্থ। স্বাস্থ্যমন্ত্রী আর লাংথাংলিয়ানাকে দক্ষিণ তুইপুই কেন্দ্রে পরাজিত করেছেন জেডপিএম প্রার্থী তথা প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার জেজে লালপেকলুয়ার। দীর্ঘদিন মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলে খেলা জেজে ১৩৫ ভোটে হেভিওয়েট এমএনএফ-মন্ত্রীকে হারিয়ে দিয়েছেন।

জয় পেয়েছেন লালডুহোমা। সের্চিপ আসনে এমএনএফ প্রার্থী জে মালসাওমজুয়ালা ভানচাওংকে ২,৯৮২ ভোটের ব্যবধানে পরাস্ত করেছেন এই প্রাক্তন আইপিএস। জয়ের পর দৃশ্যতই খুশি লালডুহোমা জানিয়েছেন, মঙ্গল বা বুধবার তিনি রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে সরকার গঠনের দাবি জানাবেন। তাঁর কথায়, 'এই ফলাফলে অবাক হইনি। যা আশা করেছিলাম সেটাই ঘটেছে।' ১৯৮৭-তে স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার পর থেকে মিজোরামে পালা করে ক্ষমতায় এসেছে কংগ্রেস ও এমএনএফ।

মিজোরাম

মোট আসন	৪০
দল	ফলাফল
জেডপিএম	২৭
এমএনএফ	১০
বিজেপি	২
কংগ্রেস	১
অন্যান্য	০

কয়েকবছর ধরে চেষ্টা করেও এখানে ভিত শক্ত করতে পারেনি বিজেপি। এই প্রথম রাজ্যে তৃতীয় কোনও রাজনৈতিক শক্তি সরকার গঠন করতে চলেছে।

মণিপুরে মেইতেই-কুকি সংঘাতের আবহে মিজোরামের ভোট সব দলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জোরামথাঙ্গা চিন-কুকি-জো উপজাতিদের হয়ে জোরাল সওয়াল করেছিলেন। প্রচারে এমএনএফকে উপজাতিদের প্রতিনিধিত্বকারী দল হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেন তিনি। জেডপিএম অবশ্য শুরু থেকে রাজ্য সরকারের দুর্নীতি, স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলে জনতার দরবারে গিয়েছিল। ভোটের ফল বলছে জোরামথাঙ্গা সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ জনমানসে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

এমএনএফ ও জেডপিএমের মেরুকরণে রাজ্যে প্রান্তীয় শক্তিতে পরিণত হয়েছে কংগ্রেস। বরং বিজেপি কিছুটা জমি রক্ষা করতে পেরেছে। এনডিএ জোটের শরিক হলেও মিজোরামে এবার আলাদাভাবে লড়াই করেছিল বিজেপি ও এমএনএফ। দু'দলই হেরে যাওয়ায় বর্তমানে মিজোরাম উত্তর-পূর্বের একমাত্র রাজ্য যেখানে অবিজেপি জোট সরকার গঠন করতে চলেছে।

মণিপুরের গ্রামে সংঘর্ষের পর ১৩ জনের দেহ উদ্ধার

ইম্ফল, ৪ ডিসেম্বর : আবার অশান্ত মণিপুর। সোমবার রাতে উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যের তেংনুপাল জেলার সাইবলের কাছে লেইথু গ্রামে সংঘর্ষ শুরু হয়। গোলাগুলির খবর পেয়ে অভিযানে নামে অসম রাইফেলস। এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে ১৩টি দেহ উদ্ধার করে তারা। মৃতদের পরিচয় এখনও মেলেনি। নিরাপত্তাবাহিনী সূত্রে খবর, ঘটনাস্থল থেকে কোনও অস্ত্র মেলেনি। কারা গুলি চালিয়েছে, স্পষ্ট নয়। মৃতরা স্থানীয় বাসিন্দা নন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। একদিন আগেই কয়েকটি জায়গা ছাড়া রাজ্যে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা চালু হয়। তারপরেই প্রকাশ্যে এল এই ঘটনা।

সাম্প্রতিক অতীতে তেংনুপালে কোনও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেনি। গত মে মাস থেকে মেইতেই এবং কুকি জনজাতির সংঘর্ষে উত্তপ্ত মণিপুরের ইম্ফল সহ আশপাশের উপত্যকা। সেই সংঘর্ষের প্রভাবও পড়েনি এই তেংনুপালে। গত ৩ ডিসেম্বর ভারত সরকার এবং মেইতেই জঙ্গি সংগঠন ইউএনএলএফ (পাম্বেই)-এর মধ্যে শান্তিচুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে এই তেংনুপালের কুকি-জো. জনজাতির লোকজন। লেইথু থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে সাইবলে অসম রাইফেলস বাহিনীকে লক্ষ্য করে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে।

রবিবারই কিছু অংশ ব্যতীত গোটা মণিপুরে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা চালু করেছে সরকার। ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত চালু থাকবে পরিষেবা। নির্দেশিকা দিয়ে সরকার জানিয়েছে, 'রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার উন্নতি হচ্ছে। মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা না থাকায় সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ। এসব কথা বিবেচনা করেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল।'

৩ মে থেকে মণিপুরে দুই জনজাতির সংঘর্ষে এ পর্যন্ত মারা গিয়েছেন কমপক্ষে ১৮২ জন। ভিটে হারিয়েছেন প্রায় ৫০ হাজার মানুষ। রাজ্যের জনসংখ্যার ৫৩ শতাংশ মেইতেই। তারা থাকে মূলত ইম্ফল উপত্যকায়। বাকি ৪০ শতাংশ কুকি, যারা থাকে পার্বত্য এলাকায়। মেইতেইদের তপশিলি উপজাতির স্বীকৃতি দেওয়া নিয়ে শুরু হয় সংঘর্ষ।

হাসিমুখে সংসদ প্রাঙ্গণে মহুয়া মৈত্র। সোমবার নয়াদিল্লিতে।

মহুয়ার বিরুদ্ধে সংসদে জমা পড়ল না এথিকস কমিটির রিপোর্ট

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : কাজের তালিকায় নাম থাকলেও সোমবার লোকসভায় জমা পড়ল না সাংসদ মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে এথিকস কমিটির রিপোর্ট। কী কারণে সোমবার ওই রিপোর্ট সংসদে জমা দেওয়া হল না, তা অবশ্য স্পষ্ট নয়।

টাকার বিনিময়ে সংসদে প্রশ্ন তোলার অভিযোগ ওঠে সাংসদ মহুয়ার বিরুদ্ধে গঠিত হয় এথিকস কমিটি। সোমবারই মহুয়ার বিষয়ে সংসদে রিপোর্ট পেশ করার কথা ছিল। এজন্য অধিবেশনে কাজের তালিকায় ৫ নম্বরে ছিল এই তদন্তের বিষয়টি। তবে শেষ পর্যন্ত এদিন তা পেশ করা হয়নি। তবে এনিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

সোমবার অধিবেশন শুরুর আগে কংগ্রেসের বৈঠকে মহুয়া বিষয়ে 'আক্রমণাত্মক অবস্থান' নেওয়া হয়। সূত্রের খবর, এরপরই মহুয়ার বিষয়ে আপাতত 'ধীরে চলো' নীতি নেয় বিজেপি। বৃহস্পতিবার লোকসভায় রিপোর্টটি পেশ করা হতে পারে।

বিজেপি সাংসদ সঞ্জয় জয়সওয়াল বলেন, 'এতে এতটা খুশি হওয়ার কিছু নেই। আজ ওঠেনি বলে কাল উঠবে না তার কী গ্যারান্টি? রবিবার তিন রাজ্যে জয়ের পর সারা দেশে বিজয়োৎসব চলছে। সেই কারণেই হয়তো এদিন কোনও অপ্রীতিকর পদক্ষেপ করা হল না।' মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে অভিযোগকারী সাংসদ নিশিকান্ত দুবের কথায়, 'জানি না এথিকস কমিটির রিপোর্টে কী প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আগে ওই রিপোর্ট সংসদে পেশ হোক। তারপরই যা বলার বলব।'

লোকসভার বিরোধী দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরি বলেন, 'মহুয়ার বহিষ্কারের প্রসঙ্গ উঠলে আমরা অবশ্যই তার বিরোধিতা করব। কী করে এথিকস রিপোর্ট মিডিয়ায় ফাঁস হল সেটা জানাও জরুরি।'

বসপা সাংসদ দানিশ আলির বক্তব্য, 'এথিকস কমিটির রিপোর্ট সংসদীয় আইন লঙ্ঘন করেছে। এই নিয়ে চিঠি দিলেও উত্তর দেয়নি'

কী বলছেন মহুয়া মৈত্র? তাঁর সাফ কথা, 'আমি তো চাই ওরা রিপোর্ট আনুক, তারপর বাকিটা আমি বুঝে নেব। তবে কোনওভাবেই আপস করব না।'

রাঘব চাড্ডার সাসপেনশন প্রত্যাহার

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : ১১৫ দিন পর অবশেষে স্বস্তি মিলল আম আদমি পার্টির তরুণ সাংসদ রাঘব চাড্ডার। তাঁর বিরুদ্ধে সাসপেনশনের নির্দেশ প্রত্যাহার করল রাজ্যসভা। সোমবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই রাঘবের সাসপেনশন অর্ডার তুলে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকর। মঙ্গলবার থেকেই রাঘবকে সংসদের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

সোমবার সাসপেনশন প্রত্যাহার হওয়ায় সুপ্রিম কোর্ট ও রাজ্যসভার চেয়ারম্যানকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন রাঘব। তিনি বলেন, '১১ অগাস্ট আমি রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড হয়েছিলাম। ওই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে আবেদন করেছিলাম সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্ট সেই আবেদন গ্রহণ করেছিল এবং আজ ১১৫ দিন পর আমার সাসপেনশন প্রত্যাহার করা হল। আমি খুশি। এর জন্য সুপ্রিম কোর্ট এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

দিল্লি অর্ডিন্যান্স বিল নিয়ে একটি প্রস্তাবে পাঁচ সাংসদের স্বাক্ষর নকল করার অভিযোগ উঠেছিল রাঘব চাড্ডার বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য বিষয়টি পাঠানো হয়েছিল রাজ্যসভার প্রিভিলেজ কমিটিতে। এরপরই যতদিন না প্রিভিলেজ কমিটি তাদের রিপোর্ট জমা দিচ্ছে, ততদিন রাঘব রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড থাকবেন বলে জানানো হয়।

নিহত ২ পাইলট

হায়দরাবাদ, ৪ ডিসেম্বর : প্রশিক্ষণ চলাকালীন বায়ুসেনার বিমান ভেঙে পড়ল। নিহত হলেন বিমানবাহিনীর এক প্রশিক্ষক ও শিক্ষানবিশি পাইলট। এই ঘটনায় কোনও অসামরিক ব্যক্তি মারা যাননি। কোনও সম্পত্তিরও ক্ষতি হয়নি। প্রশিক্ষণের কাজে যুক্ত বিমানটি হায়দরাবাদের এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমি থেকে উড়েছিল।

সোমবার তেলেঙ্গানার মেডাক জেলার ডুন্ডিগালে রুটিন মাফিক উড়ানের প্রশিক্ষণ চলাকালীন বিমানবাহিনীর একটি বিমান ভেঙে পড়ে। দুর্ঘটনার কারণ জানা যায়নি। ভারতীয় বিমানবাহিনী ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, তিনি মর্মাহত। দুই পাইলটের জীবনহানির খবর অত্যন্ত দুঃখজনক। শোকসন্তপ্ত দুই পরিবারের প্রতি তাঁর সমবেদনার কথাও উল্লেখ করেছেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী।

পদ্ম ঝড়ে সর্বকালীন সেরা উচ্চতায় শেয়ার বাজারও

মুম্বই ও নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : সব রেকর্ড ভেঙে দিয়ে নয়া শিখরে পৌঁছোল শেয়ার সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। পাঁচরাজ্যের বিধানসভা ভোটে বিজেপির ভালো ফলে উজ্জীবিত শেয়ার বাজার। এই উত্থানের গতি আগামী দিনেও বজায় থাকবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

সপ্তাহের প্রথম দিনে সেনসেক্স ১২১৮.৩৩ পয়েন্ট (১.৮১ শতাংশ) বেড়ে ৬৮৬৯৯.৫২ পয়েন্টে পৌঁছেছে। একসময়ে সেনসেক্স পৌঁছে গিয়েছিল ৬৮৯১৮.২২ পয়েন্টে। যা সেনসেক্সের সর্বকালীন সেরা উচ্চতা। একইভাবে নিফটি ৩৭৪.৮০ পয়েন্ট (১.৮৫ শতাংশ) উঠে ২০৬৪২.৭০ পয়েন্টে পৌঁছেছে। লেনদেন চলাকালীন নিফটি ২০৭০২.৬৫ পয়েন্টে পৌঁছে নয়া নজির তৈরি করেছে। গত সপ্তাহের শুক্রবার সর্বোচ্চ উচ্চতার নয়া রেকর্ড তৈরি করেছিল নিফটি। সেই রেকর্ড আরও উঁচুতে আজ নিয়ে গেল ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের এই সূচক। ২০২২-এর অক্টোবরের পর এই প্রথম একদিনে দুই সূচকের এত বড় উত্থান।

পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছে। এর মধ্যে বড় তিন রাজ্যের ক্ষমতা থাকল বিজেপির হাতে। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে এই জয়

আরও শক্তিশালী করল বিজেপিকে। যা লগ্নিকারীদের লগ্নি করতে উৎসাহিত করেছে। এছাড়াও বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলির ফের ভারতীয় শেয়ার বাজারে লগ্নি, আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৮০ ডলারের নীচে নেমে আসা, মার্কিন ট্রেজারি ইল্ডের দাম কমা ইত্যাদি বিষয়গুলিও শেয়ার বাজারের উত্থানে বড় ভূমিকা নিয়েছে।

আজ যেসব সংস্থার শেয়ারদর উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে তার মধ্যে অন্যতম এসবিআই, আইসিআইসিআই ব্যাংক, এল অ্যান্ড টি, এনটিপিসি, এয়ারটেল ইত্যাদি। আজ আদানি গোষ্ঠীভুক্ত সংস্থাগুলির শেয়ারদরও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে-আদানি এন্টারপ্রাইজ, আদানি পোর্ট, আদানি এনার্জি সলিউশন, আদানি গ্রিন এনার্জি ইত্যাদি।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, সূচকের এই স্বপ্নের দৌড় আগামী লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত চলতে পারে। এই সপ্তাহের শেষে ঋণনীতির পর্যালোচনায় বসবে রিজার্ভ ব্যাংক। এখন সেই দিকেই নজর লগ্নিকারীদের। বড় কোনও অঘটন না ঘটলে সেনসেক্স ৭০ হাজার এবং নিফটি ২১ হাজারের গণ্ডি খুব শীঘ্রই পেরিয়ে যাবে বলে মনে করছেন বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞই।

১৬০ নিয়ে জয় সহজ নয়, দাবি স্কাইয়ের

সূর্যর কথা শেষ ওভারে চাপ কমিয়ে দেয় : অর্শদীপ

বেঙ্গালুরু, ৪ ডিসেম্বর : অধিনায়ক হিসেবে প্রথম সিরিজ।

তরুণ ব্রিগেডকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে ৪-১ ব্যবধানে গুঁড়িয়ে দেওয়া। উত্তেজক পরিস্থিতিতেও টেক্কা দিয়ে বাজিমাত করা। যদিও স্মরণীয় সিরিজ জয়ের পরও ট্রফিটা তুলে দিলেন রিঙ্কু সিং, জিতেশ শর্মার মতো তরুণদের হাতে।

সিরিজে আগামীর ভাবনা অগ্রাধিকার পেয়েছে। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের ভাবনাতেও তারই প্রতিফলন। ট্রফি নিয়ে ডেকে নিলেন সাপোর্ট স্টাফদেরও। বোঝালেন, দলগত ঐক্যই সাফল্যের মূল বুনিয়াদ।

শেষ কয়েকটা ম্যাচে নিজে রান পাননি। কিন্তু সর্বক্ষণ দলকে সাহস জুগিয়েছেন। চতুর্থ ম্যাচে ১৭৪ রানের পুঁজি নিয়ে জয়। রবিবার হাল না ছাড়ার মানসিকতাতে ১৬০-এই বাজিমাত। অজি ইনিংসের দশ ওভারের মাথাতেও সূর্যর দাবি ছিল, তারা ম্যাচে আছেন। সতীর্থদের সেটাই বুঝিয়েছেন।

সূর্য জানান, দারুণ সিরিজ গেল। দলের ছেলেরা যেভাবে তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে তা প্রশংসনীয়। ভয়ডরহীন ক্রিকেট মন্ত্র ছিল দলের। অধিনায়ক হিসেবে চেয়েছিলেন সবাই সিরিজটা উপভোগ করুক। দলের প্রত্যেকের যে মেজাজে বাড়তি তৃপ্তি দিয়েছে।

জাতীয় দল, আইপিএলের সুবাদে বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে খেলার ভালোমতোই অভিজ্ঞতা রয়েছে সূর্যর। জানেন, চিন্নাস্বামীকে ২০০ রানের পুঁজি নিয়েও জেতা সহজ নয়। স্কাইয়ের মতে, হাল ছাড়েননি কখনও। ১০ ওভারের পর সবাইকে বলেও দেন, জয়ের সুযোগ রয়েছে। মুকেশ কুমার, অর্শদীপরা যার সফল বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে ডেথ ওভারে।

স্নায়ুর চাপ সামলে শেষ ওভারে ভারতের জয় আনার পর অর্শদীপ সিংকে অভিনন্দন রিঙ্কু সিং ও রবি বিষ্ণোইয়ের। রবিবার বেঙ্গালুরুতে।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, লোকেশ রাহুল, রবীন্দ্র জাদেজা সহ সিনিয়ার দলের বেশিরভাগ সদস্য নেই। কিন্তু তারুণ্যের জোশে বৈতরণি পার। পঞ্চম ম্যাচে সর্বাধিক স্কোরার শ্রেয়স আইয়ারের কথায়, তিনি সবথেকে খুশি, দলের প্রত্যেকে যেভাবে নিজের সেরাটা মেলে ধরেছে। মুগ্ধ প্রথম ম্যাচ থেকেই আগ্রাসী ব্যাটিং দেখে।

নিজের ইনিংস সম্পর্কে আইয়ার বলেছেন, 'দ্রুত উইকেট হারানোর পর লক্ষ্য ছিল একটা উপযুক্ত স্কোর করা। বুঝতে পারছিলাম, এই উইকেটে ব্যাটিং সহজ হবে না। ঠিক করি পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাটিং করব। শুরুতে চার উইকেট খোয়ানোর পর ১৬০ স্কোরে পৌঁছোনো ভালো প্রচেষ্টা। বোলাররা দুর্দান্ত কাজ করল। অন্তিম ওভারে অর্শদীপ নিজেকে অসম্ভব শান্ত রাখল। সবমিলিয়ে দুর্দান্ত পারফরমেন্স। দারুণ জয়।'

৪-১ ব্যবধানে হারটা হজম হচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক ম্যাথু ওয়েডের। সদ্য ওডিআই বিশ্বকাপ জিতেছেন ভারতের মাটিতে। সেই দলের একঝাঁক ক্রিকেটার না থাকলেও, তরুণ ভারতের বিরুদ্ধে আরও কিছুটা লড়াই আশা করেছিলেন। ওয়েডের মতে, স্কোরলাইন ৩-২ হলে ঠিকঠাক হত।

ভারতকে ১৬০ রানে বেঁধে রাখার পর আশাবাদীও ছিলেন। অজি অধিনায়ক বলেও দেন, 'সিরিজের ফলাফল ৩-২ বলে ভালো হত। এদিন আশানুরূপ বোলিংও করেছি আমরা। ১৬০ তাড়া করতে অসুবিধা হবে না ভেবেছিলাম। কিন্তু শেষ ৫-৬ ওভারে সব গণ্ডগোল হয়ে গেল।'

হারের মঞ্চেই আগামীতে চোখ ওয়েডের। বলেছেন, 'টি২০ বিশ্বকাপ রয়েছে সামনে। নজর দিতে হবে লোয়ার অর্ডার ব্যাটিংয়ের। টিম ডেভিড, মার্কাস স্টোয়িনিসকে নিয়ে দায়িত্ব নিতে হবে আমাকেও। পুরোদস্তুর প্রস্তুতি নিয়েই বিশ্বকাপে নামতে চাই। আপাতত সেটাই মূল টার্গেট।'

মুকেশ, অক্ষরের পাশে নায়ক অর্শদীপও। অন্তিম ওভারে তিন রান দিয়ে ওয়েডের উইকেট। অর্শদীপের কথায়, 'শুরুতে ভালো বোলিং হয়নি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, আর একটা সুযোগ দাও। মুখ তুলে চেয়েছেন। আমার ওপর বিশ্বাস রাখায় ধন্যবাদ দলের সবাইকে। শেষ ওভারের আগে সূর্যও বলেছেন, 'এই রকম পরিস্থিতি ব্যাটারদের পক্ষেই থাকে। তোমার চাপ নেওয়ার কিছু নেই। যা ঘটার ঘটুক। তোমার বলটা তুমি করো।' ওর কথাগুলি আমার চাপ কমিয়ে দেয়।'

সাদা বলের জোড়া সিরিজে নেই বাভুমা-রাবাদা

জোহানেসবার্গ, ৪ ডিসেম্বর : আসন্ন ভারত সিরিজের দল ঘোষণা করল দক্ষিণ আফ্রিকা। দল নির্বাচনে ভারতের পথেই হাঁটল প্রোটিয়া নির্বাচকরাও। সাদা বলের ফরম্যাটে অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা সহ একাধিক সিনিয়ার ক্রিকেটারদের বিশ্রাম দিল তাঁরা।

ভারতের তিন সিরিজের পূর্ণাঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকা সফর শুরু হচ্ছে ১০ ডিসেম্বর। প্রথমে তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজ। তারপর ওডিআই (১৭ ডিসেম্বর শুরু) এবং সবশেষে দুই ম্যাচের টেস্ট টক্কর (২৬ ডিসেম্বর থেকে)। টি২০ এবং ওডিআই, রঙিন দুই ফরম্যাটে তারুণ্য প্রাধান্য পেয়েছে।

সাদা বলের জোড়া সিরিজে নেই বাভুমার সঙ্গে রাবাদাও। বিশ্বকাপে দল সেমিফাইনালে উঠলেও, দুইজনেই ব্যর্থ নিজেদের সুনামের প্রতি সুবিচার করতে। বিশ্রামের কথা বলা হলেও, ভবিষ্যতের কথা ভেবে তরুণদের প্রাধান্য দেওয়ার ভাবনা অস্বীকার করা যাচ্ছে না।

টি২০ এবং ওডিআই, দুই সিরিজেই নেতৃত্বে দেবেন আইডেন মার্করাম। টেস্ট সিরিজে ফিরবেন বাভুমারা। টেস্টের কথা মাথায় রেখে জেরাল্ড কোয়েৎজে, মার্কো জানসেন, লুঙ্গি এনগিডিকে রাখা হয়নি ওডিআই টক্করে। পরিবর্তে ত্রয়ী ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির ম্যাচে টেস্টের প্রস্তুতি নেবেন।

দল ঘোষণার পর হেডকোচ রব ওয়াল্টার জানিয়েছেন, আইসিসি বিশ্বকাপ সহ সাম্প্রতিক ছন্দটা ভারতের বিরুদ্ধেও হোম সিরিজে ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর তারা। আগামীর ভাবনায় কোর গ্রুপ তৈরিও অগ্রাধিকার পাবে। আসন্ন গ্রীষ্মে ব্যস্ত ক্রীড়াসূচি রয়েছে। সবাইকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলানো হবে।

প্রথমবার জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন অলরাউন্ডার মিহলালি মোঙ্গওয়ানা, ব্যাটার ডেভিড বেডিংহাম, ফাস্ট বোলার নান্দ্রে বার্জার। এরমধ্যে তিন ফরম্যাটেই রয়েছেন ২৮ বছরের বার্জার। কোচ ওয়াল্টারের বিশ্বাস, জাতীয় দলের জার্সিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও ছাপ রাখবেন নবাগতরা।

টেস্ট দলের কোচ সুকরি কনরাড আশাবাদী হোম সিরিজে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সাফল্যের ধারা বজায় রাখতে তারা সক্ষম হবেন। বলেছেন, '২০২৩-'২৫ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্গত এই সিরিজ। বাড়তি গুরুত্ব থাকবে। ভারত বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দল। তাই ভালো শুরুটা গুরুত্বপূর্ণ। আশাবাদী, ভারতের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে গর্বের রেকর্ড বজায় থাকবে।'

ভারতের বিরুদ্ধে দল ঘোষণা

ভারতের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজে জায়গা হল না কুইন্টন ডি ককের।

টি২০ দল ঃ আইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), ওটনিল বার্টম্যান, ম্যাথু ব্রিৎজে, নান্দ্রে বার্জার, জেরাল্ড কোয়েৎজে (প্রথম দুই ম্যাচ), ডোনোভান ফেরেইরা, রেজা হেনড্রিক্স, মার্কো জানসেন (প্রথম দুই ম্যাচ), হেনরিচ ক্লাসেন, কেশব মহারাজ, ডেভিড মিলার, লুঙ্গি এনগিডি (প্রথম দুই ম্যাচ), আন্দিলে ফেহলুকায়ো, তাবরেইজ শামসি, ট্রিস্টান স্টাবস ও লিজাড উইলিয়ামস।

ওডিআই দল ঃ আইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), ওটনিল বার্টম্যান, নান্দ্রে বার্জার, টনি ডি জর্জি, রেজা হেনড্রিক্স, হেনরিচ ক্লাসেন, কেশব মহারাজ, মিহলালি মোঙ্গওয়ানা, ডেভিড মিলার, উইয়ান মুল্ডার, আন্দিলে ফেহলুকায়ো, তাবরেইজ শামসি, রাসি ভ্যান ডার ডুসেন, কাইল ভেরেইনি ও লিজার্ড উইলিয়ামস।

টেস্ট দল ঃ টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), ডেভিড বেডিংহাম, নান্দ্রে বার্জার, জেরাল্ড কোয়েৎজে, টনি ডি জর্জি, ডিন এলগার, মার্কো জানসেন, কেশব মহারাজ, আইডেন মার্করাম, উইয়ান মুল্ডার, লুঙ্গি এনগিডি, কিগান পিটারসেন, কাগিসো রাবাদা, ট্রিস্টান স্টাবস, কাইল ভেরেইনি।

বলের গতি বাড়াতে বুমরাহকে পরামর্শ নীরজের

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : বর্তমান অলিম্পিক ও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নীরজ চোপড়া বলেছেন, জসপ্রীত বুমরাহ তাঁর প্রিয় ফাস্ট বোলার। এছাড়া দেশের প্রভাবশালী অ্যাথলিটদের মধ্যে অন্যতম নীরজ মনে করছেন, একটি ছোট পরিবর্তনেই বলের গতি আরও বাড়াতে পারবেন বুমরাহ। তিনি বলেছেন, 'আমি মনে করি বোলিংয়ের রানআপ একটু লম্বা করলেই আরও গতি পাবেন বুমরাহ। একজন জ্যাভলিন থ্রোয়ার হিসেবে আমরা এই বিষয়ে মাঝেমধ্যেই কথা বলে থাকি। তবে আমার তাঁর অ্যাকশন বেশ পছন্দ।'

এছাড়াও নীরজ এদিন ভারতীয় দর্শকদের সামনে কোনও বড় ইভেন্টে নামতে চাওয়ার ইচ্ছার কথা জানান। তিনি বলেছেন, 'আমি চাই ভারত কোনও বড় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করুক। ফেডারেশন অবশ্য সেই চেষ্টাটাই চালাচ্ছে। ভারতের মাটিতে বিদেশি প্রতিপক্ষের বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আমি উন্মুখ।'

দলকে জিতিয়ে মাহি বন্দনা হোপের

নর্থ সাউন্ড, ৪ ডিসেম্বর : চলতি বছরের ওডিআই বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করতে না পারার হতাশা অতীত। নতুন ভোরের অপেক্ষায় ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট। যার সূচনা রবিবার শাই হোপরা তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজের প্রথমটিতে ৪ উইকেটে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে করলেন। ম্যাচ জেতানো অপরাজিত শতরানের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক হোপের মুখে মহেন্দ্র সিং ধোনির বন্দনা।

বিশ্বকাপ ব্যর্থতা ভুলে ইংল্যান্ডও নতুন করে ওডিআই স্কোয়াড গড়েছে। রবিবার টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে তরুণ হ্যারি ব্রুক (৭১), জ্যাক ক্রলি (৪৮), ফিল সল্টদের (৪৫) দাপটে ৩২৫ রান তোলে ইংল্যান্ড। রানতাড়ায় নেমে আলিক আথানাজে (৬৬) ও ব্র্যান্ডন কিংয়ের (৩৫) ১০৪ রানের ওপেনিং পার্টনারশিপ ক্যারিবিয়ানদের জয়ের মঞ্চ গড়ে দেয়। পরে রোমারিও শেফার্ডকে (৪৮) নিয়ে ম্যাচ জিতিয়ে ফেরেন হোপ (৮৩ অপরাজিত ১০৯)। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৪৮.৫ ওভারে ৬ উইকেটে ৩২৬ রান তুলে নেয়।

নিজের দায়িত্বশীল ইনিংসের জন্য ধোনির থেকে পাওয়া পরামর্শকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন হোপ। বলেছেন, 'ধোনি অত্যন্ত বিখ্যাত একজন মানুষ। ওঁর সঙ্গে কিছুদিন আগে কথা হয়েছিল। ধোনি আমাকে বলেছিলেন, বল খেলার জন্য তোমার কাছে প্রচুর সময় থাকে। তুমি যতটা ভাবো তার চেয়েও অনেক বেশি। ধোনির এই উপদেশ আমার মনে গেঁথে গিয়েছে। গতকাল ব্যাটিংয়ের সময় ধোনির টিপস মাথায় রেখেছিলাম। যা কাজে দিয়েছে।'

'বাজবলের আসল পরীক্ষা রোহিতদের বিরুদ্ধেই'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : ব্যাট হাতে তিনি ছিলেন চরম আগ্রাসী। ক্রিকেট পরবর্তী জীবনে কোচ হিসেবেও তাই।

আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের কোচ হিসেবেও তিনি তাঁর আগ্রাসন দেখিয়েছিলেন। কিন্তু সফল হননি। কেকেআর ছেড়ে ইংল্যান্ড টেস্ট দলের কোচের দায়িত্ব পাওয়ার পর বেন স্টোকসদের নিয়ে তিনি তাঁর বাইশ গজে আগ্রাসী ক্রিকেটের নয়া রূপ দেখিয়েছেন দুনিয়াকে। ক্রিকেট সমাজ ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের আগ্রাসনে ভরা ক্রিকেটের নাম দিয়েছে 'বাজবল।' বিলেতে নিজেদের পরিচিত পরিবেশে বাজবল সফলও হয়েছে। একইসঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে, বাজবলই কি টেস্ট ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ?

এমন প্রশ্নের সঠিক জবাব এখনও জানে না ক্রিকেট দুনিয়া। কিন্তু ভারতের মাটিতে জস বাটলার, স্টোকসদের একদিনের বিশ্বকাপে চরম ব্যর্থতার পর উপমহাদেশে বাজবলের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর ও এক বহুজাতিক সংস্থার যৌথ উদ্যোগে লিডারশিপ সামিটের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সোমবার বেঙ্গালুরু হাজির হয়ে ইংল্যান্ড টেস্ট দলের কোচ ম্যাককুলাম নিজেও স্বীকার করে নিয়েছেন, ভারতের মাটিতে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধেই হতে চলেছে বাজবলের আসল পরীক্ষা। আজ দুপুরে এক ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে ব্রেন্ডন নিজেই এই কথা ঘোষণা করে বলেছেন, 'দেশের মাটিতে তিন ধরনের ক্রিকেটেই ভারত কঠিন প্রতিপক্ষ। ওদের বিরুদ্ধে সফল হওয়াটা সহজ নয়। আগামী জানুয়ারিতে ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজের কঠিন চ্যালেঞ্জের জন্য মুখিয়ে রয়েছি আমি।'

আগামী জানুয়ারি মাসে পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলতে ভারতে আসছে ইংল্যান্ড দল। ২৫ জানুয়ারি সিরিজের প্রথম টেস্ট শুরু হায়দরাবাদে। পরে ভাইজাগ, রাজকোট, রাঁচি ও ধরমশালাতেও রয়েছে টেস্ট। রোহিত শর্মার টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের মাটিতে আসন্ন টেস্ট সিরিজই বাজবল স্ট্র্যাটেজির চরম পরীক্ষা হতে চলেছে, স্বীকার করে নিয়েছেন ইংল্যান্ড টেস্ট দলের কোচ। ব্রেন্ডন বলেছেন, 'ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে আমরা নিশ্চিতভাবেই কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে পড়তে চলেছি। আমার বিশ্বাস, বাজবলের আসল পরীক্ষা ভারতের বিরুদ্ধেই হবে। আর সেই চ্যালেঞ্জের জন্য আমরা যতটা সম্ভব তৈরি হয়েই ভারতে আসব।' একদিনের বিশ্বকাপ এখন ইতিহাস। বিশ্বকাপ শেষে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজও শেষ হয়ে গিয়েছে।

টিম ইন্ডিয়া এখন আফ্রিকান সাফারির মেজাজে। ১০ ডিসেম্বর নেলসন ম্যান্ডেলার দেশে টিম ইন্ডিয়ার সিরিজ শুরু হয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফেরার পর ঘরের মাটিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজ রয়েছে রোহিতদের জন্য। আর সেই সিরিজের পরই রয়েছে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। ফলে প্রস্তুতির জন্য এখনও দুই দলের কাছেই পর্যাপ্ত সময় রয়েছে। কিন্তু তারপরও ইংল্যান্ড টেস্ট দলের কোচ ম্যাককুলাম তাঁর দলকে সতর্ক করে দিয়েছেন। ম্যাককুলামের কথায়, 'ভারত বরাবরই ঘরের মাঠে কঠিন প্রতিপক্ষ। তাছাড়া ভারতের মতো বিশাল দেশের বিভিন্ন শহরের পরিবেশ, মাঠ-সবই আলাদা। টানা ক্রিকেটের ধকল নেওয়ার পাশে বিভিন্ন শহরের ভিন্ন পিচে খেলার চ্যালেঞ্জ সামলানো সহজ কাজের মধ্যে পড়ে না। ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্টের দিকে প্রবল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রয়েছি আমিও।'

ম্যাককুলামের সরল স্বীকারোক্তি

ভারত বরাবরই ঘরের মাঠে কঠিন প্রতিপক্ষ। তাছাড়া ভারতের মতো বিশাল দেশের বিভিন্ন শহরের পরিবেশ, মাঠ-সবই আলাদা। টানা ক্রিকেটের ধকল নেওয়ার পাশে বিভিন্ন শহরের ভিন্ন পিচে খেলার চ্যালেঞ্জ সামলানো সহজ কাজের মধ্যে পড়ে না।

-ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম

ইস্টার্ন ক্যারিবিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক কিংবদন্তি ভিভিয়ান রিচার্ডসের ছবি বসানো নতুন দুই ডলারের নোট বাজারে আনল। ব্যাংকের ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এই উপহার তাদের।

জনসনের কটাক্ষ অজি ওপেনারকে

ওয়ার্নারের পাশে খোয়াজা-বেইলি

মেলবোর্ন, ৪ ডিসেম্বর : বিদায়ি টেস্ট সিরিজের জন্য তৈরি হচ্ছেন ডেভিড ওয়ার্নার। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন তিন ম্যাচের মাধ্যমে তারকা ওপেনারের জন্য অবসরের মঞ্চ সাজিয়ে দিয়েছে। কিন্তু প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান পেসার মিচেল জনসন গতকাল জানিয়েছিলেন, স্যান্ডপেপার গেট কেলেঙ্কারিতে যুক্ত ওয়ার্নারের জন্য বিদায়ি সিরিজের কোনও প্রয়োজনই নেই। জনসনের সমালোচনা করে ওয়ার্নারের পাশে দাঁড়ালেন তাঁর ওপেনিং পার্টনার উসমান খোয়াজা ও ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচকমণ্ডলীর প্রধান জর্জ বেইলি।

খোয়াজা বলেছেন, 'ওয়ার্নার ও স্টিভেন স্মিথ আমাদের হিরো। স্যান্ডপেপার কাণ্ডের জন্য ওয়ার্নার একবছর নির্বাসনে ছিল। নিজের কৃতকর্মের শাস্তি ওয়ার্নার ইতিমধ্যেই পেয়েছে। কেউ নিখুঁত নয়। মিচেল জনসনও না। একবছর ক্রিকেট থেকে দূরে থাকা সহজ কাজ নয়। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটে ওয়ার্নার, স্মিথের অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।' বেইলির কথায়, 'নিরপেক্ষভাবে দল নির্বাচন করা হয়েছে। কারোর অতীত বিচার করা আমাদের কাজ নয়। আমি জনসনের সঙ্গে একমত হতে পারছি না। জনসনের মন্তব্যের কিছু অংশ ওয়ার্নারকে পাঠিয়েছি। আশা করি এসব ওর খেলায় প্রভাব ফেলবে না।'

অতিরিক্ত ব্যাটার খেলানোর ভাবনা বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : ৫ ম্যাচে পয়েন্ট ১৬। চলতি বিজয় হাজারে ট্রফির গ্রুপ 'ই'-র শীর্ষস্থানে রয়েছে বাংলা।

কিন্তু তারপরও স্বস্তি নেই। আগামীকাল সৈয়দ মুস্তাক আলি জয়ী পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলতে নামার আগে রীতিমতো সতর্ক ও সাবধানি বাংলা দল। আজ সন্ধ্যার দিকে মুম্বইয়ের সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে পুজো দিয়ে হোটেলে ফেরার সময় কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার সঙ্গে যোগাযোগ করতেই তাঁর গলায় ধরা পড়ল বাড়তি সতর্কতা। বলে দিলেন, 'আগামীকাল আমাদের জিততেই হবে। পাঞ্জাব ভালো দল ঠিকই। কিন্তু আমরা শেষ কয়েকটি ম্যাচে যে ক্রিকেট খেলেছি, সেটা চালিয়ে যেতে পারলে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।'

পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে দায়িত্ব নিতে তৈরি অধিনায়ক সুদীপ ঘরামি, মহম্মদ কাইফরা।

সমস্যা অবশ্য তারপরও থাকছে। আগামীকাল পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের থানের মাঠে বাংলা হেরে গেলে বিজয় হাজারে ট্রফির নক আউটে যাওয়ার পথে চলে আসবে অঙ্কের জটিল সমীকরণ। তাই টিম বাংলা কোনও ঝুঁকির পথে যেতে রাজি নয়। এমন সতর্কতার অংশ হিসেবে কাল কোনও এক জোরে বোলারকে বসিয়ে অতিরিক্ত ব্যাটার খেলানোর ভাবনা রয়েছে বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্টের। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'গ্রুপের শেষ ম্যাচে আমাদের জিততেই হবে পরিস্থিতি রয়েছে। তাই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আমরা অতিরিক্ত ব্যাটার ও একজন বেশি স্পিনার খেলানোর কথা ভাবছি। দেখা যাক কী হয়। সিদ্ধান্ত এখনও চূড়ান্ত হয়নি।'

অভিষেক শর্মা, মনদীপ সিং, সিদ্ধার্থ কল, মায়াঙ্ক মার্কান্ডে-দিন কয়েক আগে সৈয়দ মুস্তাক আলি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়া পাঞ্জাব দলে সর্বভারতীয় ক্রিকেটের বহু চেনা মুখের সারি। এমন দলের বিরুদ্ধে কার্যত মরণবাঁচন ম্যাচের আগে আজ কোচ লক্ষ্মীরতন সহ বাংলার বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারও সাফল্যের প্রার্থনায় সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে পুজো দিয়েছেন। ৫ ম্যাচে ১২ পয়েন্টে থাকা পাঞ্জাবের নকআউট পর্বে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশ কম। কিন্তু তারপরও পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে বাড়তি সতর্কতা বাংলা শিবিরের সর্বত্র। অধিনায়ক সুদীপ ঘরামি সন্ধ্যার দিকে মুম্বই থেকে বলছিলেন, 'বিজয় হাজারেতে এবার টস বহু ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিচ্ছে। আর সবারই জানা, টস কারও নিয়ন্ত্রণে নেই। তাই সকালে আমাদের ব্যাটিং করতে হলে সবাইকে একটু বেশি সতর্ক হয়েই মাঠে নামতে হবে।'

আসলে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে টসে হেরে শুরুতে ব্যাট করতে নেমে ৮৪ রানে অলআউট হওয়ার বিপর্যয় বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্টকে সতর্কতার মোড়কে ঢেকে রেখেছে।

বিষ্ণোই বাকিদের থেকে আলাদা : মুরলীধরন

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : ভারতীয় ক্রিকেট বরাবরই স্পিনারদের সোনার খনি।

সেই ধারাটা সুরক্ষিত বর্তমান প্রজন্মের হাতেও। যাদের মধ্যে অন্যতম রবি বিষ্ণোই। অস্ট্রেলিয়া টি২০ টক্করে ৯ উইকেট নিয়ে সিরিজ সেরা। ভারতের তরুণ লেগির যে স্পিন-দক্ষতায় মজেছেন টেস্ট ইতিহাসের সফলতম বোলার মুথাইয়া মুরলীধরনও।

একাধিক অধিনায়কে সায় নেই ইরফানের

শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি স্পিনারের মতে, প্রতিটি প্রজন্মেই বিশ্বমানের একঝাঁক স্পিনার পেয়েছে ভারত। অনিল কুম্বলে থেকে রবিচন্দ্রন অশ্বীন। লম্বা যে তালিকায় যুক্ত হয়েছেন বর্তমান প্রজন্মের নতুন স্পিনাররাও। যার মধ্যে রবি বিষ্ণোই অন্যতম। বাকিদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

মুরলী বলেছেন, 'ভারত থেকে অসাধারণ সব স্পিনার উঠে এসেছে।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে দুরন্ত সাফল্যে উড়ছেন রবি বিষ্ণোই।

বর্তমান প্রজন্মেও ব্যতিক্রম নয়। যেখানে বাকিদের থেকে বিষ্ণোই একটু আলাদা। লেগস্পিনারদের ভিড়ে একেবারে স্বতন্ত্র। গতি রয়েছে। বলটাকে স্লাইড করাতেও জানে। অক্ষর প্যাটেল সেখানে নিখুঁত। হাতে বড় স্পিন নেই। তবে বল ঠিকঠাক জায়গায় রাখতে পারে। ওয়াশিংটন সুন্দরও প্রায় একইরকম।'

এদিকে, বিভিন্ন ফরম্যাটে পৃথক অধিনায়কত্বে সায় নেই ইরফান পাঠানের। প্রাক্তন অলরাউন্ডারের মতে, ভারতীয় ক্রিকেট সংস্কৃতির সঙ্গে বিষয়টি খাপ খায় না। তাই এক অধিনায়কের থিয়োরিই ঠিকঠাক। পরবর্তী দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে টি২০-তে নেতৃত্বে দেবেন সূর্যকুমার যাদব। ওডিআইয়ে লোকেশ রাহুল এবং টেস্টে রোহিত শর্মা।

ইরফান যে প্রসঙ্গে বলেছেন, 'হয়তো ভবিষ্যতে এমন কিছুই হতে চলেছে। তবে আমি পৃথক নেতৃত্বের ভক্ত নই। দীর্ঘদিন ধরে এই নিয়ে কথাবার্তা চলছে। ব্যস্ত সূচির কথা মাথায় রেখে গুরুত্ব পাচ্ছে ক্রিকেটারদের ওয়ার্কলোড। ফলে বড় স্কোর, পৃথক অধিনায়ক তত্ত্বের ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে।'

ইরফানের কথায়, সাদা বলের ক্রিকেট থেকে ছুটি নিয়েছিল রোহিত। ফলে ওডিআই এবং টি২০ সিরিজে রোহিতকে পাওয়া যেত না। তাই শুধু টেস্টে নেতৃত্ব। নতুন কাউকে দায়িত্ব দেওয়া ছাড়া রাস্তাও ছিল না। হয়তো এটাই আগামীদিনে ভারতীয় ক্রিকেটের ট্রেন্ড হতে চলেছে। হয়তো একইভাবে ফর্ম্যাট অনুসারে আলাদা কোচ, সাপোর্ট স্টাফও দেখা যাবে। তবে এটা না হলেই ভালো হয়।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ 'জয় লোকনাথ বাবা'। **সুমনা (তিয়া, বাবু) :** তোমার জন্মদিনে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, আশীর্বাদ এবং ভালোবাসা। তুমি সুস্থ থাকো, ভালো থাকো। তুমি নিজেই একটি উপহার। সবকিছুর সেরা প্রাপ্য। – **তোমার বাবা রতন সরকার এবং মা সান্ত্বনা সরকার,** রায়কতপাড়া, জলপাইগুড়ি।

নির্বাচনে জিতে ভিআইপি রাজনীতিক হতে চান না জেজে

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : গোলটা যে তিনি ভালো চেনেন, এই নিয়ে সন্দেহ নেই কারওই। ভারতের সর্বাধিক গোলস্কোরারদের তালিকায় তিনি অন্যতম। সুনীল ছেত্রী তাঁর ভক্ত। সেই 'স্নাইপার' এবার রাজনীতির ময়দানে প্রথমবার নেমেই গোল করে ফেললেন।

মিজোরাম নির্বাচনের ফলাফল বেরোতেই দেখা গেল জেজে লালপেখলুয়া ফানাই সাউথ তুইপুই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জিতেছেন জোরাম পিপলস পার্টির টিকিটে দাঁড়িয়ে। ১৩৫ ভোটে হারিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী আর লালথাঙ্গলিনাকে। জেজের সঙ্গে ভোটে জিতেছেন মিজোরাম ফুটবল সংস্থার সাম্মানিক সচিব লালঙ্গহিনগ্লোভা হামার। তিনি সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের লিগ কমিটির চেয়ারম্যান।

মার্চ মাসে জেজে গোয়ায় এসেছিলেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম বেঙ্গালুরু এফসি-র আইএসএল ফাইনাল ম্যাচ দেখতে। বারবার বলছিলেন, 'চোটের জন্য ফুটবল ছেড়ে দিতে হল বলে খুব কষ্ট হয়। মানতে পারি না যে আমার থেকে সিনিয়াররা খেলছেন অথচ আমি খেলা ছেড়ে দিলাম। তবে করোনার সময় থেকে আমার এবং আশপাশের এলাকার মানুষের সঙ্গে থেকে সামাজিক কাজ করার চেষ্টা করি। ওতেই খানিকটা শান্তি পাই।' এই ভাবনা থেকেই যে এবার নির্বাচনে লড়া, সেটা পরিষ্কার। দিন চারেক আগেও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে নিজে রক্ত দিয়েছেন। জেজে এদিন সরাসরি বলেছেন, 'নির্বাচনে জিতে গেলেই রাজনীতিকরা নিজেদের ভিআইপি ভাবতে শুরু করে। নিজের কাছে এটাই আমার প্রতিজ্ঞা, সেই রকম হব না। মানুষ যেন আমাকে দূরের মানুষ বলে মনে না করে।' তুইপুইয়ের মানুষের কাছে তিনি কৃতজ্ঞ। যেখান থেকে ফুটবলার হিসাবে তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন, সেখানকার মানুষদের এবার কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার নিয়েই নতুন ময়দানে যাত্রা শুরু করতে চলেছেন জেজে। ফুটবলার বন্ধু ইউজিনসেন লিংডোও এখন বিধায়ক। তাঁর সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে অল্প কথাবার্তা হলেও তিনি যে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন তা জানা গেল।

খুব অল্প সময়ে ভারতীয় ফুটবলে দাগ কাটা জেজে এবার রাজনীতির ময়দানে নিজের ছাপ রাখতে পারেন কি না সেটাই দেখার।

মিজোরাম নির্বাচনে জয় পেলেন জেজে লালপেখলুয়া ও লালঙ্গহিনগ্লোভা হামার।

> “ চোটের জন্য ফুটবল ছেড়ে দিতে হল বলে খুব কষ্ট হয়। মানতে পারি না যে আমার থেকে সিনিয়াররা খেলছেন অথচ আমি খেলা ছেড়ে দিলাম। তবে করোনার সময় থেকে আমার এবং আশপাশের এলাকার মানুষের সঙ্গে থেকে সামাজিক কাজ করার চেষ্টা করি।
>
> –**জেজে লালপেখলুয়া**

বিশ্বকাপ জেতায় নিজেকে পরিপূর্ণ মনে করেন মেসি

বুয়েনস আয়ার্স, ৪ ডিসেম্বর : একটা সময় ছিল ক্লাব ফুটবলে সব ট্রফি তাঁর ক্যাবিনেটে থাকলেও দেশের হয়ে প্রাপ্তির ভাঁড়ার ছিল শূন্য। সেই সময় প্রবল সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে আর্জেন্টাইন তারকা লিওনেল মেসিকে। তারপর পরিস্থিতি বদলেছে। দেশকে বিশ্বকাপ ও কোপা আমেরিকা জেতানোর পর মেসিই এখন আর্জেন্টাইন জনতার নয়নমণি। নিজের খারাপ সময় সম্পর্কে মেসি বলেছেন, 'আমার একটা খারাপ সময় ছিল। সেসময় আমার পরিবার ও যারা আমাকে ভালোবাসে তাদের ওপরেও প্রভাব পড়েছে। আর্জেন্টাইন ফুটবলারদের একটা প্রজন্মের সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে।' পাশাপাশি তিনি আরও বলেছেন, 'এই পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে পারাটাকে নিজের জয় বলেই মনে করি।। এখন আর্জেন্টিনার ৯৫ থেকে ১০০ শতাংশ ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে। এটি একটি সুন্দর অনুভূতি।'

বিশ্বকাপ জয়ের পর নিজের প্রাপ্তির ভাণ্ডার পরিপূর্ণ বলে মনে করেন লিও। বলেছেন, 'সব ফুটবলারের স্বপ্ন থাকে দেশের হয়ে বিশ্বকাপ জেতার। আমি বার্সেলোনার হয়ে ক্লাব স্তরে এবং ব্যক্তিগত স্তরে সবকিছুই পেয়েছি। কেবল বিশ্বকাপ বাকি ছিল। সেটাও পেয়েছি। খুব কম খেলোয়াড় রয়েছে যারা সবকিছুই অর্জন করতে পেরেছে এবং ভগবানকে ধন্যবাদ আমি সেই গুটিকয়েক খেলোয়াড়দের তালিকাতে রয়েছি।' সেই সঙ্গে মেসি বলেছেন, 'রাস্তা যতই কঠিন হোক না কেন যদি শেষ পর্যন্ত লড়াই করেন তাহলে শেষ পর্যন্ত নিজের লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারবেন।'

প্রথম ডিভিশনের তদন্ত কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : মদন মিত্রের ক্লাব বেলঘরিয়া স্পোর্টিং কলকাতা লিগের প্রথম ডিভিশনের সুপার সিক্সে না ওঠায় আইএফএ-র বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন কামারহাটির বিধায়ক। সমাজমাধ্যমে লাইভে অনুশীলনীর বিরুদ্ধে গড়াপেটার অভিযোগ করেছিলেন তিনি। এর ভিত্তিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠনের কাজ প্রায় শেষের পথে। ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির ৪ জন ঠিক হয়ে গিয়েছে। এঁরা হলেন প্রথম ডিভিশন কমিটির চেয়ারম্যান চিত্তরঞ্জন দাস, আইনজীবী অপূর্বকুমার ঘোষ, প্রাক্তন ফিফা রেফারি প্রদীপ নাগ ও প্রাক্তন ফুটবলার এবং পুলিশকর্তা অলোক ঘোষ। পাশাপাশি জেলার রেফারিদের মানোন্নয়নের উদ্যোগ নিতে চলেছে আইএফএ। শীঘ্রই রাজ্যে আসতে চলেছেন উয়েফা প্রো লাইসেন্সধারী বিদেশি রেফারি লিনা জোলিক। রেফারিদের নিয়ে তাঁর ওয়ার্কশপ করার কথা আছে।

হ্যাটট্রিক প্রমীলার

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : কন্যাশ্রী কাপে ফুল ফোটাচ্ছেন প্রমীলা দাস। শিলিগুড়ির এই বাসিন্দার হ্যাটট্রিক সহ চার গোলের সৌজন্যে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ৫-১ গোলে হারাল কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন। অন্যদিকে, সোমবার মতুয়া সরোজিনী নাইডু ওএসসির বিরুদ্ধে ১১-০ গোলের বিরাট ব্যবধানে জিতল ইস্টবেঙ্গল। ডাবল হ্যাটট্রিক করেন সুলঞ্জনা রাউল। জোড়া গোল শাশ্বতী সরকারের। অন্য গোলগুলি তুলসী হেমব্রম, সরজিদা খাতুন ও সন্ধ্যা মাইতির। অন্য ম্যাচে রোমা মুর্মু ও রানি মণ্ডলের গোলে আমুজি বালি গ্রামাঞ্চল ক্রীড়া সমিতিকে ২-০ গোলে হারাল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ।

জয়ী ভবানীপুর

নারায়ণপুর, ৪ ডিসেম্বর : আই লিগের তৃতীয় ডিভিশনের প্রথম ম্যাচে জিতল ভবানীপুর এফসি। ছত্তিশগড়ের দল রামকৃষ্ণ মিশন ফুটবল অ্যাকাডেমিকে অ্যাওয়ে ম্যাচে ৩-১ গোলে হারাল রঞ্জন চৌধুরীর ছেলেরা। জোড়া গোল করে ম্যাচের নায়ক মনোতোষ মাঝি। অন্য গোলটি আত্মঘাতী।

নর্থইস্টকে পঞ্চবাণ ইস্টবেঙ্গলের

সাতে উঠে এল কোয়াদ্রাত ব্রিগেড

ইস্টবেঙ্গল-৫ (বোরহা, ক্লেইটন-২ ও নন্দকুমার-২)
নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : কলকাতায় এখন হালকা ঠান্ডা। পাঁচটা বাজতে না বাজতেই অবশ্য অন্ধকার নেমে আসছে। ফলে রাত আটটা থেকে শুরু হওয়া ম্যাচে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে তাই মেরেকেটে মাত্র হাজার পাঁচেক দর্শক। যাঁরা বাড়ি ফিরবেন কীভাবে সেটা ভেবে এলেন না, তাঁরা বহুদিন পর ইস্টবেঙ্গলকে ইস্টবেঙ্গলের মতো খেলতে দেখা থেকে বঞ্চিত হলেন।

যে কোনও বিষয় নিয়েই কোয়াদ্রাতকে প্রশ্ন করলে বোঝা যায়, তিনি রীতিমতো পড়াশোনা করেন। রবিবার বিকেলে সংবাদমাধ্যমকে বোঝাচ্ছিলেন, 'পরপর দুই ম্যাচ জিতলেই আমার দল আবার ছন্দে ফিরবে।' হায়দরাবাদ এফসি ম্যাচের পর থেকে জয়হীন হলেও এই নর্থইস্ট এবং পাঞ্জাব এফসি যে তাঁর দলকে পুরো পয়েন্ট দিতে পারে, এটা সম্ভবত নানা পারমুটেশন-কম্বিনেশন করে বুঝতে পারছিলেন কোয়াদ্রাত। দেখা গেল, ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এই কোচের আন্দাজ ম্যাচ কিছু সময় গড়াতেই মিলে গেল। মাত্র ২৩ মিনিটের মধ্যে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়ে তখনই ম্যাচটা নিজেদের পকেটে পুরে ফেলে ইস্টবেঙ্গল।

১৪ মিনিটে পিভি বিষ্ণুর ডানদিক থেকে তোলা বল ছোট্ট টোকায় ডান থেকে বাঁ-পায়ে নিয়ে দুর্দান্ত ভলিতে গোল বোরহা হেরেরার। পরেরটা ২৪ মিনিটে। বাঁদিক থেকে মন্দার রাও দেশাইয়ের তোলা ক্রসে ক্লেইটন সিলভার কপিবুক হেডে। কিছু পরেই নর্থইস্টের কাছে দুর্দান্ত সুযোগ ছিল ম্যাচে ফেরার। পরিবর্ত মহম্মদ রাকিপকে ডজ করে বেরিয়ে যান ইবসন পেরেরা। তাঁর কোনাকুনি শটে প্রভসুখান সিং গিল হাত লাগিয়ে দিলে বল দিক বদল করে। তবু নেস্টর আলবিয়াক পা লাগালেই গোল ছিল। কিন্তু তিনি সেটাই পারলেন না। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে নেস্টরের আচমকা নেওয়া গড়ানো শট দুর্দান্ত সেভ করেন প্রভসুখান। ৬২ মিনিটে নাওরেম মহেশ সিংয়ের ক্রস থেকে নন্দকুমার শেখর তিন নম্বর গোল করে আরও নিশ্চিত করে ফেলেন দলের জয়। ঠিক তার আগেই অবশ্য মাথায় চোট পেয়ে উঠে গিয়েছেন বোরহা। বিষ্ণুর জায়গায় নামা নন্দ ৬৬ মিনিটে চতুর্থ গোল করালেন ক্লেইটনকে দিয়ে। ৮১ মিনিটে মহেশের ক্রস থেকে নন্দ দ্বিতীয় ও দলের পাঁচ নম্বর গোল করে সমর্থকদের সুযোগ করে দিলেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে দুয়ো দেওয়ার। কারণ এক সপ্তাহ আগে এই মাঠেই ৫ গোল খায় মোহনবাগান। বোরহা ছাড়াও এদিন হরমনজ্যোৎ সিং খাবরার চোট চিন্তা বাড়াল ইস্টবেঙ্গলের। ২৬ মিনিটে উঠে যাওয়ার পর তাঁকে দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি ক্রাচ নিয়ে ডাগআউটে ফিরে আসতে দেখা গেল। তেমনি আবার চার নম্বর গোলের পর মাথায় সেলাই করাতে অ্যাম্বুল্যান্সে স্টেডিয়াম ছাড়লেন বোরহা। সংযুক্তি সময়ে ফাল্গুনী সিংকে বক্সের মধ্যে হিজাজি মাহের ফেলে দিলে পেনাল্টি পায় নর্থইস্ট। রেফারি আদিত্য পুরকায়স্থ পেনাল্টি দিলেও নেস্টর ক্রসপিসে মেরে নষ্ট করেন।

নর্থইস্ট এবার গত দুই বারের থেকে অনেক ভালো। তবু আইএসএলের গত ২০টি অ্যাওয়ে ম্যাচ না জেতার রেকর্ড বদলাতে পারল না। একইসঙ্গে তাদের ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনালে হারের বদলাও নেওয়া হল না। বরং কোয়াদ্রাতের ছেলেরা প্রমাণ করে দিলেন, সেই ম্যাচে যোগ্য দল হিসাবেই জিতেছিল ইস্টবেঙ্গল।

আইএসএলে যোগ দেওয়ার পর থেকে দুই-একটা ম্যাচে চার-পাঁচ গোল করলেও ৫-০ ব্যবধানে কোনও দলকে হারানো এই প্রথমবার। আর এই জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ইস্টবেঙ্গল উঠে এল সাত নম্বরে। কার্লোস কোয়াদ্রাতের দল দুর্দান্ত না হলেও যথেষ্ট আশ্বস্ত করার মতো ফুটবল খেলল এদিন। এই ফর্ম ধরে রাখতে পারলে অবশ্যই সম্ভব প্রথম ছয়ে উঠে আসা। তবে একই সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র পারফরমেন্স।

মোহনবাগান : প্রভসুখান, খাবরা (রাকিপ), চুঙ্গনুঙ্গা, হিজাজি, মন্দার, মহেশ (মোবাসির), সৌভিক, ক্রেসপো, বোরহা (পারদো), বিষ্ণু (নন্দকুমার) ও ক্লেইটন (সিভেরিও)।

একের পর এক গোল। উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছেন ক্লেইটন সিলভা, বোরহা হেরেরা, জাভিয়ের সিভেরিও। কলকাতায় সোমবার। ছবি : ডি মণ্ডল

অলিম্পিকের আশা ছেড়ে স্বপ্না ছুটি কাটাচ্ছেন বাড়িতে

শুভময় সান্যাল

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : মায়াবী এই পৃথিবী, মিথ্যে বললে সবাই তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করে নেয়। আর সত্য বললে বলে প্রমাণ দাও।

একদিন আগেই সামাজিক মাধ্যমে নিজের ছবি পোস্ট করে স্বপ্না বর্মন লিখেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বললে মাসদুয়েক আগের শেষ হওয়া এশিয়ান গেমস নিয়ে হতাশার কথাটা দিব্যি বোঝা যায়। জলপাইগুড়ির হেপ্টাথলিট নিজের সেরাটা দিয়ে চেষ্টা করেছিলেন কেরিয়ারের শেষ এশিয়ান গেমসটা স্মরণীয় করে রাখার। কিন্তু শেষবেলায় স্বদেশীয় নন্দিনী আগাসারার অভাবনীয় প্রত্যাবর্তনে পদকজয়ের বন্ধনীতে নিজের নাম আর তোলা হয়নি তাঁর। স্বপ্না এরপরই নন্দিনীর লিঙ্গ নিয়ে প্রশ্ন তুলে সর্বভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার শোকজের মুখেও পড়েছিলেন। এদিন সেই প্রসঙ্গ উঠলে বিতর্ক থেকে দূরত্ব তৈরির চেষ্টা করেও স্বপ্না বলে ফেলেছেন, 'কিছুদিন আগেই পড়লাম আইসিসি রূপান্তরিতদের মহিলাদের ক্রিকেটে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এটা কিন্তু সবারই অনুসরণ করা উচিত।'

স্বপ্না অবশ্য অ্যাথলেটিক্সের ট্র্যাক থেকে অনেকটাই দূরে। জলপাইগুড়ির পাহাড়পুরের বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন। গত নভেম্বরে তাঁর বিয়ের কথা থাকলেও সেটা আর হচ্ছে না বলে জানালেন নিজেই। একইসঙ্গে তিনি এখনও ঠিক করে উঠতে পারেননি ভবিষ্যতে আর ট্র্যাকে ফিরবেন কি না। পাহাড়পুরের বাড়িতে দোতলার ছাদ তৈরির কাজে তদারকির ফাঁকে স্বপ্নার মন্তব্য, 'আগে অলিম্পিকের যোগ্যতা মান ৫৮০০ পয়েন্ট ছিল। হঠাৎ করেই সেটা বাড়িয়ে ৬৪০০ করে দেওয়া হয়েছে। স্ট্রেস ফ্র্যাকচার ও ধারাবাহিক চোটআঘাতের ধাক্কা সামলে এই পয়েন্ট পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আগামী বছরটা হয়তো আমাকে ট্র্যাক থেকে বিরতি নিতে হবে। তাই পছন্দমতো খাওয়ার খাচ্ছি। কোনও ডায়েট সিডিউল রাখিনি নিজের জন্য।'

এশিয়াডের পর কলকাতায় কাটিয়ে জলপাইগুড়িতে ফিরেছেন স্বপ্না। রেলওয়ের ওয়েলফেয়ার ইন্সপেক্টরের চাকরি থেকেও আপাতত ছুটি নিয়েছেন। অ্যাথলেটিক্সে গত বছরের ভালো পারফরমেন্সের সুবাদে এই ছুটি তাঁর প্রাপ্য বলে জানালেন। এরই মাঝে শোনা যাচ্ছে, একটি রাজনৈতিক দলের তরফে স্বপ্নাকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য। যা শুনে স্বপ্নার রসিক মন্তব্য, 'আমার সঙ্গে রাজনীতির দূরত্ব চাঁদের থেকেও বেশি। হ্যাঁ, বাড়িতে এখন সংবাদ চ্যানেলেই চোখ রাখছি। আসলে সিনেমা-সিরিয়াল আমার মন টানে না। আর চেষ্টা করছি, ভাইপো-ভাইঝিদের স্কুলের পড়া তৈরিতে সাহায্য করার। ভবিষ্যতে ট্র্যাকে ফিরি বা না ফিরি অ্যাথলেটিক্সের সঙ্গে জড়িয়ে থাকব।'

অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক ছেড়ে ঘরোয়া পোশাকে স্বপ্না বর্মন।

সিটির ড্রয়ে রেফারিকে ব্যঙ্গ গুয়ার্দিওলার

ম্যাঞ্চেস্টার, ৪ ডিসেম্বর : রেফারির বিতর্কিত সিদ্ধান্তে তোলপাড় প্রিমিয়ার লিগ। রবিবার এতিহাদ স্টেডিয়ামে টটেনহ্যাম হটস্পারের বিরুদ্ধে ৩-৩ গোলে ড্র করে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। যদিও ম্যাচের শেষলগ্নে রেফারি সাইমন হুপারের সিদ্ধান্তে চরমভাবে অসন্তুষ্ট হয় সিটির খেলোয়াড়রা। স্টপেজ টাইমের পঞ্চম মিনিটে টটেনহ্যামের ফুলব্যাক এমারসন রয়ালের ট্যাকলে মাটিতে পড়ে যান আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। যদিও তিনি সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়ে বল এগিয়ে দেন জ্যাক গ্রিয়েলিশকে। সামনে কোনও ডিফেন্ডার না থাকায় শেষবেলায় ম্যাচ জয়ের সহজ সুযোগ পেয়ে যান গ্রিয়েলিশ। এহেন মুহূর্তে রেফারি হাল্যান্ডকে করা ট্যাকলের জন্যে বাঁশি বাজিয়ে খেলা থামিয়ে দেন। ফ্রি কিক পেলেও এমন সহজ সুযোগ হারিয়ে রেফারির ওপর ক্ষোভে ফেটে পড়েন হাল্যান্ড, রুবেন দিয়াজ ও মাতেও কোভাচিচরা। মাঠের বাইরে থেকে নিজের বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা যায় কোচ পেপ গুয়ার্দিওলাকেও। ম্যাচ শেষে সামাজিক মাধ্যমে রেফারির বিরুদ্ধে কটাক্ষজনক মন্তব্য করেন হাল্যান্ড। এরজন্য তাঁর ওপর শাস্তির খাঁড়া ঝুলছে বলে মনে করছেন অনেকেই। অন্যদিকে, কোচ পেপও পিছিয়ে নেই। সাংবাদিকরা পেপকে সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিনা সেই বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তখন চতুর্থ রেফারি অ্যান্থনি টেলরকে 'কমান্ডার' বলে ব্যঙ্গ করে তাঁর বক্তব্য, 'কমান্ডার মাস্টার অ্যান্থনি টেলর সব বিষয়ে জানেন ও উনি এই নিয়ে আমায় কিছু জানাননি।' গত মাসে আর্তেতা প্রিমিয়ার লিগে রেফারির সিদ্ধান্তকে কটাক্ষ করে বিতর্কের মুখে পড়েছিলেন। তবে আর্তেতার একসময়ের গুরু যে সেই পথে হাঁটবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন।

রেফারি সাইমন হুপারের বিতর্কিত সিদ্ধান্তে উত্তেজিত আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। জ্যাক গ্রিয়েলিশকে অ্যাডভান্টেজ প্লে না দেওয়াতেই রাগ তাঁর।

ফেলিক্সের গোলে জয় বার্সেলোনার

বার্সেলোনা, ৪ ডিসেম্বর : জয়ের সরণিতে ফিরল বার্সেলোনা। লা লিগায় রায়ো ভায়েকানোর কাছে আটকে যাওয়ার পর সোমবার অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ১-০ গোলে জিতল জাভি হার্নান্ডেজের দল। নেপথ্যে প্রাক্তন অ্যাটলেটিকো ফুটবলার জোয়াও ফেলিক্স।

দিয়েগো সিমিওনের দল থেকে লোনে সেপ্টেম্বর মাসে বার্সেলোনায় যোগ দিয়েছেন এই পর্তুগিজ স্ট্রাইকার। ২৮ মিনিটে বিপক্ষ গোলরক্ষকের মাথার ওপর দিয়ে চিপ করে ম্যাচের ভাগ্য ঠিক করে দেন ফেলিক্স। ম্যাচের পর কোচ জাভি বলেছেন, 'আজ আমরা সব বিভাগেই দারুণ খেলেছি। গোলের সুযোগ নষ্ট না করলে ম্যাচের ফয়সালা আগেই হয়ে যেত।' অ্যাটলেটিকোকে সরিয়ে ১৫ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে তিনে উঠে এল বার্সা। সমসংখ্যক ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ। গোলপার্থক্যের নিরিখে দুইয়ে জিরোনা।

NOTICE INVITING e-TENDER
Vides NIeT No.
WB/APD/KMG/RYDAKGP/ET/03/23-24, DATED : 07/09/2023 (2nd Call) &
WB/APD/KMG/RYDAKGP/ET/04/23-24, DATED : 08/09/2023 (2nd Call) &
WB/APD/KMG/RYDAKGP/ET/05/23-24, DATED :04/12/2023
Last Date and Time for online bid submission is
14/12/2023 at 10.00 hours
Intending bidders are requested please visit :
www.wbtenders.gov.in for more details
Sd/- Pradhan
Rydak Gram Panchayat

অলিম্পিকের লক্ষ্যে প্রস্তুতি শুরু দীপার

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : রিও অলিম্পিকে অল্পের জন্য ব্রোঞ্জ পদক হাতছাড়া হয়েছিল। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। এবার প্যারিস অলিম্পিককে পাখির চোখ করেছেন জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার। রবিবার টেকনো ইন্ডিয়ার উদ্যোগে ইন্টার স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুই অলিম্পিয়ান দীপা কর্মকার ও জয়দীপ কর্মকার। সেখানেই দীপা বলেছেন, 'প্যারিস অলিম্পিককে মাথায় রেখে প্রস্তুতি নিচ্ছি। ভল্টেরও কিছু পরিবর্তনও করেছি। হাতে সময়ও খুব কম।' সাম্প্রতিক সময়ে একাধিকবার চোট-আঘাতে জর্জরিত হয়েছেন। অস্ত্রোপচারও হয়েছে তাঁর। সেই প্রসঙ্গে দীপার বক্তব্য, 'চোট-আঘাত খেলার অঙ্গ। আমি যে ধরনের ভল্ট করেছি তাতে যে কোনও সময় চোটের মুখোমুখি হতে হবে এটা জানতাম। আমার ডান পায়েই দুইবার অস্ত্রোপচার হয়েছে। তবে আমি চেষ্টা করছি নিজের ১০০ শতাংশ দেওয়ার।' পাশাপাশি তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমি অস্ত্রোপচার হওয়ার কয়েকদিন পর থেকেই জিমে যাওয়া শুরু করেছিলাম। জিমে থাকলে আলাদা করে অনুপ্রেরণা পেতাম। তারপর ধীরে ধীরে নিজেকে সুস্থ করে আবারও জিমনাস্টিকের মঞ্চে ফিরে এসেছি।'

দীপা এই মুহূর্তে আগরতলাতেই নিজের কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দীর কাছে অনুশীলন করছেন। নিজের অনুশীলন সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'আগরতলায় অত্যাধুনিক পরিকাঠামো রয়েছে। ওখানেই আমি অনুশীলন করছি।' সম্প্রতি হাঙ্গেরিতে জিমন্যাস্টিক বিশ্বকাপ থেকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে তাঁকে। তবে দীপা যে ভল্টের জন্য পরিচিত সেই প্রদুনোভা ভল্ট আর দিচ্ছেন না। সেই প্রসঙ্গে দীপা বলেছেন, 'আমি প্রদুনোভা ভল্ট আর দিচ্ছি না। এখন টুইস্টের দিকেই বাড়তি নজর দিয়েছি।' এশিয়ান গেমস বিতর্ক প্রসঙ্গে দীপা জানিয়েছেন, এশিয়ান গেমসের যোগ্যতা অর্জনের মানদণ্ড সম্পর্কে জানা ছিল না। তবে অবসর নিয়ে মুখ খুলেছেন তিনি। বলেছেন, 'আমি অবসর নিয়েছি এই কথা কোথাও বলিনি। তবে দেশকে আরও একটা পদক এনে দিয়ে অবসর নিতে চাই।' খেলো ইন্ডিয়া গেমসের প্রশংসা করে দীপা বলেছেন, 'খেলো ইন্ডিয়া গেমস থেকে বহু প্রতিভাসম্পন্ন খেলোয়াড় উঠে আসছে। এটা অত্যন্ত ভালো দিক।' পাশাপাশি তিনি বলেন, 'সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে এগোলে আগামীদিনে তৃণমূল স্তর থেকে অনেক জিমন্যাস্ট উঠে আসবে।' এদিকে, টেকনো ইন্ডিয়ার ইন্টার স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা টেকনো অলিম্পিকা নাইটসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শ্রী অরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন।

জেনকিন্সের ক্রিকেট

জয়ী ১৯৯৮, ২০০৩ প্রাক্তনী

কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর : জেনকিন্স স্কুলের প্রাক্তনীদের জেনকিন্স প্রিমিয়ার লিগে ১৯৯৮ প্রাক্তনী ৬৫ রানে সুপার সিনিয়ারকে হারিয়েছে। সোমবার টসে জিতে ১৯৯৮ প্রাক্তনী ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৭ রান তোলে। ম্যাচের সেরা পল্লবকুমার সরকার ৫৩ রান করেন। সুপ্রিয় মিত্র ১৩ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে সুপার সিনিয়ার ৭ উইকেটে ৫২ রানে আটকে যায়। রণদীপ রায় ১৮ রান করেন। সৌরভ দে ৫ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ২০০৩ প্রাক্তনী ১৬ রানে ২০০১ প্রাক্তনীর বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে জিতে ২০০৩ প্রাক্তনী ৩ উইকেটে ১৭১ রান তোলে। ম্যাচের সেরা মৈনাক পাল ৮৮ রান করেন। জবাবে ২০০১ প্রাক্তনী ৫ উইকেটে ১৫৫ রানে আটকে যায়। ইন্দ্রনীল সরকার ৬৪ রান করেন। মৈনাক ৪৫ রানে ৩ উইকেট নেন।

২০০৫ প্রাক্তনী ৪ উইকেটে ২০০০ প্রাক্তনীকে হারিয়েছে। টসে জিতে ২০০০ প্রাক্তনী ৪ উইকেটে ১২২ রান তোলে। দীপায়ন আচার্য ৭৯ রানে অপরাজিত থাকেন। প্রণবকুমার মালাকার ১৮ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে ২০০৫ প্রাক্তনী ৮.৫ ওভারে ৬ উইকেটে ১২৬ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা তীর্থঙ্কর দে ৮২ রান করেন। লৈকত হোসেন ৩২ রানে ৩ উইকেট পান। মঙ্গলবার খেলবে ২০০৫ ও ২০০৬ প্রাক্তনী।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : **মঞ্জুশ্রী তালুকদারের** পক্ষে **প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী** কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in